আধুনিক বা জীবিত লেখকের কবিতায় পাঠক অনুরক্ত হন নিজগুণেই। তবু পাঠকের উদারতার ভরসায় কোনো লেখকের পক্ষে নিজের লেখার সংকলনকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলা সমীচীন কিনা সেটা ভাববার কথা। কিন্তু এই বই এক গ্রন্থমালার একটি, তাই সেই মালার নামানুসারেই এর নিরুপায় নামকরণ।

কোনো লেখকের পক্ষে নিজের রচনাবলীর বিচারে নিরপেক্ষ হওয়া শক্ত, বর্তমানের ভাবনা-চিন্তায় আগের লেখার সার্থকতা নিজের কাছেও বদলায়; এবং এটা ঘটে নিজের অতীত লেখার বিষয়ে সাক্ষাৎভাবে মমতা বা সন্তোষ না থাকলেও।

তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ কবিতা কি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নই, বিশেষত নিজের লেখার ব্যাপারে। তবে নাভানা-র শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়, যাঁর উৎসাহে এ-বই বেরোল, এ-ক্ষেত্রেও আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁর পছন্দ আর আমার বাছাই প্রায় সব ক্ষেত্রে মিলেছে ব'লে আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত। অধিকন্তু, কাছের ও দূরের অনেক পাঠকবন্ধুর রুচিও আমার সহায় ছিল।

বাধ্য হ'য়েই অনেক কবিতা বা কবিতাংশ সংকলনে বাদ দিতে হয়েছে, যা আমি জানি কোনো-না-কোনো পাঠকের প্রিয়। কিন্তু যে সহৃদয় পাঠক এ-সব কবিতা মূলত গ্রহণ করবেন, তিনি এর গৌণ ত্রুটিও ক্ষমা করবেন, এই ভরসা। কবিতাগুলির রচনার তারিখ মোটামুটি ১৯২৬ থেকে ১৯৫৫।

আমার সৌভাগ্য, শ্রীযুক্ত যামিনী রায় প্রচ্ছদসজ্জায় এ-সংকলনকে গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর নাম এই সংকলনের সঙ্গে দিতে পেরে দুর্বিনয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত ও কৃতার্থ বোধ করছি।

কলকাতা
১২।৫।৫৫

বিষ্ণু দে

ঈশাবাস্য দিবানিশা

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

উত্তরে থাকো মৌন

বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা

পলায়ন

সফরী চোখের সরল চাহনি, চোখের কোলের
কালিমার মায়া চোখ ভুলিয়েছে—চিকন কপোল,
সিল্ক্‌মসৃণ শাদা আর ছোটো পাণ্ডু ললাটে।
ঘ্রাণ টানি মৃদু শীতল আঁধারে সুরভি চুলের।
স্বল্পপরিধি রক্তসূত্র সরস অধর
মুখে রেখেছি ও শুনেছি বক্ষে গ্রহদের বেগ।
দেখি মুহূর্তবিম্বে চিরন্তনেরই ছবি
উর্বশী আর উমাকে পেয়েছি এ-প্রেমপুটে।
—সাতটি দিন ও রাত্রি একটি কবিতা আমার,
প্রেমের কবিতা করেছ আমাকে।

ফোটালে যে-ফুল

সে-ফুল শেফালি। তীর্থযাত্রী হৃদয় আমার
আর নাহি রয় এ কয়দিনের পান্থশালায়॥

প্রত্যক্ষ

সেইদিন দেখেছি তোমাকে,
কোলাহল-কুৎসিত এ-নগরের ভিড়ে
দুষ্টশ্বাস জনতা-আঁধারে
বার হ'য়ে এলে
সবাইকে পিছে রেখে,
সবাইকে রেখে এলে নিচে,
—সেইদিন দেখেছি তোমাকে।

সেইদিন আমাদের গান
ভুলেছে আপন সুর যবনের আগত বেসুরে
পদাচার-কম্পিত সে ভিড়ে।
দেখতে চেয়েছি আর বার।

বজ্রপাণি রুদ্রাঘাতে দিক্‌ আজ সব-কিছু মুছে,
মৈনাক ডুবিয়ে দিক্‌ পৃথিবীর জনতাকে আজ,
—প্রভাতে দু-চোখ মেলে অতীতকে বাতাসে উড়িয়ে,
দেখি যেন অকস্মাৎ
আদিম ও স্তব্ধ সেই সঙ্গহীনতায়

এলে তুমি শুভ্র স্মিত রজনীগন্ধার মতো একা,
শুভ্র মরুভূর মাঝে একান্ত বিস্ময়
এলে তুমি তরুণ তমাল,
হাতে নিয়ে দীর্ঘ অবকাশ, স্বাধীন জীবন,
এলে তুমি নীরব নির্ভরে
একা সঙ্গীহীন॥

অভীপ্সা

এ-আকাশ মুছে দাও আজ,
অন্ধকারে রাত্রি লেপে দাও,
জ্যোৎস্না ডুবিয়ে দাও অনিদ্রার ঘন কালিমায়।
দুই চোখ ঢেকে দাও, বাতাসের ব্যূহ ভেদ ক'রে
রাত্রির ঘোমটা-ঘেরা সমুদ্রের পদক্ষেপধ্বনি
ঢেকে এসো দ্রুতপদে
রুদ্ধ ক'রে নিশ্বাস আমার
শব্দহীন চরণসঞ্চারে।
স্থিরতা-নিঃশব্দ অন্ধকারে
অনিদ্রার শূন্যে হোক নিরালম্ব আমাদের
মুখোমুখি দেখা।
পৃথিবীকে চূর্ণ-চূর্ণ ক'রে
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে হৃদয়ে আমার॥

উর্বশী

আমি নহি পুরূরবা। হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো, গ'ড়ে তুলি আমার ভুবন?
এসো তুমি সে-ভুবনে, কদম্বের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে।
ক্ষণিক সেখানে থাকো,
তোমার দেহের হায় অন্তহীন আমন্ত্রণবীথি
ঘুরি যে সময় নেই—শুধু তুমি থাকো ক্ষণকাল,
ক্ষণিকের আনন্দ-আলোয়
অন্ধকার আকাশ-সভায়
নগ্নতায় দীপ্ত তনু জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে যাও
নৃত্যময় দীপ্ত দেয়ালিতে।

আর রাত্রি, রবে কি উর্বশী,
আকাশের নক্ষত্র-আভায়, রজনীর শব্দহীনতায়
রাহুগ্রস্ত হ'য়ে রবে বাহুবন্ধে পৃথিবীর নারী
পরশ-কম্পিত দেহ সলজ্জ উৎসুক?
আমি নহি পুরুরবা, হে উর্বশী,
আমরণ আসঙ্গ-লোলুপ,
আমি জানি আকাশ-পৃথিবী
আমি জানি ইন্দ্রধনু প্রেম আমাদের॥

সন্ধ্যা

বাম দিকে গিরিশৃঙ্গ আকাশকে করেছে আহত,
শ্যামাঙ্গী দিতিকে যেন মুষ্টি তোলে ক্ষিপ্ত দৈত্যশিশু।
দুরন্ত পর্বতচূড়া, চোখকে সে এড়াতে চায় যে
মানুষের মাঠ ফেলে—আমারই এ-হৃদয়ের মতো!

অন্য দিকে চ'লে যায় অন্তহীন ঘন অরণ্যানী,
মানুষেরও দেখিনি তো অন্তহীন এত ঘন ভিড়।
মানুষের ভিড় কভু নয় এত অজ্ঞাত নিবিড়।
কোন লোকে এসেছি সে, জানিনাকো বনানীর বাণী।

পশ্চাতে রয়েছে প'ড়ে পাথরের একখানি হাড়,
শিরে-শিরে রিনিঝিনি রক্তধারা স্পর্শ তার পায়।
পাথরের কী যে ভাষা। রক্তধারা হিম হ'য়ে যায়।
অজ্ঞাত ধমনী কার স্পর্শে করে আমাকে নিঃসাড়।

রক্তের ফোয়ারা সূর্য অকস্মাৎ পর্বতের মাঝে
ডুবে গেল দ্রুতগতি ঘূর্ণাবর্তে, কুমিরের মতো।
গোধূলির ছায়া নামে আর ওঠে কারা শত-শত
বনানীতে, প্রান্তরে, ও কৃষ্ণ ক্রূর পর্বতের মাঝে।

সমুৎকর্ণ অরণ্যানী, ঊর্ধ্বগ্রীব পর্বতের মালা,
বিধাতার মনে আসে বাসনার বিবর্ণ আবেশ,
জলে-স্থলে কম্পমান সৃজনের রূঢ় প্রেমাবেগ,
আমার নিশ্বাস স্তব্ধ, কী বিস্ময় দুই চোখে জ্বালা।

মনে হয় মৃত আমি, দেহ আর নয়কো আমার।
ম্যামথেরা আসে বুঝি? প্রেম জাগে ধরিত্রীর বুকে?
মাটি কাঁপে, ছোটে বেগে মদমত্ত নেআণ্ডরতাল;
দেহ হিম, মন কাঁপে, জাতিস্মর ওঠে অন্ধকার॥

সোঽবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি

১।৪।২ বৃঃ উপনিষদ্

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে অটল প্রাচীর।
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে? বুঝিনাকো ভাষা যে এদের।

প্রকৃতির দুয়োয়ারে এসে পড়ি বিদেশী বর্বর,
বর্বর জানে না হায়! পদে-পদে করে অপরাধ
কোথা লেগে যায়—সরীসৃপ তিক্ত-ফণা।
জলস্থল-ব্যাপী ভয় দেহ-মন নিয়ত কাঁপায়।

নিত্যকাল ধ'রে এই—দিন কাটে নিত্য তৃপ্তিহীন
রাত্রিও প্রশান্তিহীন—ত্রিশঙ্কু এ আমার হৃদয়॥

ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো।
কেন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?
নয়নে ঘনায় বারে-বারে ওঠাপড়া?
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি?
হৃদয়ে আমার চড়া?

অঙ্গে রাখি না কারোই অঙ্গীকার?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।

এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি?

জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,
হে-দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার!

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে-পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

ওফেলিয়া

তবুও এ দুঃসাহস। বসন্তের সঞ্চিত সংগীত
যদি তুমি ছিঁড়ে দাও, ভেঙে দাও জিয়ানো কুসুম,
স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, দুর্বাদিল ঘুম
যদিই জ্বালিয়ে দাও দীপ্ত লঘু কৈলাসের শীতে,
তবুও এ দুঃসাহস, তবু আজ ক'রে যাব গান।

তুমি যেন এক পরদায়-ঢাকা-বাড়ি,
আমি অঘ্রান-শিশিরে-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ঘিরে।

উদাসীন দেখ আকাশের গায়ে মেঘেরা ছড়ায় সোনা,
কথারা আমার গৃহহারা, করে ছায়াপথে আনাগোনা।
হৃদয় তোমার দ্যুলোকে বেঁধেছে বাসা?

ঝোড়ো-হাওয়া ছোঁড়ে কালো-কালো বুনো মেঘ
চৈতী পূর্ণিমাকে।
আমি যে তোমায় ভালোবাসি সে কি তাই শুধু ওফেলিয়া?

নয়নে জ্বালাও দীপশিখা।
আঁধার এখানে জমে কালো-কালো পাথুরে পাহাড়।
রুদন্ত বর্ষার ভিজা শীতবায়ু করে শবাহত
কৃষ্ণবাস বনানীকে। শালতরু হারিয়েছে সাড়।
রন্ধ্রহীন আর্তনাদে এ-আঁধার হেডিসের মতো
হৃদয় ধরেছে চেপে। বহ্নি তব দিক্ দীপশিখা।
তুলে দাও, ছিঁড়ে দাও জীবনের কৃষ্ণ যবনিকা।

রাত্রি রয়েছে পাশে—
তুষারশীতল কঠিনোজ্জ্বল ক্ষুরধার তরবারি।
রাত্রি ও আমি একা।

শরতের শাদা খামকাখুশির মেঘ—
পৃথিবী পাঠায় কাশের নিমন্ত্রণ—
নির্বোধ, নির্বোধ।

পদ্মদীঘির পাড়ে
আশ্বিনে গাঁথা গান যে আমার কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে
ভাসালে নিথর জলে।
আমারই হৃদয় নিথর গভীর নীল সে-পদ্মদীঘি।

মুখর স্রোত ব'য়ে চলেছে মাতাল অভিযানে—
স্তব্ধ শ্বেত বালুচরের দ্বীপ।
জীবনে সে কি পেয়েছে যতি? শান্তি তার গানে।
আমার মন ভোলালে, ওফেলিয়া।

নীল রহস্য নয়নে ঘনায় তার—
তুষার-শিখর প্রাচীরের মাঝে
স্নিগ্ধ গভীর দীঘি।

নিয়ে এলে হাতে ঐন্দ্রজালিক মায়া,
শ্যামল ঘুমের কোমল স্বপ্নে বোনা।
জেগে দেখি মোর পৃথিবীও গেছে উড়ে।

ক্রন্দসী বুঝি তোমাকেই ঘিরে ছড়াল ধারা!
কবে হ্রদ ভেঙে আবর্ত হবে মন্দাকিনী?
সে-প্রপাতে হোক আমার অপসুদীক্ষা সারা।

মরণে দোঁহে করিনি জয়, জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে
অনির্বাণ তবুও পথে ঘোরা।

দেবযানী! সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে
ক্লিষ্ট আমার দিবসের ক্ষমা বাজে
শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে-পাকে—এই সাধনা আমার।

মুক্তি-ইশারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার।
শান্তি-তুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার।

প্রসার্পিনা কুসুমে ছায়, বৈতরণী পাশে
ছড়ায় আহা। কোমল নীল ঘুমের আবাহন।
লোলুপ তবু দ্বিধায় কার আবির্ভাব-আশে
প্রান্তরের প্রান্তে চায় ভিক্ষু দেহ-মন।

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণ-মায়াকে হানো।

এনেছিলে বটে হাসি।
মেঘের রেশমী আড়ালে দেখিনি
বজ্রের যাওয়া-আসা।

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হ'ল মর্ত্যলোকেই।
ধূমকেতু এই বিরাট দাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি॥

গার্হস্থ্যাশ্রম

(অংশ)

পূর্বরঙ্গ

তোমায় লেগেছে ভালো—সে-কথা তো জানো?
তোমার ও কটা চোখ—যদিচ বাঙালি,
বুধবার থেকে কেন মনে পড়ে খালি!
লোকে যাকে প্রেম বলে—সে কি তুমি মানো?
জেনে-শুনে চোখ দিয়ে আমাকে কি টানো?
না কি তুমি অজানিতে ভ'রে যাও ডালি?
না কি আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি
পড়েছি প্যারিসে গিয়ে, তাই চোখে আনো
কৌতূহল নামে বস্তু? অলকা, বলো তো।
আমাকে বলতে কিছু ভয় পেয়োনাকো;
একাধিক ওষ্ঠাধর ঠেকেছে এ-কানে;

তা ছাড়া প্রেমের ফুলও বিবেচনা-মতো
তুলি আমি। তবু কেন চুপ ক'রে থাকো?
ক্ষমা কোরো, হেসেছি কি সে-দিনের গানে?

প্রলোভন

তৃতীয়ার ক্ষীণ করুণ আলোয় দখিন হাওয়ায়
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ইজিচেয়ারেই বসব দোঁহে।
সুরভি ও-কেশ স্বতই জড়াবে আমার এ-গায়ে,
স্তব্ধ শহরে করুণ আলোয় নিরালা কোনায়
সুরের মতোই উতলা গভীর বিধুর হিয়ায়
বসব দু-জনে—মুখ ও কপোল ঠেকবে মোহে।

তামাদি

তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে!
শরৎ-মেঘে চিত্রিত এ-সুনীলাকাশতলে,
হাসুনোহানা সুরভি করে, সন্ধ্যাতারা জ্বলে,
পশ্চিমের বিধুর মৃদু উদাস বায়ু-স্বনে
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে।

প্রিয় তোমার কুজন করে সহাস মৃদু-স্বরে,
সাড়ায় তার কাঁপে তোমার শরীর নির্ভরে।
একেলা আমি অন্ধকারে বারান্দার কোণে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, পড়ছে আজ মনে।

সুরভি বায়ে আঁধার-ছায়ে শারদাকাশতলে
আঁধার মাঝে সন্ধ্যাতারা সঙ্গহারা জ্ব'লে;
তোমাকে দেখি প্রিয়ের সাথে মধুর আলাপনে—
তোমাকে ভালোবেসেছিলাম পড়ছে আজ মনে।

জীবন চলেছিল যখন সফলতার রথে,
দেখেছিলাম তোমাকে ভিড়ে দ্রুত জীবন-পথে,
কাজের মাঝে ফিরিয়েছি কি হৃদয়ামন্ত্রণে—
বেসেছিলাম তোমাকে ভালো, পড়ছে আজ মনে।

কন্‌ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্‌স্‌

অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, লিলি তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে।
অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি,
সহজের পেশা, আরামের নেশা, তাই তো আসি
তোমার শাড়ির ছটায়, কথায়-কথায় হাসি—
না-হ'লে ঝঞ্ঝা ফেলত যে সারা জীবন ঘিরে।

আত্মজ্ঞান

যদি আমি জন্মাতুম বহু দূরদেশে
তোমাকে পড়ত মনে, নিতুম কি চিনে?
এ-দূরত্ব এড়িয়ে কি আসতুম হেসে?
তুমিও চিনতে হেসে পরিচয়হীনে?
ধরো, যদি তুমি হ'তে টাহিটির মেয়ে,
অজানা রহস্যময়ী মরস্বর্গলোকে,
আমি কি যেতুম, সখি, প্যাসিফিক্‌ বেয়ে?
বলতুম হেসে, 'একি! চেনা লাগে ওকে!'
আমরা যে অতিসুখী সকলেই বলে,
আমাদের উভয়ের প্রেমের গৌরব
সকলের মুখে শুনি। লোকমুখে চলে
আমাদের উভয়ের হৃদয়-উৎসব।
সুযোগ পেয়ে তো তবে পাশাপাশি মিলি?
আমাদের ভালোবাসা প্রাকৃতিক, লিলি॥

বেকারবিহঙ্গ

অস্তাচলের আঁধারেই কিবা আশা?
এ মরা শহরে নীড়সন্ধানী মন
হারালো চতুর উভচর দিশা তার।
চিরকাল কাকতালীয়ের যাওয়া-আসা!
কোন প্রারব্ধে করেছে সমর্পণ
বহুধাভক্ত ত্রিশঙ্কু তার ভার।

জানি লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যেই,
সেই সাধনায় মেনেছি সতত হার।
সরস্বতীর পঙ্কজে লাগে কাঁটা।

বিরাট বিশ্বে কবে হারিয়েছে থেই—
তবু হায় নেই হাতের নাগালে ডাঁটা
নীলোৎপলের—অনঙ্গ অধরার।

কৈশোরে ছিল ধর্মঘটের শখ,
যৌবনে নয় মাস্টার কেরানীও,
বাস্তুঘুঘুরই অন্নধ্বংস সার।
মুরুব্বি নেই, গ্রাম্য সে উমেদার।
এদিকে শরীর মন হ'ল বরণীয়,
বসন্ত আসে, পাত্রী যে-কেউ হোক।

অতএব মেসে কাটাও তক্তাপোশে,
দৈনিক দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,
খেলার নেশায় ভিড় ভাঙো মাঠ চ'ষে,
আর দেখ ব'সে সিনেমার পোস্টার,
এলবর্ট হলে তারপরে শোনো ব'সে
ঘোলা ইতিহাসে নানাঘাটে উদ্ধার।

তারপরে যদি ক্লান্তিই বাঁধে বাসা,
রেডিও-সচল ধোঁয়ায় আকাশ ঢাকা,
পাণ্ডুর চাঁদে নিভে যায় নব-আশা—
তবু হে কুমার, খেলো না শকুনি-পাশা!
ইতিহ-ভাগ্য জড়াক-না নাগপাশে—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
কোরো না অন্ধ বন্ধ জটায়ু-পাখা॥

উভচর

পাখির আবেগ জাগাবে শরীর মনে?
পাখার ঝাপট দিন-রাত যাব শূন্যে?
পাখার ছন্দ হৃদয় কি দেবে বেঁধে
হর্ষ-বিহারে দূর দিগন্তকোণে?

নগরের ভিড়, ব্যর্থ দিনের জ্বালা!
অসহায় ভীরু? শুধু তার পথে চলা?
বন্ধুর ভ্রূ-ও কুটিল—ঋণের ভীতি?
অগণন লোক—তবু জ্বলা, শুধু জ্বলা।

গ্রন্থলোকের পরিক্রমা তো শেষ!
শিল্পীজনের মিতালিতে শুধু শ্লেষ।
নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি অপলক।
দু-পাশে ঘনায় ক্লান্তির মেঘাবেশ।

দিশাহারা চোখ, চরণ শ্রান্তিহীন—
স্থিতি চাইনেকো, ঘুঘু নয় ওগো শ্যেন।
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি দাও
তুষারতুঙ্গ চূড়ায়-চূড়ায় ঘোরা
স্বচ্ছ-শীতল হাল্‌কা হাওয়ায় ঘোরা!
কাটুক আমার জীবনমরণে সেতুবন্ধনী দিন।

হে মেরুচারিণী, তোমার চোখের নীল
ইস্পাতে আজ ঝলসি' উঠুক
কঠিন দীর্ঘ খড়্গোদ্যত দিন
ঊর্ধ্বলোকের উদ্ধতগতি চরণ শ্রান্তিহীন॥

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সে-কথা তো জানি তোমাতে আমার মুক্তি নেই;
তবু বারে-বারে তোমারই উঠানে যাওয়া-আসা।
আত্মীয়া নও, সমাজের ইক্‌রার-নামায়
কস্মিন্‌কালে বাঁধা হয়নিকো হায় বাসা।

তোমাতে আমার স্বর্গ তো নেই, সে-দুরাশা
মর্ত্যজীবীর মননে বুঝেছি হাড়ে-হাড়েই।
তুমি যেন টিমবক্‌টু ও আমি হিম লাসা,
তবু পাশাপাশি কোন আশ্বাসে সঙ্গ নিই?

উৎরাই-পথে মেলে না উভয় পদক্ষেপ,
কাব্যলক্ষ্মী! এ-পাণিদানের অর্থ নেই।
সপ্তপদীর ঐতিহ্যের মুখোশে তাই
হৃদয়দানের সুর ভেঁজে যাই অভ্যাসেই।

সভ্য তো বটে, শরীরধর্ম লোপাট আজ।
আদিম স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় মুক্তি নেই।
তবুও তোমাকে খুঁজে ফিরি দেখ কলকাতায়!
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন যে তোমার চুক্তি নেই!

মহাশ্বেতা

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্ন-সারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
অমরলোকের ইশারা তোমার চোখে,
ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?

অমৃতের ঝারি মদীর ওষ্ঠাধরে
স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজ কি আমাকে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
শরীরে তোমার অলকনন্দা গান।
অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।

ভাস্বর তব তনুতে অমৃত জ্যোতি,
প্রাণসূর্যের একান্ত সংহতি,
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তর করে মুদ্রিত বরাভয়,
তামসীকে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহ-দুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা॥

যযাতি

অনেক দিনের অনেক জ্ঞানের চরম ক্ষতি,
অনেক পাপের পরম তাপের বিষম বোঝা
অনিকেত মনে যক্ষের কূট প্রশ্ন আনে।
ব্যাধভয়াহত, তাই তো পাহাড়ে আড়াল খোঁজা,
প্রসারিপিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃ-সারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

বসুন্ধরার অগ্নি-উদরে লেগেছে দোলা,
শত সর্পিল ধূমকেতু তার অন্ত্র টানে।
মরণ আহরে আহারে বিবশ দিবশ-নিশা,
অশনায়োগ্র ধমনীশিরার পরম তৃষা
নিদ্রাহীনের রজনীতে চায় চরম ভোলা
স্নায়ু দাবদাহে যযাতি-শিরার প্রবল গানে।

সন্ধ্যামণির সোনার খনিতে আগুন লাগে!
আকাশ-গঙ্গা শীত পিঙ্গলে বালুকারেখা।
শনির কণিকা মারক-আখরে জীবন হানে।
করোটির কালি করকোষ্ঠীতে ছিন্ন লেখা।
তাই তো হৃদয় নির্দয় লোভে তোমাকে মাগে
নাটকীয় সুরে প্রলাপ-কম্প্র প্রবল গানে॥

ক্রেসিডা

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ-রজনীর সবিতা।

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকাবেলায় চোখ পুড়ে মরে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।

দিনগুলি তুমি তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।

রাত্রিও চাও? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

ক্রেসিডা! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
তোমার বাহুতে অনন্ত-স্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

মহাকাল আজ দক্ষিণ কর প্রসারে আমারই দিকে।
ভীরু দুর্বল মন!
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর ডাকে!
সর্ব-সমর্পণ!

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।
কাল রজনীতে ঝড় হ'য়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে।

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন-গোধূলি ডুবে গেল খর-রক্তের কোলাহলে।

লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়
মেঘে-মেঘে আজ কালো কল্কির দিন হ'ল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি' তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

ভ্রান্তি আমার নিয়ে যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যান্ডার?

স্বসম্মুখে সে কোন দেবতার দ্বিরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বাসালোল!
আমারই শেফালী জেবলী কেবল ঝরে জবাসংকাশে!

সূর্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অংকুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারী তাই তো তোমার শরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রলরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।

উষসীআকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।
আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন? কোন হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা?
লোকোত্তর এ-রূপসী বা কেন? লোকায়তিক এ-মরণতৃষা?

জানি, জানি, এই অলাতচক্রে চক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলিনাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জিজীবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপল মায়া।
মুখর সে-গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হাল্‌কা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?

এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করেনি এ আশা।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে, সারা শরীরে নগ্ন ভাষা!
হে গ্রীক নাগর! ট্রয়কে হারালে আজই!

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া
ঢেকে দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে যাই তোমারও প্রবল মুখে।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ ক'রে দেবে?
উদ্বায়ু, আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হ'য়ে গেল খান্‌-খান্‌।

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমম্লাবির।
জড় কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকারে করি নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্ত্য মাগি না, মন তুষার।

পাহাড়ের নীল একাকার হ'ল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হ'তে।
স্তব্ধ নিথর সাত-সায়রের বিল।

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি, ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎ-মাধুরী লুট ক'রে ফিরি, জয় জয় ট্রয়লাস!
উল্লাসে গায় পালে-পালে ক্রীতদাস।

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণপ্লাবনে ভাসে
পুরজন যত গৃহহীন যত বুভুক্ষু ভিক্ষুক।
হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে বেহিসাবী ক্রেসিডা সে!

তুমি চ'লে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—

স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি!

বিভীষণের গান

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বর্গতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে আজ সন্দিহান।

কবে কোন কালে শ্যামাঙ্গী মাতা স্বর্গগত!
আত্মহননের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন,
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূমলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।

জানি, জানি, তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই:
নয়নাভিরাম! প্রবল মরণে এ-রোগ হানো।

তোমার প্রতাপ বিঘটনে জানি প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি লোটায় তোমার নির্গমে।
ক্ষাত্র দয়ায় বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে বিদ্যুৎকাঁপা নীল ঈথারে।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যত!
বক্ষে আঁকড়ি' ধরেছি স্বর্ণসীতাকেই,
তেত্রিশ কোটি ছেড়ে সসাগর পিতাকেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
ঊষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াশাহত॥

চতুর্দশপদী

(অংশ)

গুমোট

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়েনাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্তব্যবিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো-লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সংঘর্ষটংকার!
জল-স্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদ-প্রতিবাদ!
হ'ল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদ।

আহা! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর!
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ!
চাতক-উদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎসংগীতে
শহরের শিরে-শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে!

রে ড রো ডে

ধুয়ে গেল রক্তস্রোত, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়
নেমে এলো মৃত্যুহিম মৌন গাঢ় নীল।
তবু কেন অবিশ্রাম আপন ধান্ধায়
বিবর্ণ খেয়ালে করো অস্থির নিখিল?
বিত্তের দুরাশা রাখো; কর্তব্য ছলনা;
জ্ঞানের সোপানমার্গে বৃথা আরোহণ;
মন্দিরে মানত, অন্ধ, তুমিই বলো না,
ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচাটন!

তাই বলি, অতিকশ স্বার্থের বল্গায়
রাশ টানো, নাভিশ্বাসে ক্লিষ্ট দেশাচার
মায়ায় মিলাক। এই নীল অকল্কায়
নিজব্যক্তিবিম্ব দেখ নাকাল নাচার।
ব্যক্তির কৈবল্যে, সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,
জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও।

চৌ রি ঙ্গি

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরিঙ্গির গোষ্ঠ হ'তে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।
এ ঘন প্রহরে
ইশারা বিছায় পথে কোন ধ্রুবতারা!
উদ্‌ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট শহরে।

সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে
লক্ষ-লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—.
বুঝি-বা ভূকম্পে আসে কংসের স্যন্দন।

খিদিরপুর

নিজবাসভূমে পরবাসী হ'ল যে, সে
বৃথা চায় সনাতন কেন্দ্রে পরিস্থিতি।
প্রজাপতি নাভিচ্যুত! আদি-মেরুদেশে
গলেছে নিবিদ-বেদী, ভেঙেছে জ্যামিতি।
অস্তরবি-হবি যদি পাই জলপথে
এই ভেবে, ভগীরথ! চাই আজ বর।
মনপবনের চেয়ে ক্ষিপ্র মনোরথে
হায়! নীল শূন্যে ভাসি চাঁদসদাগর।

কোথায় সুলুপ? পাল যুগধর্মে নত।
মুক্তপক্ষ খালাসির বাসনাউদ্বেল
গান কোথা? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!
আলকাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল!
দূরদেশী গন্ধবহ ফিরে গেল, আর
কপিলা বসুধা হ'ল বাসুকী-আহার।

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্ট শিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক!
উন্মোচিত, হে বাচাল! শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রন্ধ্রহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড়!
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ!

মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসংঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অণুসূর্য মাতে॥

বৈকালী

(অংশ)

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যত
ঢেলে গেছে তার ঋণ।

অক্ষের সীমা আঁধার, দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত।

মৌন কাকলি, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন!
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর,
আকাশ যে সঙ্গিন!

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন পাহাড়ে চলেছ, নীলকমল!
বলো কী তোমার ব্রত?

সাগর-সেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চুনি
ডালিমের লালে লীন?
প্রবালচূড়ায় পারিজাত চাও শুনি।
তাই কি ওড়াও দিন?

হৈমবতীর চোখের মুক্তো জোড়া
করবে হস্তগত ?
শুধবে বলো সে কার নাচিকেত ঋণ
হে কুমার তথাগত ?

চলেছে উধাও নক্ষত্রেরা যত
বিদ্যুতে পাখা লীন।
পিছু-পিছু ধাও, ধুলায় ওষ্ঠাগত,
পক্ষিরাজ তুহিন।

পশ্চিমে দূর তুষার-চূড়ার পারে
গত জ্যৈষ্ঠের দিন।
সূর্য তোমার শরীরে দীপ্ত, আর
আলেয়া ঈর্ষাহীন॥

সোনালি ঈগল

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যত।
নেভানো তন্দ্রাহত
শহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যত।

মৌন আলোর থামে
ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্র্যাফিকে
পথে-পথে দিকে-দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে,
জানালায়, শার্শিতে,
ছাতে, দরজায়, ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

চুপিসাড়ে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইশারায়,
মানেনাকো ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি স্বপ্ন তবু
নেহাত ব্যক্তিগত
বেদনায় জবুথবু
জটায়ুর পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশেও মৃত্যুনীল,
ছিঁড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়–
যদিও আয়ু ঝিমায়,
স্বল্প সত্য যদি
হ'য়ে ওঠে সাবলীল॥

১৯৩৭

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতাল-ফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা-চাপা গীতাভাষ্য।
খেপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চাচা-র আপন প্রাণ-বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রু-মিত্র॥

পদধ্বনি

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায়?
মদির হাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন ক'রে দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসংকুল আঁধারে?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বার-বার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যত বার যত ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভ'রে বুনে গেছি কত শত আকাশকুসুম
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি।
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা!
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী!
আকস্মিক কামনায় উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপে মাত্রারিক্ত, বহুভুঙ্গিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।

সে-আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত ক'রে দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সংকুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
হে ভদ্রা, এ-হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায়-কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনা-গঙ্গায়
ঘুরে ফিরে আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে, সে-দিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি, হুংকার, টংকার;
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু-পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজ রোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয় যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাট চৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার।
তবু পদধ্বনি!
হৃদ্‌পিণ্ডে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা।
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির!
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধূনন! আর সেই পদধ্বনি!
ও কি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল?
দানব-জন্তুর পাল?

দস্যুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরও ভয়।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদার-বন!
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল!
আহা! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ!
মিলে যায় নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ এ কী কলরব! পদধ্বনি! দুরন্ত মিছিল।
ঘুমন্ত নগর, ঘরে-ঘরে খিল,
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদব যুবাদল
অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায়, কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুরমঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি!
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি! কারা আসে সংকুল আঁধারে
তিমিরপঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে ধমনী
কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
এ কি এল যুগান্তর! নব-অবতার!
এ যে দস্যুদল!

হে ভদ্রা আমার!
লুব্ধ যাযাবর! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে-অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের খেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বলা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল, ভদ্রা, গান্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার!
চোখে তার কুরুক্ষেত্রে, কানে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসুয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার!

—হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গান্ডীব অক্ষয়॥

সপ্তপদী

সোনালি লগ্নে দেখা হ'য়ে গেল
সোনাখচাবাঁকা রঙিন পথে।
এলোমেলো দিনে আনমনে চলি,
চড়িনি বিজয়ে মুখর রথে।
তবুও ছড়ালে আয়ত নয়ন,
সোনালি আকাশ ছড়ালে নীলে।
শাল অরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে পাই দূর হঠাৎ-মিলে।
কিংশুকবনে যে-হাসি ছড়ালে,
শুধু অকারণে পুলকময়ী।
সে-আকাশে দেখি আপনাকে ছাড়া
সাধনার শেষে, ক্ষণিকা অয়ি।

(২)

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।
নদীতে জোয়ার খেয়া-পারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট।
শুধু আছে মেঘে বজ্রআবেগে
আকাশ-ছড়ানো বিজন বাট।
এই দুর্যোগে ঘরকে বাহির,
তুমি ছাড়া বলো, বাহির ঘর
কেই-বা করবে ? তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর।
আত্মদানের সে নীল আকাশে
বিরাট শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো ? তোমারই হৃদয়ে
থমকাই শেষে, তাই দেখে।

(৩)

শিল্পসুন্দর কৈলাসে আজ যাত্রা—
ধ্রুপদী হৃদয় খোঁজে তার ধ্রুব মাত্রা।
পালায় এখানে কঠিন চিত্রগুপ্ত।
চিত্রশালায় স্তম্ভিত সৌন্দর্য
ঘুরি ফিরি দেখি, সংকোচ খোলে ছন্দে,
জেগেছে মুক্তি স্বপ্নের ভয়ে সুপ্ত,
বাঁধন ভেঙেছে, অমরায় নির্লজ্জ
শত মূর্তিতে তোমাকেই তাই বন্দে।
অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্র
হোক না, তবুও একাধিক খাঁটি মিত্রে
কেটে যাবে কাল আকালেও জানি সত্য,
সেই সাহসেই তোমাকে ঘিরেছি ভক্ত।
সুরের মাধুরী ছাপায়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে।

(৪)

তোমার মনের শুভ্র শিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ।
এ নিরালম্ব জনতা-সাগরে চুকেছে ভাসা
রুদ্ধশ্বাস।
ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হ'ল আপন
ভাঁটায় ঢিমা।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়-আকাশ
জেনেছে মন।
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন।

(৫)

গোধূলি নামাল তার পরিছিন্ন স্তব্ধতার পাখা।
শহরের পাণ্ডু মুখে দেখা দিল বিবর্ণ আবেগ।
জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আঁধারের নীল আভা আঁকা।
ঘোমটায় ঢাকা আলো। স্তব্ধতায় নিস্তরঙ্গ দোঁহে।
—ভেঙে গেল সে-কৈলাস অকস্মাৎ তীব্র মৃদুস্বরে,
ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।
তোমার চোখের ঢেউ ধুয়ে দিল তীক্ষ্ণ নীরবতা
তোমার কথার পাখা এনে দিল ক্লিষ্ট ব্যবধান।
তবু চিত্ত তব চিত্তে মুমূর্ষায় করিল প্রয়াণ।
—না থাকে তো না-ই থাক জীবনান্তে পদস্থ পেন্‌সান্‌,
আত্মীয়অভাবে বিশ্ববিদ্যাহীন কেঁদে যাক প্রাণ,
জানি, জানি, রুদ্ধদ্বার সে-কারণে করপোরেশান্‌।

(৬)

অপরাজিতা! পাপড়ি যদি ঝ'রেই আজ পড়ে
শহুরে ধোঁয়া-ওড়ানো ফুল-দোলানো হিমঝড়ে,
মরণ যদি গলির মোড়ে হাতছানিতে ডাকে,
তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,
তবুও আছে উদয়রবি, সন্ধ্যাকাশে রঙ্গ,

নীল নিথর বৈকালী বা মেঘেরই মৃদঙ্গ—
মরুভূমির পাণ্ডুদাহে আছে তমাল-তাল;
জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল্।

(৭)

বর্ষে-বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল!
বৈশাখীর ঝঞ্জাজীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল!
জ'মে ওঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরেথরে গুপ্তচর জলে-স্থলে বায়ুহীন মেঘ।
শানিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে-পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে যায় মাঠখেত, গাছপালা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিক্‌চক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।
সে অতল নীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে-আকাশ তোমারই আকাশ॥

জন্মাষ্টমী

O Freunde, nicht diese Töne—
Beethoven: Symphony No. 9. in D minor

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ ক'রে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পগন্ধ স্পন্‌জ্-হাতে।
পথে-পথে দুয়ারে-দুয়ারে
ঘরে-ঘরে বিবর্ণ ছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুল্মবায়ু কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে-পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,

নানা বেশে নানা-দেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত ক্ষিন্নমন, ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো-বা কার-এ
সারে-সারে কাতারে-কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ-শহরে, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খাল-পার, এসপ্লানেড্‌ আর চিৎপুর!
ছড়াবে করকাধারা
কৈলাসতুষারধারা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ-শহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
স্বপ্নভারাতুর।
পণ্ডশ্রম দাবদাহ! ঘর্মপাত ব্যর্থ গেল!
আযোজন বালুচরে ঝ'রে যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজার-হাজারে,
পাখা ঝাড়ে শত-শত মানসবলাকা।
আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।
মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যত নব্য হৈচৈ!
কলম্বস্‌-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে!
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,

বৃথাই দাঁড়ালে!
দন্তুর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনুভুরু।
শ্রোণিভারনিলীনবসনা
বৃথাই রূপ ও বাণী! প্রসাদ বিতরে
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লোলহরসনা।
তাহ'লে, বিদায় বলি।
দাবদাহে জন্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বহে মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগরসন্তান।
নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন কৌল মুমূর্ষায়
হৃদয় বিযায়।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায়
শিরায়-শিরায় উন্মাদ আবেগ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু-পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমুম
কালের খেলায়।
বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যক্ষ প্রতীক সংকল্প বিকল্প লীলায়
নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়
নিজেদেরে শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানা অছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে

ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুরে-ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধুলোয়।
হয়তো-বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো-বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ি যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে,
পিছু-পিছু ছুটে আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈঃশ্রবা।
এ যে দেখি বিষম ব্যতিক!
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুটবে না?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
ত্রৈত্রিংশ কোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম?
গাড়ি নেই? ভালো লোক? হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে ব'সে ঘেমো।
আমি যেন গ্রাম্যজন
ব'সে আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।
পসারিনী তুলে দেয় হাট, আহিরিনী চ'লে যায় ঘাট,
ভেঙে যায় মেলা।
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা।
রন্ধ্রহীন বিস্ময়ের
উভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের
সংকুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে-সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথ্য কিসে মথুরার মধুর সংগীতে

সত্য রবে, ভাবি, কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তপীতে।
ফীটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বইনাকো,
বাজার-সরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো-বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার!
তার চেয়ে মাঠ চষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে
আধি কি সারাল?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস জানে নি তো মোহনবাগান
বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেক্‌টর না জানি হায় কী মজা হারাল!

আশা করি বেতারের গান
সে-দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো।
আশা করি সুরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐক্যতান,
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃতআধার
ভেসে যায় পক্ষিরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

এই ঝড়ে ঊর্ধ্বশ্বাস অপচেতা বক্রপেশী আতাতিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্‌, বজ্রযোগে বিদ্যুৎঅঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক্‌ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে
বেঁধে দিক্‌ হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে।

তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্‌ই ভালো, না-হয় তো ফ্লাশ্‌।
ঘোরতর উত্তেজনা ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।

তারপরে বাড়ি,
অম্লশূল আর সর্দিকাসি
এলোমেলো, গোলমাল, ঘেঁষাঘেঁষি, ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল।
তবু, হায়,
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল।
দিন আর রাত্রি কাটে রাত্রি আর দিন।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম-অন্বেষা,
পিছু-পিছু চলে অবিরাম
স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত উচ্চৈঃশ্রব হ্রেষা,
যৌবন সঙ্গিন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথ জতুঘরে।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্ত্য আর কার্য-কারণের
পালিতকুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, আকালে।
কিংবা সত্ত্বগুণে
আর্যলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্, ধিক্।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে
সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিংবা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়!
আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি ক'রে
অবশেষে ভুলে যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনী-গানে, আনন্দউৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার

কালের হাওয়ায়!
ভুলে যাই রক্ষাকালী শ্মশানেই হায়।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ,
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!
শ্মশান।
শ্মশানে আগুন জ্বলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে।
খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রির আর্তনাদে
ব'সে আছি উবু হ'য়ে হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার।
ও-পারে সারদা কাঁদে, এ-পারে প্রেমদা বাঁধে।
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শোকে ডাক শুনি বৈরাগ্য-সাধার।
ব্যর্থ ক'রে বৈদ্যের বিধান,
ভেষজানদান
চ'লে যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধরে!
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ ক'রে চ'লে গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হ'ত রাত্রিশেষে
কিংবা ভোরে, শাদা রোদ-পোয়ানো সকালে।
স্নান সেরে উঠবে এবার?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের নিরানন্দ দ্বার।
তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয়?
শরীরে আমার আজও লাগেনিকো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালেনি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব
এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে

অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবেনাকো দ্বারে।
বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
ছিন্ন ক'রে ছায়াতপ, দীর্ণ ক'রে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।
পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথা,
বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি, এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা!
তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে—
যা-ই বলো
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়
সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝ'রে পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়
তাই তো শুধাই, সে ঈশ্বর,
—তাই বলো!
রাগ করোনিকো সত্যিই তবে!
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারী হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুই চামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতের কমলপুটে
—অকারণে নয়?
জানি, জানি, দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে,
আমি অভাগ্য মানি—
বোসোই না, ওরা কেউই শুনছে না, এ দীন বলে—
হয়তো আমিও উঠবো ফুটে, এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙ্ময় চাপে, রঙিন ঠোঁটের এক কথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে
যেন কাকটুস্ গ্রান্ডিফ্লোরা।

কেউই ওরা
শুনছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাকতে স্ফূর্তিহীন?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্‌ পেগ্‌।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
-এব্‌ল্‌ ইন্‌-
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং? আচ্ছা, না-হয় হেসো।
কানে-কানে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিন-রজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচ বছর, স্টালিনের মতো
—ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ্‌?
অমাকৃষ্ণ তমিস্রাকে দুই হাতে ঠেলে-ঠেলে কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ ক'রে
চলেছে দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়িয়ে রিক্ততা
কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায়?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশ-ছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর আঁধারের হাসি।
জ্যোৎস্না ডুবেছে রাশি-রাশি
মেঘঘন আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।
বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, ঊর্ধ্বশ্বাস
চলছে কোথায়?
কোন নারী, কী ঐশ্বর্যভার

ছিন্ন ক'রে নেবে বলো বলীয়ান দুই বীরবাহু ?
কোন দেশ লক্ষ্য কোন অমৃতআধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ-জয়যাত্রার ?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্রবাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় শাস্ত্রমতে, জানো ?
তুমি বুঝি শোনোনিকো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করে একা-একা ?
ভুলেছ কি নব-নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয়নাকো শেষ,
প'ড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকন্টকিত রুক্ষ দেশ।
নিরুদ্দেশ অভিযান খরকৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,
দূরে-দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদ সাগরে
—শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব-অলঙ্কায় নয়—
নিয়ে যাবো বলো কোন সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ।
এক ক্লান্তি হ'তে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নব-প্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে-শরীরে রক্ত চলে, সে-শরীরে কেহ
কখনো চমকি'
দেখেনিকো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে যাক রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
—হে বন্ধু আমার, বলো তো আমারে।
অন্বেষণে বৃথা বারে-বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমারে।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

> নব-অভিসারে চলেছি রে ভাই,
> রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই।
> লক্ষ্মী চাই।

• ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,

আমি কোন ছার
বাট্‌পাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়,
নিমকহালাল তুখোড় দালাল।
আমাদের সব পুরেছে চতুর পাটের ছালায়।
হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হ'য়ে চেঁচাই, কাতরে,
মাথাপোতা।
ত্বয়া হৃষীকেশ! শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নব-রূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হ'ল কুপোকাৎ!
প্রায় চাল-মাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।
ডিভিডেন্ড্ চেপে প্যানিক ছড়াই,
বাজারে গুমোট আমরা নড়াই,
তারপরে ছাড়ি অন্‌ডর্‌সেল হাত চেপেই,
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার,
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি
চার ডিরেক্টর।
কী উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্।
পাল তুলে চলি পাটনীখেয়ায়
পাঁচটি বছর সব বকেয়ায়।
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় না-ই হ'ল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত
সে স্বর্ণকার,
কান ধরে ভায়া চালায় বইয়ের মাল-জাহাজ,
বাহাদুরি দিই, খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হ'ল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন আর্যামির
সে তুফান-মেল,
নিখিল ভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গর,
হিন্দুত্বের ম্লেচ্ছ শেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল!

তেজারতি তার ব্যাঙ্কিং-এ গিয়ে কী উচ্ছল!
দুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই;
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরণীয় তার বেয়াই।
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাট পাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ,
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।
বিহঙ্গ জাগেনি আজও জীবযাত্রা কাকলিমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের
এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ।
পাঁচ পাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি।
বাতাসের বেগ
চ'লে গেছে দিগন্ত সীমার
বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি'।
সামান্য ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হ'ল, সে-ও বুঝি জানে।
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন শহরে
শৈশবের অসহায় ঘুমে
না-জানি ফোটায় কত বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।

এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাস্য এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিত ওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রত স্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্মভেদী কলের চোঙাও
নীরব, স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যত ভূত—
—বিশেষসংঘের ক্ষিপ্র পাল
হে দংষ্ট্রাকরাল
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে-রোমে ঐক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে রূপে একাকার মহাশূন্যমাঝে।
আসন্ন শরৎ-উষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা,
রাকা মুখ ফিরায় বুঝি-বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈঃশ্রব রক্তিম ধারায়

আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বা বেগে।

হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ-সংগীত আমাদের আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মিড়ে-মিড়ে
সুষুম্নার শিরে-শিরে
সাযুজ্যসংগীতে,
অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সংবিতে

আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয় সোদর,
সেই সুর মেগে,
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসীত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই॥

ভারতীয় বিমানবাহিনী

বেণুর জন্য

কৈশোরের ঘোর
এখনো ছড়ানো চোখে।
জীবনের স্বপ্নলোকে
অবিশ্রাম আনাগোনা তার;
অবজ্ঞাকঠোর
মৃত্যুর স্বার্থের দ্বিধা
জাতি, বর্ণ, শ্রেণী—যত হিসাবীর বিবিধ কৌশলে
ঠগ্ আর বণিকের দলে
তাকে তো টানেনি।
প্রাণের উল্লাসে
তাই তো সে ভাসে অখণ্ড আকাশে,
সত্তার সুনীলে তার মুক্ত আনাগোনা।
মৃত্যু আজ আত্মঘাতী মৃত্তিকা-বিলাসে,
প্রাণ তার স্বতই উদ্ভাসে,
মেঘ হ'তে মেঘান্তরে উন্মুখর যাত্রা তার
সূর্য জানে মাত্রা তার, সূর্য হানে গায়ে তার
উল্লসিত লাবণ্যের ভয়শূন্য সোনা।
সে কি জানে, কিশোর কুমার,
নব-জীবনের আশা অঙ্কুরিত আকস্মিকতায়
হয়তো-বা অন্ধ অপঘাতে?
সে কি জানে স্বেচ্ছাবরে প্রেয় আজ শ্রেয়?
মৃত্যুহীন চিদম্বরে সে তো জানে আদিগন্ত
জীবনের অনির্বাণ গতি,
সে কিশোর বীর!

ভঙ্গুর দুঃখের স্তূপে
নূতন চেতনাচৈত্য রচনা করে কি দুই হাতে,
বিপ্লবী পাখাতে, সোনালি ঈগলে তার,
চোখে সূর্য, পায়ে তার কর্ণফুলি মৌন, ইরাবতী
প্রতীক্ষায় স্থির ?

মফস্বলে

চাষীরা ফিরেছে ঘরে, শূন্য খেতে খামারে ইঁদুর,
সোনালী সূর্যাস্ত শেষ, গোধূলির বিচ্ছিন্ন বিষাদ
পাহাড়ে জমাট, ছোটো নদীপথে গ্রামের বধূর
রোমান্টিক ছবি নেই, থেমে গেছে গানের নিখাদ।
পাহাড়ের দিকে ওড়ে শব্দময় অদৃশ্য বাদুড়।
বাংলোয় ব'সে একা, নামহীন প্রত্যাশাবিধুর।

সামনে ছড়ানো রাত্রি, অন্তহীন অন্ধকারে নীল।
অস্পষ্ট আলোকসত্তা, অন্ধকারে মরমী মূর্ছনা
আঘাতে-আঘাতে প্রেমে প্রচ্ছন্ন বিলাসে হানে মিল
সংহত পুলকে হানে নক্ষত্রের কতই গুচ্ছ না!
সামনে রাত্রির নীলে ছেয়ে যায় বিরাট নিখিল,
এ-বিরাটে নিঃসঙ্গের ডুবে যাওয়া বুঝি-বা তুচ্ছ না!

নিঃসঙ্গ স্বার্থের রাত্রি মিশে যায় বাহির বিরাটে।
আকাশে-আকাশে দেশে-দেশান্তরে দিন-রাত্রি রটে
দরিদ্র ব্যর্থের গ্লানি। অন্ধকারে স্তিমিত আভায়
পরিপূর্ণ জীবনের রক্তপ্লুত বিচ্ছিন্ন নিশান।
স্বপ্নেরা মরিয়া ভয়ে দীপাবলী কখন নিভায়,
জেগে থাকে স্মিতনেত্র নীলকণ্ঠ নির্মম ঈশান॥

I am Cinna the Poet, Cinna the Poet

আল্‌গা মাটির হাল্‌কা হাওয়ায় কেটেছে অনেক কাল
মানসলোকের বাসিন্দা যত তনুহীন গম্বুজে।
মরাল দীঘির পদ্মকাননে ঢোকে যে হাতির পাল,
অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতাল ছিঁড়ে খায় অম্বুজে।

বানপ্রস্থে বৃদ্ধ যযাতি, উধাও উজীর পিছে,
কোটাল পিটায় কপাল নিজের কোথা কোটালের বান।
মূষিকবিবর খোঁজে সদাগর, চোর ঘুরে মরে মিছে,
আমাদের কানা ক'রে সব পুরসুন্দরী গ্রামে যান।

দুর্দিন আসে লেলিহরসনা। পাগ্‌লা হাতির পাল
ছুটেছে অর্থগৃধ্নু অস্ত্রমাতালের অঙ্কুশে।
যুগান্তে আজ ছিঁড়ে যায় বুঝি আল্‌গা মাটির কাল
নব-জীবনের বীজবপনের প্রাণহারানোর ক্লেশে।

ভেঙেছে আসর, কুঞ্জ শূন্য, আসন্ন ঝঞ্ঝাতে
কাস্তে লাঙলে, হাতুড়ি হাপরে তোমরা গড়েছ হাল।
জীবনের বীজ তোমরা ছড়াও, মৃত্যুঞ্জয় হাতে
ভীরু হাত পাতি, মৈত্রীমুখর তোমরা যে মহাকাল॥

শেষ রোমান্টিক

কে জানে এল হঠাৎ প্রেম বুঝি
আজকে যবে চরম প্রাণে যুঝি,
দেশ-বিদেশে মিতালি আজ খুঁজি
ভারতে দোঁহে বিশ্বজনতায়।

হয়তো প্রেমে, হয়তো পথ চলায়,
চেনাশোনায়, প্রাণের কথা বলায়
শ্রাবণমেঘ স্বপ্ন আনো গলায়,
হৃদয় ভরো পথিক মমতায়।

তোমার ঘরে আমার নেই চাবি,
তোমার মনে জানি নেইকো দাবি,
অতীত যেথা বর্তমানে ভাবী
সেখানে শুধু ক্ষণিক আনাগোনা।

নানান্‌ কাজে তোমার কাটে দিন,
প্রাত্যহিকে আমার তৃষাহীন
জীবন চলে, অবকাশের ক্ষীণ
গলিতে মোড়ে ছড়াও তুমি সোনা।

সোনালি হাসি, সোনালি গানে ভরি
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী,
কাজে অকাজে তোমাকে আজ স্মরি,
মরণজয়ী প্রাণের মমতায়।

হয়তো এই আহুতি শেষ হ'লে,
নব-সমাজ গড়ার রলরোলে,
শান্তি যেথা সমান সুখ খোলে,
হারিয়ে যাব সেখানে জনতায়।

সেখানে নেই বোমা-তাড়ানো দেয়াল,
পথিক প্রেম মৈত্রী, নয় খেয়াল॥

কোডা

পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রাণের মায়া।
সান্ধ্য-সভায় রক্ত-আভায় বাড়ির ছাদে
একাকার দেশ-বিদেশের গান, হারায় কায়া
তিস্তার স্রোত সাহারায়, দূরে স্তালিন্‌গ্রাদে
বাংলাদেশের প্রান্ত মিলায়, মাটির ছবি
মরণের টানে গুধ্‌রু রেখায়, বিসংবাদে
উজ্জীবনের সমাধান হানে, অস্তরবি
রক্তের মেঘ ছড়ায় উষায়, প্রবল আশা
ভগ্নদূতের মুখে জাগে, তাই প্রাণের কবি
অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীর ভাষা:

ছিন্নভিন্ন ঐক্যতান, উৎসবের ভিড়
অন্ধকার আলোড়নে দিশাহারা নক্ষত্রের বেগে,
প্রাণের জোয়ারে লেগে
বাংলার সমুদ্রের উন্মুখর ঢেউয়ের মতন
শাদা-শাদা ফেনায় নিবিড় উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতন,
ছত্রভঙ্গ পলাতক নীড়মুখী পাখির মতন,
পূর্ণিমার নীল স্রোতে
দিশাহারা কলকাতার উচ্চকিত অচল শরীরে।
ঐক্যতান থেমে যায়, ছিঁড়ে যায় গানের চাঁদোয়া,
প্রেক্ষাকাশে নেমে যায় সুর,

বিস্ময় ছড়ায় জাল, অস্পষ্ট ভয়ের ধোঁয়া
পাশ ঘেঁষে বসে,
অদৃশ্য আকাশে কোথা বিড়ম্বিত জ্যোৎস্নায় দূর
জাপানের লুব্ধ দূত ভাসে
এক-এক কামানের অমর সম্ভাষে।

অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে
পূর্ণিমার নীল নম্র শীতে
মরণের আসন্ন ভঙ্গিতে
থেমে যায় সুসজ্জিত পশ্চিমা সংগীত।
নীড়মুখী পাখির মতন
মৃত্যুহীন সমুদ্রের রন্ধ্রহীন প্রাণের আবেগে
কলকাতার শূন্য পথে, ঊর্ধ্বশ্বাস নেভানো ট্যাক্সিতে
প্রাণের মর্মর থরোথরো নৈর্ব্যক্তিক বেগে
বিদ্যুৎ-আবেগে জাগে উদ্ভাসিত দেশ,
আসন্ন সমাজে কাঁপে ঘুমন্ত জনতা,
অদৃশ্য আঁধারে কাঁপে
অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র সুনীল আঁধারে
বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন।

কলকাতা গায় আসামের দূর নীল আঁধারে,
চোখে জাগে যেবা উৎসব, সেই সভায় পাশা
খেলেনাকো কেউ, মাথা কোটে নাকো লোভের দ্বারে,
মানুষের মনে কার্যকারণ স্বাধীন সেথা,
জীবিকার শূলে চড়ে না জীবন অত্যাচারে।
সে-জনারণ্যে পলাতক আমি বিদুর যেথা
খুদের কণায় ক্ষুধাকে মেটায় পরমজ্ঞানে।
হয়তো সেখানে ঘটেছে ভ্রান্তি, ভেঙেছে কেতা
জানি যুযুৎসু প্রাবল্যে, হঠকারীর ধ্যানে;

উজ্জীবনের রীতি কি এখানে ভিন্ন?
ছড়াও এ-ভিড়ে আত্মদানের ইশারা।
অভিমানী রাগ ক'রে থাকে ভীরু শিশুরা,
স্থিতপ্রজ্ঞ কি ভেদবুদ্ধিতে ক্ষুণ্ণ?

ভেদাভেদ হোক আমাদের হাতে অস্ত্র,
প্রাণসত্রের ক্ষেত্রে সবাই মিত্র,

মানসে আসুক বিরাট বিশ্বমিত্র,
না-হ'লে মানুষ পাবে কি অন্নবস্ত্র ?

গোপনতা মানি যুদ্ধের পরামর্শে,
তবু এ-জীবন শুধু হানাহানি নয়।
তবে কেন আজ শেষ শ্রেণীসংঘর্ষে
নেতিপ্রতিষ্ঠ সন্দেহ আর ভয় ?
লোকায়তে দাও লোকোত্তরের তীর্ণ
প্রসাদ, গোষ্ঠীদম্ভ যেখানে দীর্ণ।

রাত্রির এই নীলের বিরাটে বিমানগানে
তারায়-তারায় ছড়ায় প্রাণের যে-সংহতি
সেই একতার অর্কেস্ট্রায় সমসমাজের
সংগীতে ডোবে অন্যমনারও আত্মরতি,
পাঁচ পাহাড়ের অগম চূড়ায় প্রবল বাজের
পাঞ্চজন্যে পড়ে না যে তাই বারেকও যতি :
দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বুরেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে, ছড়ায় বাধা
পাইন বনের বাতাসের মতো, হিংস্র বনে
কাঠুরিয়া চলে, বসতি বসায়, পাহাড়ে সাধা
নগরগ্রামের পত্তন গড়ে, তাই জীবনে
জীবিকার গ্লানি ছিঁড়ে ফেলে গায় নূতনা রাধা :

তবু তারা বেঁচেছিল কড়িকেনা দাসদাসী নামহীন চাষী ও মজুর

বিশ্বামিত্র সৃষ্টি করে আল্‌কেমির নববিশ্ব
ভুঁইফোড় গায়ত্রীর বরে।
ইরার প্রণবছন্দে পুরোডাশে লালায়িত তাপসের সোমরস ঝরে!
যজ্ঞের জ্যামিতি-ছকে আত্মজ্ঞানে আত্মরত
পুরুষের অঙ্গহানি-ফলে
নাভিস্থিত প্রজাপতি স্মিতহাস্যে বারে-বারে
বুঝি-বা দক্ষিণে বামে টলে।
বরুণ ফিরায় মুখ, বারুণীও রোগে ক্ষান্ত, মহামারী হাসে
অনাহারে অনাচারে দস্যু আসে আর্যাবর্তে
বন্যায় ধূসর মর্ত্যে
কুসীদজীবীর শর্তে
অত্যাচারে দুর্ভিক্ষের রক্তাক্ত আকাশে।

তবু বাঁচে দাসদাসী চাষী ও মজুর যত
আশ্চর্য জীবন!

তার পরে বিশ্ব সাজে প্রকৃতি, প্রপঞ্চ, ঝুটা,
মায়া মরীচিকা,
জ্বলাহীন ছলা শুধু, অর্থের অনর্থমাত্র।
সে দায়িত্বহীন
তুরীয় আশ্রমে লোভী শিখা
নেড়ে-নেড়ে ঘাম ঝরে আর ক্ষরে
অবিরাম বিশ্বের শূন্যতা,
দ্বিধান্বিত ঘোরে
দেশে-দেশে তীর্থে-তীর্থে বীতরাগ পরিব্রাজকেরা।
এদিকে চলেছে রাজ্য,
পরিচারিকার ভিড়ে তাম্বূল চামর বয় বণিকেরা,
কেউ বয় স্থূল রাজোদর।
দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, সসাগরা সাম্রাজ্য ভাণ্ডার
প্রতিদিন হয় ভাজ্য পারিষদ, প্রিয়সখী,
কোটাল, কুটুম, চোর, রাজগুরুদের মাঝে।

তবু বাঁচে দুস্থ ও বর্বর
যারা ছিল দাসদাসী—আর নেই আজ সেই নামহীন
চাষী ও মজুর।
কবে থেকে বেঁচে আছে নামহীন দাসদাসী
কত শতবার
মরিয়া না মরে রাম নামহীন এই সব চাষী ও মজুর—
উত্থানে ও পতনে বন্ধুর চূড়ায় প্রতিষ্ঠ আজ বর্শার ফলার মতো
আশ্চর্য জীবন!

রাত্রি গভীর এখানে, তবুও অনুরণনে
তারায়-তারায় ভরেছে আকাশ মস্ক্‌ভার
মর্মবিহারী সুরের আবেগে পূর্ণ রেখা
অগণন মনে ছবি এঁকে দেয়, জনসভার
আবেগে আমার সত্তার পটে কালের লেখা
বিছায়। আগামী ঘটনায় তুলি জীর্ণ কভার,
প্রাণের পুঁথিতে প্রেমের আলোয় পালায় ছায়া—
শাণিত বর্শা পাঁচ পাহাড়ের চূড়ায় দেখা
জনারণ্যের জীবনে দীপ্ত প্রাণের মায়া।

মরণ মানে শরণ যার, হে দূর পূর্ণিমা!
মরণে হানো পূর্ণতার নীলিম তরবারে,
সঙ্গীহীন রাত্রি পায় যেখানে তার সীমা
সেই অগম আঁধারে হানো রূপালি খরতারে—
ভীরু হৃদয়ে ঝলকে ওঠে কৈলাসের দ্যুতি
আত্মহন হিংসা সেথা ভবিষ্যতে মৃত—
সেখানে শুধু মৈত্রী আর ঐক্য ভরে শ্রুতি।
নীলিমা! তুমি নীলকণ্ঠ উজ্জীবনে বৃত।
একের নীলা অন্যে দাও, তোমার আমার সীমা
প্রতীক হ'ল মরণজয়ী সমাজে, পূর্ণিমা॥

এক পৌষের শীত

দু-চোখ ছায় বাংলা দেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

তবুও কোন মরিয়া পথভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে?
কোথা সমাজ? প্রাণ শিকেয় তুলে
ছুটছে লোক আপন ধান্ধায়

নানান্ রীতি, নানা রকম রথে
ঘরের কাজে আপিস ঘরে কেউ।
রূপার টানে সকাল সন্ধ্যায়
মজুতদারে চোরাবাজারে ঢেউ।

লঙরখানার শান-বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাঁকশালের চিড়ে,
কোথায় লীগ মহাসভার নেতা!

লঙরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙাঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের খাবার মুখে চেয়ে

থাকো যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতায়
মাটির মানুষ উগরে হলাহল
কোন অমৃতের কি সম্ভাব্যতায়?

সোনার দেশ, গরম হাওয়ায় মাটি
আকাশে তোলে মানুষ দুই বাহু,
নদীর মায়া ঘন সবুজ পাটি
বিছাই ঘরে অনেক কাল-রাহু

অনেক কেতু আদিম কাল থেকে
দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে,
বেদবেদান্তে অনেক ছলায় ঢেকে
ডাইনে মারী, দুর্ভিক্ষ বামে

অনেক কাল বৃথায় ছিল চেপে!
অজেয় প্রাণ সজল বাংলায়
চোর ডাকাতে যতই ছোটে ক্ষেপে,
সোনার মাটি মানুষকে সামলায়।

আমার মাটি সোনালি সমতলে
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি॥

সাত ভাই চম্পা

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!
বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে
অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই—
চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।

চম্পা, তোমার প্রেমেই বাংলা দেশ
কত না শাঙন রজনী পোহালো বলো।
গৌরীশৃঙ্গ মাথা হেঁট টলোমলো,
নিষিদ্ধ দেশে দীপঙ্করের শিখা
চীনে জ্বলে, হয় মঙ্গোলিয়ায় লেখা,
চম্পা, তোমায় চিনেছিল সিংহলও।

তোমাকে খুঁজেছে জানো কি কৃষকে নৃপে
অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালী গানে, কপিলমুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙকণে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।

শ্যাম-কাম্বোজে তারা বুঝি টানে দাঁড়,
নীল-কমলের দেশে রেখে আসে হাড়
বহু চাঁদ বহু শ্রীমন্ত সদাগর,
চম্পা, তোমারই পারুল মায়ার লোভে
বাহিরকে ঘর আপনকে করে পর,
বলী হাসে, আসে যবদ্বীপের সাড়।

তোমার বাহুর নির্দেশ দেখে ক্ষোভে
কত প্রাণ গেল, কতজনা নিশি ডেকে
অন্ধ আবেগে বৈতরণীতে ডোবে।
চম্পা, তোমার অবিনশ্বর প্রাণ
এ কোন হিরণমায়ায় রেখেছ ঢেকে,
খুলে দাও মুখ, রৌদ্রে জ্বলুক গান।

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই;
কাঞ্চনমালা জানে না তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারা দেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ—
মুক্তি! মুক্তি! চিনি সে তীব্র সুখ,
সাত ভাই জাগে, নন্দিত দেশ-দেশ॥

সূর্যাস্ত

বেগার্ত নদীর বাঁক, নর্তকের পেশীবহুলতা,
বর্তুল ছন্দের টানে থরোথরো হরধনু বেগ
চলেছে সমুদ্রপানে পর্বতের তরল স্থূলতা,
পুঞ্জ-পুঞ্জ বস্তুফেনা যেই নীলে মেলায় আবেগ।
বেগে-বেগে চর জাগে, খরমুজের দূর হাতছানি
শরতে ঘুমন্ত আজ শুধু শূন্য আকুলতা
স্মারক দেয় যে, নিঃস্ব জলে-স্থলে উন্মুখর বাণী
মিলিত বিশ্বের বেগে—শিবনেত্রে উমার ভ্রূলতা।

নদীর রক্তিম বেগ, সূর্যাস্তের ইন্দ্রধনুচ্ছটা
পাহাড়ের ঢেউয়ে লেগে চূর্ণ-চূর্ণ ছড়ায় আকাশে
সোনা ক্ষিপ্র জলে সোনা দূর বনরেখায়, বিলাসে
ছন্নছাড়া চ'লে যায় ত্রস্তস্নায়ু আঁধারে কুলটা
রাত্রির আসরে অন্ধ, ভুলে যায় নিঃসঙ্গ আবেগে
বেগসত্তা কৈলাসের প্রাত্যহিকে সূর্যোদয়ে জেগে॥

কাসাণ্ড্রা

বলো কাসাণ্ড্রা, এত দুর্যোগ ছিল কোথায়
সকলে ভাবছি—প্রায় সারা দেশ, কয়েক জনায়
বাদ দিই! মুখ খোলো কাসাণ্ড্রা, সূর্যালোকে
ঝলসিয়ে চোখ বলো কী পাপের শাসন এ হায়;
সূর্য তোমার হানে আমাদের—কয়েক জনায়
বাদ দিই, তারা হিরণ্ময়েরই পাত্রে ঢোকে।

আমরা কখনো হেরিনি হেলেন, সে-মায়াননে
আমরা খুঁজিনি মর্ত্যরূপের ঐশী সীমা,
ইথাকায় কভু কলাকৌশলে কিনিনি নাম,
তবু কেন মরি ঘরে ব'সে লোভী ট্রয়ের রণে
রাজারাজড়ার বাজারে বৃথাই মাথার ঘাম
পায়ে ফেলি, দেশে ছার জীবনের নেইকো বীমা!

উন্নত দেশ নই কোনোদিন, দিন আনি খাই,
আমরা কখনো ঘামাইনি মাথা দেশশাসনে,

বিশ্বের কথা দূরে পরিহার করি এ যাবৎ,
বিশ্বের ভার এ-ঘাড়েই পড়ে প্রাণের বালাই
ঘর থেকে টেনে আনে সংক্রাম দুঃশাসনে,
সূর্যালোকের নগ্নতা পায় তার যত ক্ষত।

বলো কাসান্ড্রা, সূর্যপূজাই করা স্বভাব,
বংশে-বংশে শেষটা ধ্বংস সূর্যালোকেই ?
মন্ত্রতন্ত্র সবাই পড়েছি ঘরের কোনায়,
ভালো মানুষের সারাটা জাত—সে কয়েক জনায়
বাদ দিই, তাই মরবে না খেয়ে, আর মড়কে ?
সূর্যের দেশে মনুষ্যত্বে কিছু অভাব!

আইসায়ার খেদ

বয়স হয়েছে ঢের, পেন্‌সনই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।
কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিইনি, সান্ত্বনা তাতে যেটুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্নে হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে,
করিনি তছনছ কারো প্রাণমন রাজদণ্ডধর
মুরুব্বি পাকড়ি বক্ষে উচ্চাশার অন্ধ পাখসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে ফেলিনিকো থিয়েটারী লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম-শিখ-সিপাহী-বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন্ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সমর,
অসহায় পক্ষাঘাত, তার পরে আবার আবহ
ঘনাল পশ্চিমে, সেই এম্‌ডেন জাহাজের মোহ!

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর,
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে একান্ত অসহ-
যোগের সে-আন্দলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর!
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে পথ চলি, চৌরঙ্গির ফুরাল সম্মোহ!

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য-উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল পেন্‌সনের ঘর!
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তার পরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ-রকম? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে,
রৌরব-প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে,
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে!

কী জানি, বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, আবার দেখি ছোটো-জন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ-যুদ্ধ এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবি পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক; বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত
সেও নাকি মানুষের হাতে; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের, দেখি তার পঁচিশ বছর॥

শালবন

সে বন্য উৎসব শেষ, প'ড়ে আছে ভুক্ত অবশেষ
ছেঁড়া তাঁবু, ভাঙা খাট, কারখানার পাত কয়খানা,
জীবনমৃত্যুর মদে আজ আর দেয় নাকো হানা
গ্রাম গ্রামান্তের ঘরে, গেছে সব যে যার স্বদেশ,
রেখে গেছে আয়োজন প্রশস্ত পথের দীন বেশ,
বাঁকা টিন, কব্জা, কাঠ, চূর্ণ বোতলের কাচ, নানা
হাওয়াই জাহাজ দীর্ণ টুকরো কিছু সিনেমাশেয়ানা
যুবতীর ছাপা ছবি, রেখে গেছে বিশ্বব্যাপী রেশ
আবিশ্বসমরে অগ্নিপরীক্ষিত জনসাধারণ।

মরণের বনভোজে মৃত্যুঞ্জয় ঋজু শালবন
অমর উৎসাহে তোলে আকাশের নীলে ঐক্যতান
জীবনের উল্লাসের সংঘবদ্ধ সুস্থ সমারোহ—
প্রচণ্ড শান্তির পর্বে সাম্রাজ্যের সন্ধ্যায় প্রত্যহ
জীবিকার মুষ্টি তোলে দেশে-দেশে মৃত্তিকাসন্তান॥

মৌভোগ

জন্মে তাদের কৃষাণ শুনি কাস্তে বানায় ইস্পাতে,
কৃষাণের বউ পইছে বাজু বানায়।
যাত্রা তাদের কঠিন পথে রাখিবাঁধা কিশোর হাতে—
রাক্ষসেরা বৃথাই রে নখ শানায়।

নীলকমলের আগে দেখি লালকমল যে জাগে,
তৈরি হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল,
লাল তিলকে ললাট রাঙা, উষার রক্তরাগে
—কার এসেছে কাল?

চোর-ডাকাতে মুখোশ পরে, রাক্ষসেরা ছাড়ে
চোরাই মাল, ঢাকে কালো কানায়।
মরিয়া যত রানীর জ্ঞাতি কঙ্কালী পাহাড়ে
মড়ক পূজো নরবলিতে জানায়।

এদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে
ভায়ের মিলে প্রাণের লাল নিশান।
তাদের কথা হাওয়ায়, কৃষাণ কাস্তে বানায় ইস্পাতে
কামারশালে মজুর ধরে গান॥

সাঁওতাল কবিতা

দুটি ছেলে
তারা লাঙল চালায় লাঙল
লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে।

দুটি মেয়ে
তারা জল তোলে দুইজনে
জল তোলে ঐ ছোটো পাহাড়ের ঢলে।

ওগো ছেলে দুটি
বাপকে আমার কোথাও
দেখেছ তোমরা, লাঙল চালায় তিন পাহাড়ের গায়ে?

ওগো মেয়ে দুটি
জানো কি আমার মা
জল তোলে কোথা ঐ পাহাড়ের ঢলে?

দেখেছি আমরা তোমার বাপকে ঐ
ঐ হোথা ঐ উচু পাহাড়ের শিরে
আমরা দেখেছি তোমাদের মাকে বটে
ঐ হোথা নিচে সুদূর ঝর্না তীরে।

২

ঘাস কাটি ঘাস বড়ো পাহাড়ের 'পরে
প্রেয়সী ক্লান্ত কন্ঠে তৃষ্ণা ভরে
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো ফাটে গলা
তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্নাতলায়!

তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঝর্নাতলায়
জোঁকের রাজ্যি, কাজ নেই গিয়ে তায়,
প্রেয়সী আমাকে নিয়ে চলো, ফাটে গলা
আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায়!

আমবাগানের পাশের ঝর্নাতলায়
প্রেয়সী রাখাল ছেলেরা জুটেছে নেচে
চলো যাই দোঁহে ময়নামতীর পারে
দীঘি থেকে জল খেতে দিয়ো সেঁচে-সেঁচে।

৩

শ্বেত পাহাড়ের দুইটি শুভ্র ঘুঘু
কী দুঃখে বলো উড়ে চ'লে গেলে দুঁহু?
সে বুঝি দিনের প্রখর তাপের তরে!
আহা শিশিরেই উড়ে চ'লে গেল ঘুঘু।

৪

হে প্রিয় আমার
পাহাড়ে বাজাও বাঁশি,
ঝর্নার ধারে শুনবো ব'লে তা আসি,
কলসী ফেললে লোকে বলে হ'ল কি ও!
যদি না-ই আসি, বকাবকি করে প্রিয়।

৫

হে প্রিয় আমার
ধুলায় ঢেকেছে ডাঙা,
আকাশ উষ্ণ রাঙা
নিয়ে চলো চলো আমায় অন্য দেশে,
পৃথিবীর খাক্ মাটিতে পরিও জুতা,
ঝাঁঝা আকাশের তলায় মাথায় ছাতা,
চলো নিয়ে চলো আমায় অন্য দেশে।
চলো যাই কিছু চালডাল বেঁধেসেধে,
নিয়ে চলো আজ আমায় অন্য দেশে।

৬

প্রিয়তম, এসো নেমে আমাদের গাঁয়ে
দু-দণ্ড এসো দাঁড়াই আমরা, দুটি
কথা বলি গায়ে-গায়ে,
দুধ যদি চাও, করাব গো দুধপান,
ছানা যদি চাও নিজে করি তাই দান,
জানি সব সেরা পায়রার ঝোল রেঁধে
খাওয়ালে তোমাকে খুশিতে রাখব বেঁধে।

৭

কেনারাম বেচারাম
পিপর্‌জুড়িতে জমির নেশায় ঘোরে।
লিতিপাড়া গিয়ে মাঝিকেই তারা ধ'রে
নিয়ে গেল বেঁধে কোন সাহেবের দোরে।

৮

সিদো, কেন তুমি রক্তে করেছ চান?
কান্হু, বলো তো কেন "হুল্ হুল্" গান?
—আপন জনেরই জন্যে রক্তে নাওয়া
তাই বিদ্রোহ গাওয়া
বেনে ডাকাতেরা আমাদেরই দেশ ক'রে দিলে খান্খান্।

৯

ঘাটে-ঘাটে আজ পল্টন মাঠে-মাঠে,
সাহেব বাবুতে দু-হাতে চালায় কোড়া,
পাহাড়ের বুকে বন্দুক বুঝি হাঁটে,
কোন ঘাটে বলো নামাব আমার ঘড়া?

১০

বন্ধু, আমরা যাইনাকো আজকাল
জঙ্গলে সেই ধানের খেতের আল।
তোমাকে তো ওরা দিয়েছে বৌটি বেশ,
আমাকে দিয়েছে স্বামী সে খুব সরেশ।

বন্ধু যদি-বা দেখা হয় আজকাল,
আমাদের ভুরু কাঁপেনাকো আঁখিপাতে,
মুখ খুলে যেন হাসি ফোটেনাকো দাঁতে॥

ছত্তিশগড়ী গান

কী ক'রে ভাঙলে
সোনার কলসীখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জ্বলজ্বলে যৌবন?

২

হিরণ-পাত্রে রুপালি ঢাকনা পাতা
এই আসা এই যাওয়া,
তবুও তোমার যাওয়ার আসার পথেই
অন্তত এক-আধটা স্বপ্ন দিয়ো।

৩

একটা কুকুর ডাকল কোথায় গাঁয়ে
স্বপ্নে ছিলাম ভেঙে গেল ঘুম—
কিছু নেই, কেউ নেই।

৪

তোমার দু-চোখ ওড়ে দুটি প্রজাপতি
প্রেয়সী তোমার মাথার কোঁকড়া চুল
ওগো প্রিয়া রূপবতী
চাটুতে যে রুটি পুড়ে গেল হায়-হায়,
ক্ষুধায় কাতর সাঁঝের পাতের সাথী
তোমার দু-চোখ ওড়ে দুটি প্রজাপতি
হে প্রেয়সী সুন্দর।

৫

যেন-বা বাতাসে
পিয়াল গাছের শাখা
ও তনু শরীর
আমার বাতাসে দোলে।

৬

পুবে মেঘ জমে
দক্ষিণে বারি ঝরে,
তোমার সদ্য যৌবন ওগো প্রিয়া
অগ্নিবৃষ্টি করে।

৭

আমার শূন্য হিয়ার অন্ধকারে
সে আনে আঁচল-আড়ালে প্রদীপখানি,
তাই তো আমার গৃহটি আলোয় আলো

৮

(লেজা রে লেজা লেজা রে)
হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই,
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

৯

ও রূপসী মেয়ে,
ফুল ফোটে রাতারাতি,
আমরাও যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

১০

চাঁদ উঠে আসে
অনেক তারার ভিড়ে,
যদি না চাও আমায়
যা খুশি তোমার কোরো
আমি তো যাব না যাবনাকো আমি দূরে
তোমাকে যে মন চায়।

১১

দু-দিনের চাঁদ,
বাড়িতে সবাই খেলায় রয়েছে রত,
হে প্রিয় তোমায় স্বপ্নেও পাইনি যে
আর মাঝরাতে জেগে উঠে খুঁজে দেখি
তখনও তো তুমি নেই।

১২

কী ক'রে যে হব পাহাড়ের সার পার?
তুমি বিনা সিধা মাঠ সে-ও পর্বত,
তুমি বিনা যে গো ভরা-নদী আকালের
শুকনো ডাঙার ছিরি,
তুমি বিনা শ্যাম ফুলন্ত গাছ
কালো পোড়া কাঠ যেন অরণ্যদাহে।

১৩

তোমার খেয়াল, তোমার যা-কিছু রুচি
তাই নিয়ে থাকো তুমি,
নীতিপরায়ণ না-ও যদি হও তবু
যতদিন মধুমাখা ও জিহ্বা আর
খাওয়া-দাওয়া ঠিক তদ্বির করো, থাকো।

১৪

নদীতে, বললে তুমি,
গেলে তো কিন্তু পুকুরেই নাইতে
মিথ্যুক গোণ্ডীন্,
আমাকে ঠকালে আবার!

১৫

টাকা-টাকা ধুতি
চার-আনার টুপি,
আট-আনার জুতা জোড়া,
আর দু-আনার তেল,
সব গায়ে দিয়ে শোনো বলি ওগো ছেলে,
পালাও আমাকে নিয়ে।

১৬

দারোগাসাহেব
এ কী সুখবর বদ্লি হলেন!
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগি ও ডিম,
দারোগাসাহেব ছাড়া আর কেবা
এক পয়সায় বাজারে কিনত কাপড়?

উরাওঁ গান

(অংশ)

বাঁশপাহাড়ে আগুন জ্বলে
মেঘে-মেঘে বজ্রের হাঁক
মরদরা সব শিকারে যায়
মেঘে-মেঘে বজ্রের হাঁক।

৪

ফোয়ারার পাশে জীবনমরণ গাছ ঐ,
ঢেলা ছোঁড়ো, জুড়ি, কুড়াব আঁচলে ফুল
ঢেলা ছোঁড়ো পাড়ো গুলঞ্চ ফুল যদি
তবেই তোমার সঙ্গে নাচব ভেজা।

৫

ওগো ও কি পাখি নদীতে ডুক্‌রে কাঁদে
ওগো ও কি পাখি রাত্রে ডুক্‌রে কাঁদে
ডাহুক ডাহুক কাঁদছে নদীর বাঁকে
ময়ূর কাঁদছে আঁধার রাতের ফাঁদে।

৬

বন্দী পাখিরা জন্তুরা সব জীব
জিব দিয়ে লেখে মুখের রক্ত চেখে।
ব্রিটিশ শাসন
আদালতে কড়া বিচার-ভাষণ
লেখে সব যার যেমন খেয়াল লেখে।

৭

রাঁচি শহর দেখ রে ভাই
পল্টন কত হাঁটে
দেখি নে দেখি শুধুই গোরা
ফৌজ পথেঘাটে।

৮

ওগো মা আমায় কোন দেশ থেকে আনবি কন্যে বল্‌
কোন দেশ থেকে আনবি কন্যে মোর?
র'য়ে ব'সে বাছা বাছারে হোস্‌ নে হন্যে
নাগপুর থেকে আনব কন্যে তোর।

১০

ঢোল কেনো ভাই লালু কেনো এক ঢোল
ভাববি বুঝি-বা বউ এনেছিস পাটে
ঢোল যদি ভাঙে লালু ভাই ভাববি রে
বউটা পালাল কে জানে রে কোন হাটে।

১২

ময়না রে ওরে ঝরিয়ার ময়না রে,
হা রে মেয়ে ঐ ফাল্গুন চ'লে যায়,
আঁচড়াও চুল যতনে বানাও সিঁথি,
বাঁধো কালো খোঁপা বিনিয়ে-বিনিয়ে হায়,
হা রে মেয়ে ঐ ফাল্গুন চ'লে যায়।

১৩

হা রে হা রে এই আমারই কপাল পোড়া
ও পিপুল গাছ
ওগো মেয়ে দুটি পিপুল গাছ তো ঐ
কী মধুর
কাঁচা তিতো কিবা তিতো কাঁচা
পাকা কী মধুর ওগো মেয়ে আধো-পাকা
মধুর মতো মধুর॥

চৈতে-বৈশাখে

চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
রাত্রির আঁধারে একা জাগে নির্নিমেষ মহাশ্বেতা
নিঃসঙ্গ হৃদয় চিরকাল
কত সন্ধ্যা গোধূলি সকাল
হৃদয় নিঃসঙ্গ
চিরকাল এক পূর্বরঙ্গে শেষ
স্নায়ুর তিমিরে শেষ নির্নিমেষ বিনিদ্র রাত্রিতে
সবারই উদ্দেশ
হাজার যাত্রীতে তাই মুখর হৃদয় শবরী শর্বরী জাগে নিঃসঙ্গ আশায়
চিরকাল নিঃসঙ্গ হৃদয়
শূন্য এক প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।

সে-প্রতীক্ষা কার? সেই প্রত্যাশা কিসের
নিঃসঙ্গের ফের বাঁধে নিঃসঙ্গ হৃদয়
শ্যামলী শবরী কিংবা গৌরী মহাশ্বেতা
কিংবা অহল্যাই
নিঃসঙ্গ পাষাণ চিরকাল
তাই রুক্ষ আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মাইকাল্
খুঁজে মরে আপন দোহার।
বৃথা সান্ধ্যভোজ, বৃথা বিশ্রম্ভ আলাপ
মেলে না দোসর
সান্নিধ্যে সাযুজ্য নেই ওজনে মহিমা
ঊষর হৃদয় একা স্টক অ্যান্ড শেয়ারে
নিঃসঙ্গ পাহাড় শুধু ঊষর পাথর ধূসর পাথর
ঘোচেনাকো অভিশাপ, প্রাণ কোথা
দপ্তরে চেয়ারে শুধু অহল্যা পাষাণ।

চিরবিপ্রলব্ধা শোনো ছাড়ো পাহাড়ের চূড়া
চূর্ণ হোক সে-উপমা
উপত্যকা বেয়ে এসো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তরমুজের চরে চরে, খরস্রোতে
সমুদ্র-কল্লোলে
নিঃসঙ্গ সমুদ্রে এসো
এসো জনসমুদ্রের জোয়ারে-জোয়ারে
উদ্বেল সফেন জলে অসীম একাকী
মাতৃ-সমা প্রতিমায় অগণিত তরঙ্গে-তরঙ্গে ঘৃণা আর ক্ষমা
নীলে-নীলে একাকার জীবনে-জীবনে কামনায়-কামনায়
মাছে ও শুশুকে মাছে-কাছিমে-শালিকে
শত-শত মাছ শত শুশুক কাছিম শত পাখি
নিঃসঙ্গ সমুদ্র প্রাণকল্লোলে একাকী
দিকে-দিকে তরল মুখর ক্ষিপ্র তরঙ্গে-তরঙ্গে নির্নিমেষ
সমুদ্রই তোমার উদ্দেশ।
সমুদ্রেই ডাকি।

*   *

অনন্ত মন্থর দিন দগ্ধ দিন বৈকালী বৃষ্টির দিনগুলি,
ভাঙা আয়নার দিন, বেচাল চালুনি আর বিচ্ছিন্ন সুতার দিনগুলি
মুদ্রিত চোখের দিন সপ্তসমুদ্রের পারে দিগন্তে বিলীন
একঘেয়ে মুহূর্তের দীর্ঘ দিন বন্দীর শৃঙ্খল দিনগুলি

আমার হৃদয় সে-ও এতদিন দীপ্তি পেয়েছিল ফুলে ফলে
পাতায়-পাতায় আজ আমারও হৃদয় নগ্ন প্রেমের অঙ্গার
কোথায় উষসী উষা মাথা তার নুয়ে পড়ে মধ্যাহ্নের আগ্নেয় ভৃঙ্গারে
পরাধীন দেহ তার নুয়ে পড়ে অর্থহীন বাহুল্যে গরলে

অথচ দেখেছি আমি এ-বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নয়ন
তুষার দেবতা তারা ইন্দ্রনীলমণি জ্বলে দু-হাতে যাদের
প্রাকৃত দেবতা তারা বিহঙ্গম তারা মৃত্তিকার
এবং জলের পাখি, দেখেছি তাদের

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুরগাঁয়ের ছোটো প্রাচীর প্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে-প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্রাণীরা জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি

ডকের খালাসী এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দু-চোখ রেখেছি
সে-চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোন অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিংবা কোনো দেবতাই

তাদের পাখার ঝড় আমার পাখায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা-প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে-নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়
তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে-পাথরে
তাদের পাখার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে-ধুয়ে

আমার ভাবনা বাঁচে জীবন-মৃত্যুতে দুই তটে বলীয়ান্।

*   *

(এ-মৃত্যু মৃত্যুও নয়, সেকথা শেখালে তুমি
হে প্রাজ্ঞ লেনিন! ভুলিনি, চূড়ালা!
অবীচিককর্শ শুধু পঙ্কক্লেদে ভেসে যায় ডালা
মরণের শূন্যমরু অগ্নিস্রোতে.) নিরানন্দভূমি
নরকের অট্টনাদে আকস্মিকে অমানুষ পরম্পরাহীন

প'ড়ে থাক এ আত্মঘাতীর অনাদ্যন্ত খেয়োখেয়ি
ঘেয়ো কুকুরের মতো অন্ধকারে উচ্চকিত দিন
শুধু স্বর্ণপদলেহী রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা শত শিখিধ্বজ
দুঃস্বপ্নগৌরবে কল্পনার ফোয়ারায় বিদেশীর পায়ে দেহি-দেহি
স্বদেশের রক্তপঙ্কে নির্লজ্জ রৌরবে।

চলো যাই জীবনের তরঙ্গমুখর সমুদ্রসৈকতে
নীলে-নীলে মুক্তিস্নানে, বালুকাবেলায়
শিশুর খেলায় স্বচ্ছ সমুদ্রের নীলামরকতে
স্ফটিকে পান্নায় মুহুর্মুহু রঙের খেলায়
হে তন্বী চূড়ালা! ঊর্মিকলরোলে
জীবন মুখর যেথা সুস্থপ্রাণ সচ্ছল ভেলায়

যেখানে রাত্রিরা স্তব্ধ রাত্রি নীল কালোয় অসীম
যেখানে দিনেরা দীপ্ত দিন

সূর্যের নয়নে জ্বলে হীরক অম্লান শান্ত শীত জলে
ইন্দ্রনীল আকাশের বিস্তারে-বিস্তারে,
বালিয়াড়ি জ্বলে যেথা স্ফটিক প্রভায়
এমনকি মন্থর কাছিম
সমুদ্রশালিক সে-ও খাড়ির কিনারে কোনো নির্বাচনহীন
নিজে নিজে ডিম পাড়ে
বালির পাহাড়ে যেথা স্বচ্ছন্দ দম্পতি প্রাণের উৎসবে
পূর্ণরতি চেয়ে থাকে জীবনের আকাশের নীলে
কিংবা নীল সমুদ্রের সমান সুযোগে
মুক্তিস্নাত সামগানে উন্মুখর ঊর্মিল বিপ্লবে
উন্মুক্ত সম্ভোগে।

চলো যাই, হে চূড়ালা! বঙ্গোপসাগরে
মৃত্যুহীন সন্দ্বীপের চরে ভারতসাগরে চলো মামল্লপুরমে কোণার্ক বন্দরে
কিংবা চিল্কা সরোবরে কোকনদে রামেশ্বরে
ত্রিবাঙ্কুর হস্তীগুম্ফা কাম্বে কিংবা কচ্ছোপসাগরে
জাভায় বলীতে মার্তাবানে ওদেসায় আস্ত্রাখানে
বাটুম বা বালখাসে আরালে বা কারাকোলে কেউ
একই একই সব বাংলার ভারতের গাঁয়ে-গাঁয়ে শহরে-শহরে
চল্লিশ কোটির প্রাণে দোলে
(দশ কম চল্লিশ কোটির নরকবর্জনে) জীবনের নীলে
সংহত নিখিলে
আসমুদ্র হিমাচল সমতল সমুদ্রের গঙ্গার পদ্মার সিন্ধুর ভল্‌গার
স্বাধীন স্বাধীন জলে জীবনের ঢেউ।

*   *

বৃষ্টি পড়ে
পাতায়-পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে
মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে ছাতে ও ছাতায়
ভিটের মাথায় ভিতে বৃষ্টি পড়ে
বাংলায় ভারতেও বুঝি
দগ্ধদিনে বৈশাখীর বৃষ্টি পড়ে
ঈশানহাওয়ায় পড়ে ঝড়ের শান্তিতে পড়ে
বৃষ্টি পড়ে• জলস্রোতে খানায়-ডোবায়
বৃষ্টি পড়ে

নৃশংস নিগড়ে বাঁধা বৃদ্ধা মাতা বসুন্ধরা
ঝলকে সজল হাস্যে।
স্বচ্ছ স্মিত শান্তিজল ধরে
ঝরত যেমন ধারা বাল্মীকির যুগে ক্রৌঞ্চমিথুনের স্বরে
বড়ু চণ্ডিদাসের প্রাঙ্গণে
ঝরত যেমন বৃষ্টি যশোদার চোখে শিশু গোপালের গালে
ঝরত যেমন বৃষ্টি পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে
বিগলিত চীর অঙ্গে রিমিঝিমি শব্দে-শব্দে
রাত্রির আঁধারে ঝরে স্বচ্ছ শুভ্রধারা
লক্ষ-লক্ষ মানসবলাকা
বার্তা আনে ঝাঁকে-ঝাঁকে
অণোরণীয়ান্
কিংবা যেন বঁধুয়ার হাসি
আমার আঙিনা দিয়ে যবে ভিজে যায়।

সহজিয়া মানুষের মনের মাটিতে
বৃষ্টি পড়ে
শান্ত বৈশাখীতে দগ্ধ বিশ্বে একই কথা বলে বারে-বারে
জীবনের বিরাট সেতারে
সপ্তকের তারে বাজে উদারায় অনস্থির
দেহে-মনে পথে-ঘাটে অন্ধ আইনের সান্ধ্য এলাকায়
ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই সুরে সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে।
বৃষ্টি পড়ে শুধু পোড়ে কংসের নিরেট মাথা
রাষ্ট্রবিদ্ ভ্রষ্ট মাথা
বৃষ্টি বুঝি পড়েনাকো স্বর্ণলংকাপুরে
দুঃশাসন উজির কোটাল শুধু বৈশাখের দাহে জ্বলে
এদিকে বৈশাখী ধারাজলে
ছেয়ে যায় বাংলার বুঝি সারা ভারতের মানচিত্র থৈথৈ
তবু অত্যাচারে আর অনাচারে
অসুরে-অসুরে কুৎসিত কুস্তির হাতাহাতি হৈহৈ
তপ্তকুম্ভে বৃথা বৃষ্টি পড়ে
বৃষ্টি পড়ে বাংলার বৈশাখী ধারায়
তবুও বিস্ময়ভরে বারেক না থমকায়
রাজত্বের উন্মাদ উত্তাপের নরকের ভাগবাটোয়ারা

তবুও অশান্ত সেই পাপে
বৃষ্টি পড়ে
সারাজীবনের মাঠে
জীবনের পথে-ঘাটে গাঁয়ে-গাঁয়ে জীবনের ঝড়ে
প্রাণের ফোয়ারা
শহরে সদরে অফিসে অন্দরে বৃষ্টি পড়ে
সমুদ্রের মন্দারে-মন্দারে ঝড়ের দাক্ষিন্যভারে
মানসের কুরুবকে হৈমবতী করকায়
ট্রামে-ট্রামে কলের চোঙায়
আগুনে ধোঁয়ায় মনের মাটিতে বৃষ্টি পড়ে
বন্দরের ডকে॥

অন্বিষ্ট

আমারও অন্বিষ্ট তাই

আমি চাই সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে
প্রত্যহের ইন্দ্রধনু ভেঙে যাক স্তরে-স্তরে
বাঁচার বিস্ময়ে ছড়াক রঙের ঝর্না
সহাস জীবনে এনে দিক্
সহজ আনন্দ দিক্ মানবিক দুঃখের করুণা
বাঁচার সকল ব্যথা বাঁচার সংরাগ
কর্মময় চৈতন্যে স্বাধীন সূর্যাস্তে রঙিন
কিংবা সূর্যোদয়ে দীপ্ত সদ্য ও সজাগ

দিনান্তে আমার সঙ্গী সূর্যাস্ত আকাশ
কিংবা ভোরে আরম্ভের মুক্তের আভাস এই কর্মময় বেগার্ত সুনীলে
কাকে-চিলে-শালিকে-টিয়ায়
ট্র্যাকে-বাসে পায়ে-পায়ে গ্রামান্ত-শহরে-কলে-মিলে।
ঘনিষ্ঠ প্রহরে এই আনন্দ জঙ্গম
মেঘে-মেঘে গতির স্থিতির মিলনে সন্তাপে
বাষ্পে-বাষ্পে ছাপে রঙে-রঙে আমাদেরও চিদম্বরম

তাই তো দেখেছি নিভৃত বনের মৌনে
চৌমাথার মোড়ে দিনান্তের ছায়া নামে
বনস্থলী গ্রামে ঘরে-ঘরে বস্তিতে-বস্তিতে
কে কখন ফেরে গুনে-গুনে কে কখন যায়
আমারও আলোক মেশে আঁধারের উদ্ভিদ সাগরে

তাই তেপান্তরে পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল সেই সাত রঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্ত স্নায়ু হাড়ে
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
খেতে ও খামারে কুটীরে টিলায় লাঙলের ঘায়ে

শ্রাবণের মেঘে-মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে-লেগে

আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই।

*　　　　*

আমার জীবনে　তুমি দিনরাত্রি একান্ত আকাশ
হাওয়ায়-হাওয়ায় সর্বদা নিশ্বাস
কখনও আষাঢ় মেঘে পুবালী বা শ্রাবণে সঘন
কোনো দিন কিংবা কোনো রাত্রে
উদ্দাম স্বেদাক্ত নৃত্যে উন্মুখর ঊর্মিল হাওয়ায়
তোমার উপমা
কিংবা মাঘের স্বচ্ছ খর নীল দিনে
কখনও-বা সরল আশ্বিনে
হাওয়ায় হাওয়ায় করি অন্তরঙ্গ পরিক্রমা

তোমার জীবনে আমি আগন্তুক
আকস্মিক উৎসব কৌতুক
কিংবা এক উপহার জন্ম কিংবা মৃত্যুদিনে
এনে দাও যত্নে তুমি কিনে মহার্ঘ যৌতুক
তার পরে মুছে যাই সময়ের ভিড়ে
এদিকে ওদিকে কোথা ঝ'রে যাই দৈনন্দিন চিড়ে
কিংবা যেন বন্যা এক আসি

মহা আড়ম্বরে আর চ'লে যাই কোথায় প্রবাসী
চৈতন্যের কপিল সাগরে

কবে বলো প্রাত্যহিকে তোমার শরীর মনে ঘরে
আমার প্রাণের বাষ্প নীড় পাবে তোমার আকাশে
যেখানে হাওয়ায় ভাসে
কখনও একাগ্র ঝঞ্ঝা কখনও উন্মনা শুকতারা
নিদ্রাহীন আমার আকাশ ?

* *

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, প্রাকৃত রাত্রির নীলে
নীলাকাশে মেলে দাও ভাস্বর ঘুমটি দাও মেলে,
কত না ক্লান্তির ম্লান মুক্তিস্নান নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
অস্ফুট স্রোতগ বাক্যে এ-পাশে ও-পাশে ফেলে
ভেসে যাও চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে

কত সূর্য নক্ষত্রের সমুদ্রব্যাপ্তিতে, সন্তত আভাসে
ঘুমন্ত তোমাকে দেখি, কান পেতে শুনি, তুমি ঘুমাও— ঘুমাও,
নিদ্রাহীন পরিক্রমা, ঘুরি ফিরি চাঁদনী প্রান্তরে,
পাহাড়ে, পলাশবনে, ছায়াপথে, ঝর্নাধরা ঝিলে,
ঘুমন্ত সূর্যের নেভা বিদ্যুতের আহরণ-ঘরে

—দিকে-দিকে ঘুরে দেখি নিস্তব্ধ তন্ময় একা, দিই না চুমাও
পাছে ঘুমে ওঠে ঢেউ, থরোথরো হৃদয়ের ঐকান্তিক স্বরে
চকিত সংবিৎ পাছে থমকায় আকস্মিক মিলে।
তাই সৌরকক্ষে শুধু অনির্বাণ আকাশ আদরে
তোমার সত্তাকে দেখি, তোমার হৃদয় শুনি—এখনও ঘুমাও।

* *

আমার কাজই হ'ল দিন আনা দিন গুনে যাওয়া
সোনা-সোনা ধান ভানা, সাইরেনের গান শুনে যাওয়া

আমার হৃদয় এক আকাশের একটি হৃদয়
অনেকের এক পরিচয়
ধমনীতে শালের আবেগ লালমাটি রক্তে বয়
শিরস্ত্রাণ আকাশের হাওয়া
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় আমার দু-চোখে

শ্রাবণে সে সাতরঙা আবেগে-আবেগে
পিকাসোর তুলিতে রেখায় রঙে-রঙে রূপান্তর
রঙের সে-মুক্তি কেবা রোখে
মেঘে-মেঘে লেগে খেতে-খেতে ফেটে পড়ে
পাহাড়ে-পাহাড়ে উতরোল দীঘির ছায়ায়
বানডাকা পাড়ে-পাড়ে উদ্‌গ্রীব আকাশে
মাটির আসন্ন বেগে জলের ফলনে
গ্রামান্তের শহরের বিদ্যুৎমন্থনে

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকা ধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে

দেখেছি অকাল মেঘে কার্তিকের প্রশান্ত আকাশে
সূর্যাস্তের ঘোর বর্ষা রঙের হঠাৎ বন্যা দুরন্ত মেঘের দেশে
জবাকুসুমসংকাশ সর্বনেশে ডাক
নিঃসহায় দেখেছি অবাক হাতে-হাতে করেছি উপায়

আমার অনেকদিন হাতে-হাতে দিন গুনে যাওয়া
প্রাণ ভ'রে গান ক'রে অনশনে গান শুনে যাওয়া
অনেক সূর্যাস্ত আর বহু সূর্যোদয় মৃত্যুঞ্জয়
অনেক হৃদয়ে দেখি অনেকের চোখে
সূর্যাস্তের অগ্নিবীণা সূর্যোদয় শীতল আলোকে।
তাই তো নিশ্চয় জয়
তাই তো অমরলোক রূপনারানের পারে এই মর্ত্যলোকে।

* *

তোমার মুঠিতে গুচ্ছ বসন্তের একচ্ছত্র প্রাণ।
মেলাও আজ ও কাল দৈনন্দিন কাজের সূচীতে,
ফুলন্ত ফলন্ত হাওয়া মুক্তি পায় তোমার মুঠিতে,
বরণীয় তনু ঘিরে যে-জীবন নিত্য স্পন্দমান
দু-চোখে তা উন্মীলিত স্বপ্ন এক, তাই বর্তমান
দিনরাত্রি জেবলে চলো ভবিষ্যতে—বিনিদ্র নির্মাণ।

ঘরে ও বাইরে তুমি জেবলে দাও আলো অনির্বাণ,
ঘরেরই প্রদীপ আনো, জেবলেছিলে যে-শিখা দুটিতে

সে-আলোয় দীপাবলী, দূর দূরান্তর সে সংগীতে
উন্মুখর উদ্ভাসিত চিত্তে-চিত্তে উন্মোচিত গান
জীবনের বসন্তের নির্মাণের ঘরের স্বপ্নের গান গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে।

আর তুমি—তুমিই কি মরণের কূট-ভ্রূকুটিতে
পথের ধূলায় প'ড়ে? বরণীয় তনু হিম প্রাণ
এ কিবা সূর্যাস্ত শেষ কোন সূর্যোদয়ে?
ওড়াও ঊর্মিল শীতকম্প্র হাহাকার, স্মৃতি পাতো মর্মে-মর্মে ভিতে
ঘনিষ্ঠ সংবিতে
তোমার নিথর দেহে প্রেয়সী জননী সখী সহকর্মী!
সৃষ্টিময় জীবনের সূর্যে-সূর্যে পরাক্রান্ত গান॥

(২)

একঘেয়ে দুপুরের পথ
ট্রাম বাস পায়ে পায়ে গাড়ি বাড়ি দোকান ফেরির ডাকে
সাধারণ রোজকার রোজগারের—কারো নয়, কলকাতার পথ—
দুপুরের অভ্যাসের পাকে
আপিসের ব্যবসার ছেলেদের পড়াশোনা তামাশা কিংবা বুঝি ধর্মঘট
ঝামেলায় হামলায় চোরাই চোলাই একঘেয়ে নরকের অভ্যাসের জট

আকাশে ময়লা বর্ষা গোপন বাজারে
একঘেয়ে, ভাদুরে ঘোলাটে
একঘেয়ে দিন
স্নায়ুর জ্বালায় তবু নৈতির আস্তিক আবর্ভাবে
কিসের প্রতীক্ষা তবু কী এ অবসাদ

মধুরের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ মধুর তবু কী বিস্বাদ
—কোথায় জীবনে গান সমুদ্র পর্বত
কোন্ দূরে পাথসাটে
কোথায় বিহঙ্গগুলি
ট্রাম বাস জীপ্ লরি দোকান ফেরির-ডাক
জীবনের স্রোত কোথা প্রত্যহের পাঁকে কাটে
দুপুরের পথ—
কোথায় শ্রাবণধারা আষাঢ়ের গান
আশ্বিনের সূর্যের কোথায় সে শরসন্ধান

তার মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুরে দিন আনে হাতে হাতে রুজির সংঘাতে
মেঘে মেঘে কলিজার প্রচণ্ড আবেগে কব্জিতে বাঁকানো বেগে
সূর্যে সূর্যে মুঠি মুঠি দিন
উড়িয়ে সোনালি পাখা সমুদ্রের হাসি পাহাড়ের ঘাড়
হেমন্ত আকাশে'
ভাসিয়ে শরৎ ঝর্না ধানে গানে কিশলয়ে কাশে
খেতের আষাঢ়-বন্যা সোনালি ফসলে
গ্রীষ্মের সন্ত্রাসে স্বাধীনতা ঘরে ঘরে হাতে হাত খামারের পাশে

ওরা চলে প্রবল গর্বিত সারে শান্তির কাওয়াজে আকাশে পাখীর মতো
ওদের পায়ের তালে মাটির আবেগ
ওদের উন্মুক্ত চোখ নীরব সংহত
ওরা চলে সমুদ্রের চালে পাহাড়ের বেগে একমনে
ওদের ঘাড়ের বাঁকে দৃঢ়তার মেঘ
ওরা চলে বলিষ্ঠ আওয়াজে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাওয়া দুই দুই কিতারে কিতারে

ওরাই কি ছিঁড়বে দিন একঘেয়ে রাজপথে
এনে দেবে জীবনের সমুদ্র পর্বত
সূর্যে সূর্যে উল্লসিত স্বাভাবিক
নামাবে প্রাণের স্রোত সদ্যধোয়া ঢলে
নতুন ফসলে
কাজের বিরস দিন ক'রে দেবে বৈশাখের মেঘ
রচনার দিন
ঘরমুখো সন্ধ্যাগুলি সূত্রহীন হংসের বলাকা
আমাদের ছন্নছাড়া স্বরে স্বচ্ছন্দে প্রচুর
ঘরে ঘরে ভ'রে দেবে আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর?

বিবর্ণ দুপুর জ্বলে উদয়শিখরে ঐকতানে সূর্য সূর্য অস্তাচলে!

* *

আমি চাই ঘরে আনো সন্ধ্যাদীপে পৃথিবীর গান
চোখে আনো ক্লান্তিহীন সমুদ্রের মানসের নীল
তুমি ছোটো নীলাকাশে পায়ে পায়ে ছোটাও পাষাণ
দিগন্তে দিগন্তে খোঁজো তৃষ্ণার্ত নিখিল।

আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে
আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তুমি আজো আত্মদান চাও বৈশাখীতে
দূর সমুদ্রের গানে কর্মময় তীব্র অভিযানে
তোমার সময় নেই অনাগত আমার সংগীতে
শব্দের মিছিলে ছোটো আষাঢ়ের আসন্ন প্রয়াণে।

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় সম্পূর্ণ কূজন
রোমাঞ্চে দু'হাতে কবে তুলে নেবে আমার অঘ্রান?

তোমাকেই চাই, তুমি দাও ক্ষিপ্র ঝন্‌ঝনা উপহার
আমি আনি প্রেম আজো নিঃসঙ্গের অন্ধকারে বিস্তীর্ণ সত্তার।

স্বপ্নে নয়, নরকের পরে এ রচনা।

দেখেছি অনেক পাপ অনাচার মূঢ়েক্ষিত লুব্ধ অত্যাচার
জেনেছি অনেক গ্লানি আমাদের বর্তমানে
প্রতিযোগী জীবনের জীবিকার কুটিল বিন্যাসে।
শিশুর প্রত্যুষ থেকে আনন্দের কণা
দেখেছি কেমন মরে তিলে তিলে প্রতিদিন
নির্মম নির্বোধ চক্রান্ত অভ্যাসে
হাজার হাজার মন যে কেমন চক্রবৃদ্ধি অভ্যাসের ঘায়ে
ঘায়ে হয় ছারখার
হাজার হাজার আমি নিজেই দেখেছি ভুগেছিও

নরকে আমারও যাত্রা অলকার গন্ধ গায়ে
আমিও শুঁকেছি শকুনের শিবার আহার
অমরার দীপ্ত মনে আমিও ধুঁকেছি, যাত্রীর খাতায়
মৃত্যুঞ্জয় মানুষের কমেডিতে হাজার হাজার দেহের মনের
অপঘাতে অপঘাতে টুকেছি এঁকেছি
নরকের বহু ছবি, ছবি আমাদের।

নরকের পরে এ রচনা।
অনেক বছর ধ'রে অনেক রাজার রাজ্যে গাঁ উজাড় বাজারে বাজারে
জীবন তো সেকালের কড়িকেনা দাস কারো নয় কেউ
আর জীবিকা তো কুবেরে কোটালে ঠগে ঠগে ইঁদুরে শেয়ালে
দেশে দেশে দৈনন্দিন ইংরেজ মার্কিন যেহোক সেহোক অসহায়
পণ্যস্ত্রীর চেয়েও অধম।

নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।

পিছনে নরকযাত্রা, দীর্ঘ পটভূমি
নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসে
হে বন্ধু মিলাও হাত কলমে কোদালে লাঙলে লেখায়
যেন মিলে যায় আমাদের আশা ও নৈরাশ
দুর্দম প্রাণের বহ্নি জেবলে দাও তুমি
আমার এ অন্ধকারে উদ্যত প্রদীপে।
আমার যাত্রার পথ দীর্ঘ ও ভঙ্গুর
সভ্যতার বহুদূরে ঘিরে
আমার যে আশা সে তো চেতনার নরকের শেষে
মহিম মৃত্যুর নয় সহজ মৃত্যুর নয় অমানুষ ক্রূর মৃত্যুদেশে
সীমান্ত রেখার আশা, চরম মুহূর্তে, শুধু ছাড়পত্র
ছাড়পত্র নিরাশার নিঃশেষ ছবিতে রূপান্তরে নতুন আশায়
ছাড়পত্র নতুন ভাষায় নদীর যেমন ভাষা সমুদ্রের মুখে।
আমার যাত্রার পিছে দীর্ঘ পটভূমি
আমার সমুখে
তুমি।

আগুনে তুষারে নরকের শাদায় কালোয়
ভালো মন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণায়
সত্তার সংহতি দিয়ে শরীর মনের স্নায়ুতে স্নায়ুতে আতত ছিলায়
একলব্য তীর সেধে সেধে বেঁচে বেঁচে
বেঁচে থেকে থেকে শূন্য তেপান্তরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে
দৈত্যের পুরীতে গুপ্ত কঠিন গুহায়
দিন দিন বছর বছর হিংস্রলোভ পলাতক বঞ্চনার নরকের

শেষের টিলায় নিঃসঙ্গ শ্রেণীর আপাতিক রৌরব কিনারে
ব্যক্তির বিন্যাসে নব স্বতন্ত্র আশায় মানুষের আনন্দের আয়ুষ্মান্ রেশে

এসেছি যাত্রার শেষে ধনধান্যপুষ্পেভরা
আমাদের এ বসুন্ধরায় তোমাদের দেশে শান্তির ঝঞ্ঝায় নিঃসঙ্গ উধাও
মানুষের পরম্পরায়, প্রেমে, বন্ধুতায়, কর্মে, রচনায়।
এ দেশ আমারও দেশ, দু-হাত মিলাও।

* *

আমি তো তোমায় বহুদিন চিনি,
তুমি জানোনাকো আছি
তোমার হাওয়ায় শ্বাস টেনে কাছাকাছি।
তোমারই পসরা, তোমারই তো পটে
রং এঁকে বিকিকিনি
তোমার না-জানা আমার নিত্য আত্মদানের বটে
হাটে অঙ্গনে হৃদয়ের সংকটে।

তুমি চেনোনাকো তোমার পাশের কে সে
হাওয়ার মতন তোমাকে রয়েছে ঘিরে,
তুমি যাও ঘরে, রাখালের মাঠে কিংবা নদীর তীরে
পাশে পাশে চলে আলোর মতন
হাওয়ার মতন মেঘের মতন ভেসে
তোমার না-জানা সহচর, দিন গোনে
কবে যে তাকাবে জনতা কিংবা খুশি হয়, নির্জনে।

আজ শুধু রাখি তোমাকে দু-বাহু ঘিরে
পায়ে পায়ে চলি হাওয়ার মতন ঢেকে
মেঘের মতন তোমার গন্ধ মেখে
তোমার না-জানা দিনরাত ঘুরি ফিরে।
পড়শীরা হাসে, জানে ভিন্-গাঁয়ে লোক
কত না বছর দেখেছে যে কৌতুকে
কেউ হাটে কেউ বটের তলায় কেউ-বা নদীর তীরে।

(৩)

আমাদের স্থান আর কাল
আমরা রচনা করি হাতে
আমাদের সন্ধ্যাসকাল
হাতুড়ি-মুখর সংঘাতে।

তবু আমাদের ইলোরায়
স্থান কাল অলক্ষ্যে ঘোরায়।

আমাদের রচনা তো নয়
এক ফোঁটা বাষ্প-চোঁয়া জল
আমাদের বিরাট সময়
বিশ্বগ্রাহী তাই কৌতূহল
আমাদের উপমেয় নদী,
স্রোতে স্রোতে চলে নিরবধি।

অতীতের শূন্যে হাহাকার
শুনি না, গঙ্গোত্রী অতীত
স্রোতে ঢালি কপিলগুহার
সমুদ্রে মেলাই সংবিৎ,
কিংবা গড়ি খোদাই পাহাড়
নিজেরাই হাতুড়ি ও হাড়।

আমাদের স্থান আর কাল
আজ শুধু সন্ধ্যাসকাল,
ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুরে,
দেখো আছি আমরাই দূরে।
তোমাদের নৃত্যের নূপুরে
বুক পেতে কারা দেয় তাল
দেখো চেয়ে কালের মুকুরে।

* *

যাই বল তুমি, পরগাছা নই, বটে
পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা।
পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে
তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে।
এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।

শ্মশানঘাটের বটের ঝুরিতে তীর্থ
তোমার আমার মিলনে না হোক, তবুও
আমাদের হাত জীবনের চতুরঙ্গে
নেহাত মন্দ সংগতে তাল দেয়নি—
এও তো সাধনা, নাইবা হলুম সংবাদ।

সাহস হয়তো কমই, ছাড়িনিকো সংসার,
কঠিন ব্রতের কবচ বাঁধিনি হৃদয়ে,
ত্যাগ সামান্য, কর্মীও নই, তাও ঠিক,
তবুও জীবন এ বীরভোগ্য জীবনে
বহু উপভোগ করেছি তো—জানি দাবি নেই,

শুধু টলোমলো শ্রাবণদীঘির কল্লোলে
আস্বাদ পাই ভবিষ্যতের মোহানার।
শুধুই জানাই শাল অরণ্যে পলাশের
গ্রীবায় বাহুতে আগুন-রাঙানো ফাল্গুনে
—আমাদেরই সন্ততিদের সেই অধিকার।

তোমার বাহু পেয়েছি বাহুডোরে
তোমারই চোখ নিজের চোখে জ্বালি
প্রতিটি দিন তোমাকে দিই ডালি
তোমারই ছবি বিভাস ঘুমঘোরে।...
বিজ্ঞ বলে, এ ছলনার জাল,
বলে, অসৎ স্বপ্ন-দেখা চাল।

তোমাকে জানি বিশ বছর বাইশ
কতকাল যে তোমার কানাকানি।
তুমি অশেষ, তোমাকে জানাজানি
দেশে ও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আসা ইতিহাসের কাল।...
বিজ্ঞ বলে, এ বুর্জোয়া চাল।

শতাব্দীতে তোমার পদধ্বনি
মুহূর্তের হৃৎস্পন্দে তাল
তাই তো দাও, ত্রিকাল তাই গনি
আমার প্রাণে মুখর করতাল
তোমার ভাষা রচনা করি ধনী।...
বিজ্ঞ বলে বলুক না দালাল।

পরমাগতি! তোমার হাসি চোখে,
হৃদয়ে নীল ঢেউ বলো কে রোখে?
কুৎসা শুধু কুয়াসা, হবে ভোর

উষায় যাবে অসহিষ্ণু ঘোর।...
তোমাকে আজ জানাতে দ্বিধা লাগে
বিজ্ঞ বলে কত কী মূঢ় রাগে।

তোমার ছবি গড়েছি নীলে রবি
অন্ধকারে উষার ভৈরবী
তোমার দানে আমার অভিযান
তোমারই প্রেমে সাধনা অম্লান
তোমার হাওয়া সাগরে তোলে পাল..
বিজ্ঞ ঘাটে জমায় জঞ্জাল।

সুয়োরানী সেজে রাক্ষসী জাল বোনে
তবু দুয়োরানী পেয়েছে অমর ছেলে
অরুণ-কিশোর বনে যায় অবহেলে
আরেক রাজার কন্যা যে দিন গোনে

বন্দিনী রাজকন্যা যে দিন গোনে
মহলে মহলে ঘুরে ফিরে করে গান
কখনও অশ্রু মোছে বা ঘরের কোণে
স্বপ্নে কখনও ভাঙে বা বর্তমান।

সূর্যকে তারা প্রাকারে বাঁধবে বলে
আলোর স্বত্বে বলছে বানাবে কোড়া
বলে পরমাণু ফাটাবে স্বর্ণছলে
মারণ-মন্ত্রে মারবে প্রাণের ঘোড়া।

কুমির-পরিখা তবু পার হবে দেখো
কন্যা তোমার বন্ধুর দেখা পাবে
তোমার দু-চোখে ভরসার হাসি রেখো
মাঠের সবুজ ঝল্‌সাবে কিংখাবে।

তাই তো জাদুর প্রাসাদে কন্যা হাসে
তাই তো আলিসা ধরে মেলে দেয় বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলে কখন যে আসে
দুই চোখে দেখে, দীর্ণ দুইটি শ্রেণী

বৃথাই প্রহরী বৃথা রাত করা দিন
বৃথা সূর্যকে সোনার শিকলে গাঁথা
অনেক দিনের অনেক বনের ঋণ
খাক্ ক'রে দেয় প্রাসাদের উঁচু মাথা।

পরমাণু হ'ল পরমান্নের ভোজ
মারণমন্ত্রে মায়াবী নিজেই মরে।
এবারে কন্যা মিলবে তোমার খোঁজ
লাল কমলের খোলা আঙিনার ঘরে।

তাই তো প্রাসাদশিখরে কন্যা হাসে
বন্দিনী মেলে আকাশে আলগা বেণী
কাঠকুড়ানীর ছেলেকে সে ভালবাসে
হৃদয়ে যে তার আগুনে মেলায় শ্রেণী।

মানুষ দুটির নিশ্চিতসুরে সাধা
হৃদয় মানে না কোনো শাসনের বাধা
তাদের ঐক্যে নেই কোনো সংশয়
মুক্তি তাদের নিশ্চয় স্থির জয়।

এদিকে তাই এ জ্বালানি কুড়ায় পাতা
কাঠ কাটে আর কখনও বা দেয় আগুন
আর ওদিরে ও একা গেয়ে গেয়ে মাতে
দালানে দালানে—ফেটে পড়ে ফাল্গুন।

তোমার সময় নেই, চলো তুমি ঊর্ধ্বশ্বাস রথে,
জয়যাত্রা পূর্ণ হোক। জেনো বীর এ যাত্রা বিরাট
বিস্তৃত ক্রান্তিতে চাই বহুবিধ কর্ম, পানিপথে
আমরাও আছি জেনো তোমাদেরই কমিশরিয়াট্।

কিবা লাভ কুৎসা হেনে আত্মম্ভরী মণ্ডুকভাষ্যের
তত্ত্বকথা কিংবা মূঢ় মাৎসর্যের বর্জননীতিতে
অভিযান লক্ষ্যহীন, এ অন্ধতা শত্রুরই হাস্যের
খোরাক। আকাশ ছেঁটে নীড় চাও শুধুই মাটিতে।

•

তোমার সময় নেই, রথচক্রঘর্ঘর ধুলায়
উদ্দিষ্ট ছবির স্বপ্নে থরোথরো তন্ময় সন্ধ্যার

ঐশ্বর্য ঢাকেই যদি, তবু জেনো শমীর কুলায়ে
প্রাণের বিহঙ্গ গায়, প্রত্যক্ষের দুস্থ অন্ধকার
সারথি! ঢাকে না যেন জীবনের ঊর্মিল আকাশ
জীবনে জীবন এনো দ্বন্দ্বে এনো সত্তার আভাস।

দেখ দেখ
তরুণ কুমার ঐ মাথা কোটে বার বার
মরীয়া আবেগে
চুল ওড়ে রক্ত লেগে লেগে
মাথা কোটে প্রাণের আশায়
সে যে ওগো উজ্জীবন চায় তরুণ কুমার ঐ
তোমার আমার।

মাথা কোটে মরীয়া সাহসে
প্রচণ্ড আশার অন্ধ দুরন্ত আক্রোশে
নিজেরই মাথায় চায় বসুধার স্তম্ভিত ছাউনি
বাসুকির ভার
সে তো নয় অপরাধী চোর কিংবা খুনী
সে শুধু প্রচণ্ড আশা ধরে
সে তো শুধু ভাষা খুঁজে মরে
সে তো শুধু রূপ দিতে চায় জীবনে জীবনে হাটে বাটে ঘরে ঘরে
জীবনের নূতন বৎসরে।
তাই তো সে শানে
মাথা কোটে যদি তার আর্তনাদে
যদি তার যন্ত্রণার ঘোঁটে ঘৃণার নির্ঝরে
পাষাণে পাষাণে প্রাণ জেগে ওঠে মহীয়ান্
মৈত্রীর সংবাদে মাঠে মাঠে মিলে মিলে মিছিলে মিছিলে।

এসো তবে প্রাণ দিই প্রাণে প্রাণে আমরাও
পাষাণে পাষাণে
চোখ দিই এ অন্ধ আবেগে
মন দিই আত্মদানে কর্মে গানে
উঠুক উঠুক জেগে আবিশ্বপাষাণ
কিশোর কুমার পাক প্রাণ
আমাদেরও পরিত্রাণে।

(৪)

এখন সাপের বাসা ঐশ্বর্যের গৌরব সে গৌড়
কিংবা ফতেপুর কিংবা হরপ্পার বিস্তীর্ণ প্রাসাদ
ভূমিসাৎ ভগ্নস্তূপ, শিল্প আজ দুস্থের সংবাদ
আর বুঝি আহার্যের খোঁজে নামে কালের গরুড়
ছন্দের বিপ্লবী পর্বে। আর, চন্দ্রবোড়া শঙ্খচূড়
সতর্কে এড়িয়ে এসে বিজ্ঞ লেখে প্রত্নের বিবাদ,
নিয়ে যায় মূর্তি, ছবি; শিল্পের উচ্ছিষ্টে তোলে ছাদ।
আর জমে শীতকালে সপ্তাহান্তে টুরিস্ট্-খেউড়।

শিল্প আজ ভূমিসাৎ, পুন-সংস্কারের অতীত,
চিড়িয়ার নীড়, তবে নেই বটে অরণ্যের স্বাদ,
তথ্য, তবে সত্তা তার দোলায় না কারোই সংবিৎ—
গ্রামগ্রামান্তের লোক যদি কেউ শিল্পের বিষাদ
ভেঙে দেয় সে তাহ'লে কুটিরের দেয়াল বা ভিৎ
ভাঙা ইঁটে দেবে ব'লে—শিল্পে দেবে প্রাণের প্রসাদ।

* *

সাজাই ত্রুটির মালা বুনি বাঁধি আমাদের অনেক তফাত
লিখি বহু মৌন বা সরব বাদবিসংবাদ
তবুও স্মৃতির এ কী দৌরাত্ম্য, বাগান
তোলপাড় দু-হাতে উজাড় ক'রে শূন্য ক'রে
ভূমিসাৎ মননের দৃঢ় বর্তমান।

ছিঁড়ে যায় হারের আড়াল ভিন্নতার জামেয়ারে হাড়
জীর্ণ বালুচর তিক্ততার

ভাঙা পাঁচিলের পারে বেয়ে চলে আদিগন্ত সবুজ প্রান্তর
লাল মাটি কালো টিলা নীলাকাশে সুনীল শিখর
ঝর্নাজল পাড়ে পাড়ে অরণ্য সবুজ
অবিরাম হানা দাও একান্ত সত্তায় তুমি
প্রাকৃত, অবুঝ
স্মৃতির শিকড়ে নিত্য
জীবনের পরাগে পরাগে অনিবার্য হাওয়ার মতন।

* *

এখানে চোখের আলো ঝিলিমিলি জীবনের অন্ধকার ঘরে,
মানসের পাখি হেঁড়ে সভ্যতার কর্কটশৃঙ্খল,

কষ্টিপাথরের চূড়া ছুটে চলে স্বচ্ছন্দ নির্ঝরে
প্রতিভার আবেগে প্রবল।

ও কে ও সুন্দরী তন্বী শতধা যে হাজার মুকুরে
কত না দয়িত মুখ ত্রিনয়নে ছিন্নভিন্ন উরু-বাহু-হাত!
সন্ন্যাসী কি বুকে ধরে বঁধুকে এ বৈতালিক সুরে?
বিজ্ঞানের নিষ্কম্পনিবাত

দৃষ্টি বুঝি পিকাসোর? আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নাও গের্নিকার দহনে ভাস্বর;
ধ্বংসেই বাসর,
পিকাসো কি মহানদী প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর বার বার সমুদ্রের নিত্য অভিযান
নৈর্ব্যক্তিক সত্তা অনির্বাণ?

একই হাতে কি দুর্জয় ভাঙা ও ভাসিয়ে যাওয়া, তুলে তুলে পলির প্রান্তর
শ্মশানে কবরে এ কী গেঁথে যাওয়া মৃত্যুহীন সাতনরী প্রাণ
যুদ্ধে যুদ্ধে ঘর বাঁধা করুণায় মাধুর্যে নির্মাণ
বিপ্লবীর তীক্ষ্ম রূপান্তর!

নদীতেই নিশ্চয় প্রতীক
দুই তট উন্মুখর এক স্রোতে
শাদা হিম দূরে রেখে লবণাক্ত নীলের সন্ধানে
বালিতে পলিতে বানে
ঘাটে ঘাটে ডেকে ডেকে চর রেখে রেখে
সংগীত দ্বান্দ্বিক।

তবুও হঠাৎ জাগে আকাশে মাটিতে মরুভূমি
আশঙ্কার উল্কার আকাল
সন্দেহ, বিদ্বেষ অপঘাত
প্রত্যহের স্রোতে আসে ভূতত্ত্বের বিলম্বিত কাল
আমি চলি দুঃস্বপ্নের শুষ্কতায়, তুমি

তুমি আর নয় কি আমারও
এই অরণ্যতিমিরে অলকনন্দায়,
সিন্ধু বুঝি পলাতক, ভগ্নস্তূপ শ্বাপদসম্পদ
সমৃদ্ধ মহেন্‌জো-দারো?

নাকি এ হঠাৎ গ্রীষ্ম হিমানীর উৎস ধারাজলে
ক্ষণিক পল্বল? নিঃস্ব মানসের হ্রদে
নামাবে আবার বৃষ্টি, গলবে তুষার
তুমি অপরূপ পাবে সেই তটরেখারূপ পাহাড়ে পাহাড়ে
টলোমলো তোমার স্বরূপ?

নিভে গেছে অনেক আলোই, এদিকে ওদিকে কয়েকটি লুকানো বাল্‌বে
উৎসব জীয়ানো শুধু। আমাদের মানুষের প্রাণের উৎসবে
তুমি রাখো চোখ দুটি একান্তিক, যুগান্তের কখন কি কল্পে
শুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা, সাবালক, মানবিক, মানুষের আপন স্বভাবে।
আমার হৃদয় পায় তোমার শরীর ঘিরে মনের কিনার ঘুরে
অহরহ আপন সত্তাই, ভেদের মিলনমৃত্যু, দ্বৈতের একতা, বীজকম্প্র।
আমার দু-চোখে তুমি দুই চোখ দেয়ালের ছবিসারি তোমাকেই ঘিরে।
বধির বিল্পবী সুরস্রষ্টা বুঝি বিরাট সংগীত রচে তোমারই যে নম্র
সত্তার সংহতি খুঁজে সমর্থন পেয়ে পেয়ে তোমার উত্তাপস্পন্দে আমাদের কানে
পেশল আনন্দ-গাথা ঝন্‌ঝনিত অজেয় মধুর 'তেম রুসে' তোমার একাত্মভাবে
সহজিয়া গান তেম রুসে।
নিভে গেছে পর্সিলেন পরী-জ্বালা-আলো, কয়েকটি লুকানো আলো
একোণে ওকোণে
আর আলো তোমার দু-চোখে স্মিত আমাদের বর্তমানে মাধুর্যে পৌরুষে
মানুষে মানুষে
এই গানে বীঠোফেন কোন্‌দিন পাহাড়ে পাহাড়ে তরল সংগীত বোনে,
বুনে বুনে গোনে।

* *

চাই না তোমার কাব্যে দ্রুতলভ্য মিল।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদজলে সদ্যস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চ'লে যায় দিকচক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল।

চাই না সংসারে বন্দী আপাতপয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।

মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃত্তে বৃত্তে তোমার বাহুতে
মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গ ভেঙে অন্ধকার ভেঙে সুরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার ঘরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

*   *

আমার অতীত দীর্ঘ, পশ্চিমের দিনান্তছটায়
দীর্ঘছায়া শালবন।

তবু লাল কাঁকরে মাটিতে
আস্বাদ ফুরায়নাকো সম্ভোগের আমর্ত্য ঘটায়।

বার্ধক্য পেশীতে শুধু
রৌপ্যকেশ বৃথাই রটায়
মুখে মুখে পাতাঝরা মাঘের খবর,
স্নায়ুর ঘাঁটিতে
অম্লান পিপাসা আজো, হিরণ্ময় সত্যের বাটিতে
উন্মুক্ত নির্ঝরে মুখ
অতন্দ্র জীবন ব্যেপে আনন্দিত সুধা
মানুষেরই ইতিহাসে মানসের বাস্তব বসুধা।

কালো ছায়া পায়ে পায়ে, তবু ঘুরি মাটিতে কাঁকরে
নীলে নীলে সোনালি জলের স্রোতে স্রোতে
নশ্বরের অমর প্রত্যাশা দুই চোখে
—শিশুর মতন নয় ঘুড়ি নিয়ে কিংবা ফানুস—
বিস্তৃত অতীত নিয়ে
অন্তিমের অমর পাথরে
খোদাই আমারও সেই ভবিষ্যৎ, মৃত্যুকে যে হৃদয়ের মৃত্যুকে যে রোখে।

তোমাকে তাই তো চাই খুঁজি চলো পাহাড়,
মানুষ।

(১)

ঘুরেছি অনেক ভিড়ে, অনেক নির্জনে ফিরেছি তো,
চেনা সেই অন্বিষ্টের তবু বুঝি আজো দেখা নেই;
সিংহের নৈঃসঙ্গ্যে তথা শকুনের সংহতিতে ভীত
বার-বার হয়েছে হৃদয়। জানি অন্বেষার খেই
নেই কোনো আকস্মিকে, দৈবে কিংবা মুদ্রারাক্ষসের
হাত-বদলের কোনো ক্ষেড়নাট্যে, রাজন্যবাহারে।
দেখেছি ক্ষমতা আর অক্ষমেও, যশ-কুযশের
জানি নেই মূল্যভেদ। ভেদ শুধু দুর্ভিক্ষে আহারে
উলঙ্গে ও সুসজ্জিতে, ভেদ শুধু শক্তিমদে আর
জিজ্ঞাসার স্বচ্ছ স্রোতে, ভেদ শুধু গৃধ্নু ও মিতায়—
জলে-জলে যেবা ভেদ পল্বল ও সচ্ছল তিস্তার,
কিংবা যেন বেহুলার বাসরে ও সর্পিল চিতায়।
ঘুরেছি অনেক, জানি নিরুদ্দেশ অন্বেষাউৎসবে
সতীকে মেলে না, মেলে পার্বতীকে কুমারসম্ভবে॥

(২)

পাহাড়ের ঢল ভেঙে নামে স্বচ্ছ শত স্রোতস্বিনী।
মাটির অমোঘ বাঁকে জমে তারা; বিপ্লবীর ভিড়
দুরন্ত ঘূর্ণিতে ক্ষিপ্র, বেগবদ্ধ, হানে শত চিড়
তরল প্রগতি তার; ভাবে, আজ প্রাণ দিয়ে জিনি
স্রোতের পরম ক্লান্তি; কোন দূর সমুদ্রের ডাক
মর্মে-মর্মে তোলে সুর। খড়্গপুরে এই ভীমবাঁধে
হাভেলী প্রান্তরে মাতে লাল জল স্বচ্ছন্দে অবাধে।
সূর্যাস্তের রক্তাকাশে ওড়ে টিয়া, ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
হরিয়াল, এঁকে যায় হিরণ্ময় হৃদয়ের ঘটা
শূন্যের প্রসাদ এক উষসীর মুহূর্তে প্রতীক।
ভাবি পাখি? নাকি জল? জলস্রোত, ঘূর্ণি, লাল জল,
তরল গতির ছন্দ মাটির পয়ারে পায়দল,
ভেঙেছে জহ্নুর জানু, ছিঁড়েছে কালের ঘন জটা,
কর্দমাক্ত বর্তমান ভবিষ্যে বিহঙ্গ সামুদ্রিক॥

ইলোরা

আকাশে তোমার মূর্তি; যে-কৈলাস বেঁধেছে ভাস্কর
তোমার ঊর্মিল নৃত্যে, নীলিমা সে-নৃত্যের সঙ্গিনী;
সেখানে নেইকো সোনা কৌটিল্যের নেই বিকিকিনি,
সেখানে শূন্যের চোখে সম্পূর্ণতা স্বাধীন, ভাস্বর।

সে-দক্ষযজ্ঞের নাটে স্থিতি কাঁপে সংহারে-সংহারে,
রাজসূয় অসূয়ার যুগ গত কুমারসম্ভবে;
নটরাজ সর্বহারা নীলকণ্ঠ গালবাদ্যরবে
পায়ে-পায়ে পৃথ্বী জাগে সতী তোলে সর্বংসহারে।

সন্ন্যাসী, তোমার মুক্তি বাঁধা জড় পাথরে আকাশে,
রৌদ্রেজলে ছায়াতপে বর্ষে-বর্ষে উন্মুক্ত স্বাক্ষর
কঠিন কষ্টিতে লেখা নীলাকাশে, কালের ঈশ্বর!

আমরা ভাস্কর, নই মূর্তি, মুক্তি আনি কর্মে চাষে,
যন্ত্রের ঘর্ঘরে, নিত্য আন্দোলনে, মুষ্টিভিক্ষা আসে
নীলকণ্ঠ আমাদের মুক্তি নিত্য। আমরা নশ্বর॥

এক জলসায়

বন্দেমাতরম ব'লে যায় যাবে জীবন চলে

এক ঝাঁক গতি শুভ্র বলাকা
এদিকে এ কোন পারিজাতভুক্ পাখি!

এ কে গান করে! আহা শোনো শোনো এ কী
অশরীরী প্রাণদান!
আকাশে এ কার পাখা ঝিকিমিকি
নীল নাস্তিক আখরে ভরাট তান
উপল স্রোতের এই আঁকাবাঁকা, এই বুঝি ঋজু
তুষার-চূড়ার স্বচ্ছ হাওয়ায় কৈলাস নির্মাণ।

কখনো নিথর হাওয়ার সমান নীল নির্ভরে ভাসা
কখনো-বা পাখা ঝাপটে-ঝাপটে
চমকায় হাওয়া গতির দাপটে
সোনালি ঈগল কী দ্বন্দ্বে দোলে প্রাণ!
হে চক্রবাক্! হে আমার যৌবন!

সন্ধ্যা সোনালি ব'য়ে আনে নদী
সাগরের স্রোতে দক্ষিণ হ'তে শাদা ঝাঁকে ঝাঁকে
ফিরোজা আকাশে কষায়িত মেঘে সুনীল আকাশে
চংক্রমণের তুরঙ্গ পাকে উত্তরঙ্গ পাতি
এক ঝাঁক আলো, আলো করে গান—

দিনে রাতে করে কে মাল্যদান!
আরও এক ঝাঁক বকের বলাকা!
আহা এ কী গান মিলিয়েছে পাখা
হৃদয় আমার বিলিয়ে দিয়েছে আমারও হৃদয় তাই
এই আনন্দ এই ভৈরবী ঝরে
এ কোন দোয়েল ডাক দিয়ে যায় এই শহরের ঘরে
হাওয়ায় ওড়ায় কুরুবক মন্দার
তাকেই তো খুঁজি এই জনতার হাটে বাটে বন্দরে
সেই চেনা স্বর চিনিনাকো মুখ যার।

হে চক্রবাক্, হে আমার যৌবন!
জননী জন্মভূমিতে মানুষ মন॥

প্রতীক্ষা

তুমি করো গান,
তুমি আঁকো ছবি,
কর্মে রচনা করো তুমি নব-প্রাণ,
তুমি তো আমার ভোরের স্বপ্নে আনন্দভৈরবী।

*　　　　*

আভাস পেয়েছি। তবু নীলাকাশ আসে না নেমে,
নানান রঙের মেঘমালা আজও দু-চোখ ধাঁধে।
উষসী! সে কবে ধরবে হৃদয়ে এ-উষা হৃদয়?
কবে স্বাধিকার-প্রমত্ত দাবি ছাড়বে বলো
কাকতালীয়ের অন্ধ-যযাতি কার্যকারণে রাজজীবিকা?

তবুও দেখেছি রুদ্ধ মেঘের অনেক ফাঁকে
সূর্যোদয়ের মিছিলে-মিছিলে সূর্যাস্তের
ইন্দ্রধনুর রঙে-রঙে গুরু আলোর ডাকে

নব-জীবনের সন্ধ্যাভাষায় আকাশসভায়
রঙের সপ্তসমুদ্রপারে স্বচ্ছ আকাশ।

উষসী! সে কবে মেলাবে হৃদয়ে এ-উষা হৃদয়?
কবে খুলে দেবে হেমন্তিকা ও ঘোমটাখানি?
তিন-পাহাড়ের চূড়া ঢেকে দেবে চোখের ছায়ায়,
খর চন্দনা কবে ধেয়ে যাবে পায়ের মায়ায়
আশ্লেষে বাহু খুলবে বিরাট সুনীল আকাশ?
আভাস! পেয়েছি হে অনামিকা।

*   *

তারার দীপাবলী নীলে-নীলে,
গরিব গাঁয়ে-গাঁয়ে দীপাবলী
পাহাড়ে আঁধারের কোলে-কোলে!
তোমার ছায়াপথে আমি মেলি,
চাঁদিনী! আজ তুমি কি অমাবস্যা?
তোমাতে এ-তমসা যাক মিলে।

মশাল ঘোরে মাঠে হাট-পথে
ছেলের দল চলে মেয়ে কত
দেয়ালী দিলদার কার সাথে
কে মেলে হাতে হাত, আজ রাতও
ঝুলন না কি রাস! হে অমাবস্যা
তোমার নীলে নীল স্বপ্নাহত

আমার নীলাকাশ. তোমারই যে
প্রাণের দীপ জ্বালে শত-শত
হৃদয় জ্বলজ্বলে, আশাহতও
আশায় জেগে ওঠে. ঢোল বাজে
নাচের ফুলঝারি, এ-অমাবস্যা
তোমার দেয়ালিতে পায় নিজে।

জ্বালাও দীপাবলী, অমার রেশ
স্বচ্ছ উষা বটে মুছবে কাল—
আমার প্রেম জ্বালো, আঁধার দেশ
আঁধার পৃথিবীতে খেতে কলে
খামারে কারখানায় এ-অমাবস্যা
মিলাও দেয়ালিতে বিলাও শেষ॥

জল দাও

ফাল্গুন আরম্ভে তার—
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই
কিংবা তারও আগে
ও-বছরে—বা আর বছরে
বছরে-বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো ঘেরা মাটির সংযমে
হাওয়ার মুক্তিতে গাঁথা সরস সজল সংকল্পে গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে-পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে
ও-বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিংবা তারও আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ-প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পরোয়ানা শিমুলের লালে
গোল্‌মোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল-বাগানে
কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বহুদূর
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন
বসন্তবাহারে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে থরোথরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তার পরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিংবা বইয়ের আশ্রয়ে
কিংবা কি খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সংবিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেলফুল।

*　　　　*

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোল্‌মোরের সাবেক জৌলুস—
কৃষ্ণচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবার্নমে
এখানে-ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারের শানে পথে-পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কী যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ-বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে-খুঁজে যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া কী হিংস্র গরমে
এখানে-ওখানে দেখ কত ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কী যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় না কি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে-ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি-চুপি আমাদের পালা
কিংবা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে-থেকে হয়তো-বা আমাদের কেউ-কেউ মরীয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিংবা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কী যে ভাবে কর্মহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছে সব গোবি মরুভূতে এক যাত্রা কত সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দন্ধমেরু কিংবা দীর্ণ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের খেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কত চেলিউস্‌কিন! হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়

হয়তো-বা নিরুপায়
হয়তো-বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার
অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের

আমের মুকুলে ফল
রাশি-রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতা ঝরা পাতা-ঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচায় মরার মরিয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি-বা হতুম ফুল দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে দ্রুত নিত্য চাঁদ

কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
এ-কূলে ও-কূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিংবা আর্তেসীয় জলে।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা—না হ'লে বলব তীক্ষ্ন প্রতীক্ষায়
আর্তির আবর্ত-সেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রুতুক্রতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে-নিজে এবং সবাই যদি ধানে মই
দিই নিজে-নিজে কিংবা সকলেই বেশি কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কেউ বেশি

আমাদেরই ইতিহাস মুহূর্তে-মুহূর্তে গোনে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে
আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহ-মনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
একপাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়

* *

এবারে উঠেছে হাওয়া ধোঁয়া নেই দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায়-হাওয়ায়
না কি কোনো দোলাই দেয় না সে?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি•অপ্রাকৃত মূঢ়তায়
হাসবে কি একাই নিষাদ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণ চাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের বার্তাবহ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অন্ধ বিসংবাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

হয়তো-বা শুনিনিকো হাসি
তোমার পূর্ণিমা! তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে-দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম
গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
দুলি যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে, নদী কিংবা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যার
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানবিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

*　　　　*

হয়তো-বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে লিখে-লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে-নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অংকুরে
শিরায়-শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে

কবিতার ছন্দের মতন
কিংবা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখ্যানে এবং আহ্বান
কিংবা বুঝি মোহানার গান
হুগলির নিস্তরঙ্গ সঞ্চয়ী মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারানের
দামোদর কাঁসাই হলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বানের
অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে, কারণ, সর্বদা
পরধর্ম ভয়াবহ ভাঁটায় জোয়ার
সমুদ্রের আন্দোলন বান-ডাকা সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়াবার
আগের মুহূর্তে আভঙ্গআতত
বালাসরস্বতী কিংবা রুক্মিণী দেবীর মতো—
আসন্নসম্ভবা অন্তর্মুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
কিংবা যেন বল্গা ধরে তাতার সওয়ার একাগ্র সংহত
পামীর আরালে কিংবা বুঝি কৃষ্ণ কাশ্যপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে-সমুদ্রে ওঠে তালে-তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে
সাগরউত্থিতা সেই অধিষ্ঠাত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে-প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে-দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

* *

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এ-দেশে ও-দেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
মরিয়া বন্যার যুদ্ধে কখনো-বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনো নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা

আমি দূরে কখনও-বা কাছে পালে-পালে কখনও-বা হালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি, ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জিয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে

তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে-ঘাটে বাগানে-বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

২২শে শ্রাবণ

আনন্দে নিশ্বাস টানি, হৃৎস্পন্দে আশার আশ্বাস
শুনে আসা দীর্ঘকাল অভ্যাস, তবুও
হঠাৎ হাওয়ায় আসে উপবাসী মনুষের রোদনের দুয়ো,
কেটে যায় বীঠোফেনী সিম্‌ফনির গন্ধর্ব বাতাস।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,
অলখ সংগীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয়
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে।

নিসর্গ বেসেছি ভালো নীল ঢেউয়ে পাহাড়ে তুষারে,
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেল আমার শহর,
নিদ্রাহীন তাই আজ আমার সে স্বপ্নের প্রহর
মুষ্টি হানে কীটদষ্ট কূটরাষ্ট্র বাণিজ্য-ভূষারে।

আমার আনন্দ আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ
আমার প্রেমের গানে দিকে-দিকে দুস্থের মিছিল
আমার মুক্তির স্বাদ জানেনাকো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা!
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়॥

অন্ধকারে আর

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ
দু-চোখে দিয়ে দাও দুঃখ সুখ,
দু-বাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয়।

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ॥

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো-বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
করনো-বা দেশান্তরে কখনো-বা চোখোচোখি
কখনো-বা ডাকে কানে-কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দোময়
বুঝি-বা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হ'ল না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমা চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে-স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদীঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে
জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে
যে যার আপন কাজে রচনায়-রচনায়

মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে-সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব
সাগরউত্থিতা উল্লাসে-উল্লাসে শপথে-শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবণাম্বুরাশিরাশিনিবদ্ধ ধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদ্‌ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহংকার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্মঅচেতন

পালায় সে মেঘে-মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাঁটায়-ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায়-আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে

তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বার-বার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন-বা সে
দূরোদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ॥

ত্রিপদী

আমি তো যাইনি রঙ্গিলা কারো নায়ে,
আমি এ-মাটিতে, তোমাকে দেখেছি প্রভাতে পিয়ালছায়ে
জীবন যেখানে আকাশে জমাট একটি নিকষ পাহাড়।

বহু ব্যর্থতা বহু বেদনার বাহুল্যে বর্বর
প্রাণের পাতাল শহরে জীবন অচল অনড় অসহ,
তার মাঝে তুমি সংকল্পের দিগন্তে প্রান্তর।

যেন-বা প্রকৃতি। স্থিতির গতির অনন্ত দ্বন্দ্বের
তোমার বিজয়ী সংগঠনের ঐশ্বর্যের পাশে
আমার গ্রীষ্ম পাক্ শরতের সংগতি

দুইদিকে আজ আমার শারদ জীবনের প্রান্তর,
প্রান্তিক ঊষা চোখ মেলে চায়, একটি নিকষ পাহাড়,
প্রান্তর চিরে একটি সোনালি নদী।

উপোসীর চোখ মেলাও এখানে কাস্তের কাঁপা সবুজে,
তৃষ্ণার দিশা মিলুক কাঁঠালছায়ায় গভীর ইঁদারায়,
অনাচার হোক দুঃস্মৃতি, কাজ মুক্তির খোলা প্রত্যহে।

নদীর বাঁকের চড়াইপাড়ের ছায়ে
একটি অমর করবী শাখায়-শাখায় ধরেছে ফুল,
সেই ফুলে দাও ত্রিপদী ছন্দে আমার মনের উপমা।

পরিবর্তনে ভয় নেই তুমি পৃথিবীর মতো উন্মুখ
ক্ষয়ে প্রগতিতে অক্ষয় এক সচ্ছল একতান,
তোমার দু-চোখে দেখেছি আমার উত্তর

জীবন যেখানে স্বচ্ছ আকাশ, মানুষেরা সব পাহাড়,
মুক্ত শহরে কেউ-বা সুস্থ গাঁয়ে॥

শান্তির শরতে এসো

অরণ্য এ-মন, ঘনসবুজের বন্য অন্ধকারে
উদ্যত পেশল লাফ, অগ্নিকণা জেবলে দুই চোখে
স্তব্ধ অপেক্ষায় ব'সে, হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন সেতারের তারে-তারে
মোচড়ে-মোচড়ে বাঁধা ঝন্‌ঝনার প্রায়াসন্ন শব্দ।
অরণ্য এ-মন, প্রকৃতির পক্ষপাতী ছদ্মবেশে
উদ্যত ঘৃণার তীক্ষ্ম আক্রমণ শান্ত ছায়া ঘেঁষে
স্থির ব'সে যেন ক্ষিপ্র শক্তির সংগীত স্তব্ধ—
চতুর শিকারী! তুমি সাবধান তুমি সাবধান।

বরঞ্চ অরণ্য ফেলে মাঠে এসো, সমান আকাশে
শান্তির শরতে এসো, শাদা মেঘে নম্র নীলে-নীলে,
এসো কৃষ্ণসারের গতিতে, বনতিতিরের গান
কান ভ'রে দিক্, এসো আমনের প্রাচুর্যে বাতাসে
আশ্চর্য মধুর এই মুক্ত স্বচ্ছ প্রেমের নিখিলে॥

যম-ও নেয় না

তুমি তো দেখেছ তাঁকে? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে?
পেয়েছেন বহু তাপ, দেখেছেন বহু পাপ, মৃত্যুও অনেক,
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ: অথচ সবাকে
নির্বিশেষ মমতায় সংযত উদ্বেগে উপদেশ,
সহ্যের অম্লান প্রজ্ঞা নেভেনি বৃদ্ধার জরায়ণে,
সততার আশা দীপ্ত শীতের আকাশ সে-নয়নে,
হিরণ্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কি? খুঁজেছ স্বদেশ?

যম নাকি ভয় করে, যম না কি দূরে রাখে তাঁকে।
সাত ছেলে সব গেছে, কেউ দূর কমিশরিয়টে,
কেউ বা লক্ষ্মীর খোঁজে গদির তলায় চাপা কবে,
কারো নামে কানাঘুষা বাজারে খারাপ কথা রটে,
সবাকে নিয়েছে যম, শুধু একজনার গৌরবে
তল্লাসীরা হানা দেয় আজও, ঘরে পায়নাকো তাকে,
কখনো নন্দিত বন্দী সর্বদাই দেশ যাকে ডাকে,
যে-ছেলের মুখ দেখে যম-ও নেয় না ঠাকুমাকে॥

ভিলানেল্

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে-উষার থামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে;
অস্ত গোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে ?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে-দুলে
ত্বরিতে কাঁদা আর চকিতে মৃদু হাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

সে তরু এ-হৃদয়, তুমি যে-তরুমূলে
বসেছে ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে॥

ক্লান্তি নেই

আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে-ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে-মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই।

জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়
প্রতীক্ষা, না এক মিশ্রসুর!

আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার,
চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়,
শরীরে মন মেলে মুঠিতে দূর।

চাই না তুমি বিনা শান্তিও,
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও।
তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই
জীবনে তার আর, সেই হীরার॥

রথযাত্রা ঈদ্‌মুবারকে

তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে
মেলায়-মেলায় ঈদ্‌মুবারকে জনসাধরণে
গায়ে-গায়ে কোলাহলে ঈদ্‌গায় মন্দিরে প্রাঙ্গণে
মেলেনাকো দেখা তার, কাঁসর ঘন্টার উচ্চসুরে
শোনা তো গেল না সেই হিরণ্ময় সত্যের আখর
যে-কথা সদাই কানে যে-স্বর পশেছে মর্মে-মর্মে।
তবুও ভরে না চিত্ত, কত যাগযজ্ঞে ধর্মে কর্মে
দেউলে মস্‌জিদে ঘুরি, মেলেনাকো পরশপাথর।

বাসায় ভিটায় কত কত রাজভবনে-ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিয়ানা দেখে-দেখে শেষে
আজ মনে হয় এই আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হ'ল একাকার। ভাবি মনে-মনে
এ যেন বিরাট এক বিবাহসভার আড়ম্বর—
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউশের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে—
শূন্য রথযাত্রা ঈদ্, শূন্য যেন বিবাহ বাসর॥

সেই তো তোমাকেই

কোথায় যাবে তুমি? যেখানে যাও সেই
এক-ই মাটি জল এক-ই নীলাকাশ—

জন্মভূমি যেন, দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, এই গ্রামের থেকে সেই
ও-গ্রামে যাও, তবু কোনোই ভুল নেই
বাতাস এক বয় একই নীলাকাশ।
কোথায় যাবে তুমি? দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, যেন জন্মভূমি তুমি,
মাটি বা পৃথিবীই তোমার পটভূমি।
কোথায় যাবে তুমি? দুঃখে আমাদের
জীবনে আমাদের দুঃখে মানো হার?
প্রতিটি দিন তবু জ্বলার দীপে জ্বালি
তোমারই পথে-পথে—কে কার জিৎ হার!
ঘৃণার ঝারি ঢালি ধুলায় আমাদের,
বসুন্ধরা তুমি, ও-গায়ে ধুলা নেই,
পথেই ধুলা শুধু, জীবনে আমাদের।

জীবন! সেও তুমি, যেখানে যাও সেই
আমার শ্বাস পাও, কোনোই ভুল নেই
বিশ্বে ছেয়ে দাও তোমারই পটভূমি
তোমারই মাটি জল তোমারই নীলাকাশ।
আলোর মতো তুমি যেখানে যাও সেই—
এ উষা থেকে যাও আরেক উষাতে,
আমার দুপুরের জ্বালায় দু-হাতে
সেই তো তোমাকেই ধরেছি, সে তুমি॥

পাঁচ প্রহর

পাহাড়ী সূর্যের রক্তগোলাপে
রাঙবে নীলাকাশ তীব্র প্রভাতে,
ক্লান্ত রজনীর কৃষ্ণ কলাপে
সোনার আভা হেনে আলোর সভাতে
রাতের চামেলির স্বপ্ন প্রলাপে
ক্ষান্তি দেবে সে কি করবী জবাতে?

সোনালি পাখি সে কি? রইবে সে নীড়ে
যে-নীড়ে পেতেছিল রাতের পাখা সে?

দিনের আকাশের তারার এ ভিড়ে
উড়বে নাকি খুলে রাতের ঢাকা সে ?
দিন ও রাত্রির তরলে নিবিড়ে
ঘোরাবে আকাশের আলোর চাকা সে ?

তবু সে নিকষের নেতির প্রভাবে
আমার দিনগুলি কুসুমবন যে
আজকে সুর ওড়ে ষড়জে রেখাবে,
কথায় রূপ পাবে গুঞ্জরণ সে
যখন দৈনিক আমার অভাবে
নামাবে পাখা ফের সায়ন্তন যে।

তাই তো একা-একা রক্তগোলাপে
রাঙাই নীলাকাশ শূন্য প্রভাতে.
দিব্যদৃষ্টির আপাত প্রলাপে
হাজার লোক ডাকি বনের সভাতে,
নিকষ নিরাশায় মাটির কলাপে
কুসুমবন রচি শিউলি জবাতে।

বুঝি না যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে
একী বা আকাঙ্ক্ষা কী আশা !
বাছারে বক্ষ কাঁপে ডরে।

তাকাস পাহাড়ের ভিড়ে
ডাকিস অরণ্যকে দু-বাহুর নীড়ে
ঢলের বান কি চাস ঘরে ?
বক্ষ কাঁপে তোর তরে।

বুঝি না রাতের সুর সাধা,
পাখার ঝাপট শোনা মাটিলেপা ঘরে !
স্বপ্নে দিনের তোড়া বাঁধা
সারাদিন কাজে অবসরে।

কে পাঠায় তোর চোখে দূত
মেঘচেরা দ্রুত বিদ্যুৎ ?

বজ্রকে বাহু দিবি আপনার ঘরে
অতন্দ্র সে কোন প্রহরে?

বাছারে জানি না তোকে, মেয়ে,
কী পাহাড় গড়েছিস ঘরে।
আমাদের মাঝে যায় কোন নদী বেয়ে,
কালের প্রাচীর তুলে ধরে।

উড়ে যাওয়া পাখি দেবে নীড়!
ছেঁড়া তারে তুলবি কি মীড়
সমুদ্র বেঁধে দিবি উৎসের ঘরে
পাহাড়ের নীল অম্বরে?

একান্ত ঘোরে বনে-বনে
দিন যে গাঁথিস ফাল্গুনে,
বারেক চেনায় বনে যাস্ চির-আশা
বাছারে বুঝি না তোর ভাষা।
......
ওগো মা, দেখেছি সে যে এল মেঘে-মেঘে
শূন্য খেয়ায় পার হ'য়ে নদী-আঁধারে
বিদ্যুতে জেবলে আমার হৃদয় আঙিনা।
ভিজা বাদলের আঙিনায় এল সবাকার অগোচরে
আমার দু-চোখে আষাঢ় ধারায় সে যে এল মেঘে-মেঘে,
বজ্রে বাজাল গান্ধারে বাঁধা বীণা।

ওগো মা, আমাকে বলো দেখি তাকে ঘরে
আনব কি বলো থাকব প্রহর জেগে
অল্প প্রদীপে প্রহরী, নিদ্রাহীনা?
সে যে ঘর খোঁজে পলাতক মেঘে-মেঘে
সবাকে এড়িয়ে বিদ্যুৎ অগোচরে,
কারাগার তার পিছু-পিছু ছায়া ফেলে-ফেলে ধায় কিনা।
হৃদয় আমার ছেয়ে দিলে মল্লারে,
স্নায়ুঝংকৃত আমার অগ্নিবীণা।
ওগো মা, শুনেছি সে যে আসে ঐ বিদ্যুৎ আসে মেঘে।

সে কি জাগবে একা-একা বন্য রাত
সেচ্‌বে জল গাছে দীর্ঘ দিন আহা দগ্ধ দিন

তুলবে ফলমূল প্রতীক্ষায়
উঠান-কোণে এসে দেখবে পথ?

সে কি ভাববে একা-একা শূন্য রাত
বাজবে বাঁশি কবে পুণ্য দিন আহা দীপ্ত দিন?
তাই কি দিন তার প্রতীক্ষায়
দীর্ঘ চাউনির মৌন পথ?

সে কি টানবে দিনরাত আনবে পথ
তমসাতীরে তার বটের রাত ঘন আঁধার রাত
মেলবে যমুনায় তমাল দিন?
পথ কি প্রাণ পাবে প্রতিষ্ঠায়?

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায়?
তাই তো তন্ময় রাত্রি দিন, সে তো রাত্রি দিন
প্রাত্যহিক পালে সে দিন রাত
ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ—
মথুরা ভেঙে যায় এ নিষ্ঠায়?

......

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, রাত্রি কোজাগর বিনিদ্রের,
স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
কোয়ার্টেট যেন কোনো অতন্দ্রিত
অপরাজেয় গ্রোস ফুগের গান।
রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও, মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত।

আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান—
পাহাড়ে-পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত॥

২৫শে বৈশাখ

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে-ফুলে বনে পথে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখার মুক্তি কল্পনার নব-নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যায় সূর্য প্রত্যূষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে-ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে, হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব-আনন্দের।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে-মাসে বর্ষে-বর্ষে যুগ-যুগ ব্যেপে
প্রতিটি উষার রাত্রে মধ্যাহ্নের ঘটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালী নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রানে হিম মাঘে

আমরা তো জানি তুমি আকস্মিকে গরম বাজারে
রুদ্ধগতি, তাই গড়ি জীবনের ঝরনা, রচি কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে-হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী॥

কোণার্ক

আকাশে বালিতে সূর্য, আদিগন্ত উন্মুক্ত মুখর কলরোলে,
চোখে সূর্যমায়া জ্বলে, কানে বাজে নির্মাণের জনতার হাসি;
মাকাড়া মুগনী আর বেলে-পাথরের গানে, করতালে, খোলে
জীবনের সাধারণ্যে আনন্দের তীক্ষ্ম সুর ওঠে পাশাপাশি
নির্মাণের জয়ে-জয়ে, মানুষের জয়ে-জয়ে, ভাস্কর স্থপতি
এ দেশের মানুষেরই প্রাণসূর্য উঠে যায় আকাশে-আকাশে,
অনড় পাথরে এই জড় পৃথিবীর দেহে যেন-বা উল্লাসে
লক্ষ-লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি।

ওরা কারা? শূন্যজয়ী কারা ওই ভ'রে দেয় শূন্যের কলস?
জীবনে সহস্র দলে কারা ওরা ফুল তোলে, নেই মৃত্যুভয়?
এরা কি সবাই বীর? সবাই অপরাজেয়, কর্মী অনলস?
অরুণাশ্ব আরোহী কি জীবনে নির্মাণে এক সংহত, তন্ময়?
তাই বুঝি মধ্যাহ্নের চন্দ্রভাগা ব'য়ে যায় কোণার্কে অম্লান,
চোখে ভাসে সমুদ্রের এ-দেশের সেকালের খালাসির গান।

২

স্তব্ধ সন্ধ্যারতি, মরু নিয়াখিয়া, বাসরের রাত্রি হর্ষহীন,
আমাদের জীবনের চূড়া নিত্য ধূলিসাৎ, পরাজিত দিন।

বরঞ্চ, অহল্যাচিত্ত রূপান্তরে হোক ঊর্ধ্বে পাষাণ-দেউল;
আমি রই খিলানের আলম্বিত শূন্যাবর্তে খোদাই কিন্নর,
যে-শূন্যে কিছুই নেই, যেখানে বিরাজে শুধু প্রহর-প্রহর
যন্ত্রণাই, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্, শুধু পৃথিবী পৃথুল;

যেখানে অণিমা শুধু মহিমায় দিশাহারা, বিরাটে বিলীন,
যে-বিরাট দিবারাত্রি আলো-অন্ধকারে নিত্য দু-হাত বাড়ায়;
কেবল চরম এক বিদায়মন্থর মুখ, শেষ আকাঙ্ক্ষায়
সত্তার দুর্দম্যবাক্ সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ত্রিকাল-মসৃণ;

কেবল নিছক এক পাথরের মূর্তি, তবু আন্তর আভাস
স্বত মাধ্যাকর্ষে মানে সুপ্রতিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সুষমাগম্ভীর—
সে মৃদঙ্গে করতালে যেই শূন্য মহাকাল বিস্তৃত আকাশ
নীরবে আঘাতে হানে, হর্ষে-হর্ষে বেজে ওঠে কোণার্ক মন্দির।

৩

নারিকেল সচকিত, ঝাউবীথি জেগে ওঠে, সমুদ্রের তালে
সূর্যের মন্দিরা বাজে, চোখে কানে মর্মে-মর্মে মর্ত্যের জীবন
নিঃসঙ্গ কোণার্কে তোলে সুন্দরের ঘন নৃত্যে মুখর সকালে
কত শিল্পী মজুরের মাঝিমাল্লা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুঞ্জন!
কত না দ্বাদশ শত কত শত সহস্রের বাটালি তুরপুনে
কত লক্ষ মানুষের জীবনের আনন্দের বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবী পাথরে ধরে লক্ষ-লক্ষ মূর্তি-ভঙ্গে, এককে মিথুনে,
ফুলে ও লতায় ফলে পল্লবিত গাছে শত জীবে! রূপাভাস
আশ্চর্য এ আমাদের দেশের মানুষ দিলে, সূর্যের সমান
প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে।

গ্রামে-গ্রামে শহরে বন্দরে যত বঞ্চিতের এবং বন্দীর
বিজয়ী জীবন তাই শত সহস্রের হাতে রক্তসূর্য লেগে
অমর ঐশ্বর্যে বাজে শিল্পীর তন্ময় ধ্যানে সৌন্দর্যে গম্ভীর—
নির্মাণে চঞ্চল ভিড়ে জেগে ওঠে কোণার্কের মন্দির শ্মশান॥

বৃষ্টি চলে বৃষ্টি অবিরাম

দেখেছ কি বৃষ্টি চলে? বৃষ্টি অবিরাম
গরম দুপুর ধুয়ে প্রবল হাওয়ায় ধুয়ে-ধুয়ে
অবিরাম বৃষ্টি পড়ে, শীতল আরাম
মাটিতে-মাটিতে পথে ইঁটে ছাতে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী
ছেয়ে ছেয়ে! বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর-এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি? কর্মরত দৃঢ়বদ্ধনীবি

যেখানেই থাকো তুমি বৃষ্টি নামে, মেঘে-মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা,
অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের খাড়াই উৎরাই
ঢাকি এক আলিঙ্গনে, বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাকো বাষ্পে-বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা!

তুমি ভাবো দূরে ব'সে পার পেলে, প্রেম যে অপার,
চেতনার নীল জুড়ে মেঘে-মেঘে আমার আকাশ,
তোমাকে করেছে ধাওয়া আশ্বিন বৈশাখ আষাঢ়,
সর্বদাই ছেয়ে রাখে তোমাকে যে, বিলম্বিতনীবি
পীনবক্ষ দৃঢ়উরু, চেতনার বিদ্যুতে আভাস
তোমার সত্তার পাই, ঢেকে রাখি তোমায় পৃথিবী!

আলেখ্য

চোখে ঝকঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামীরের পারে।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাব উজ্জীবিত?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাল্গুনী যেন মর্মে-মর্মে তারা কি আকুল করে!
কে তার কণ্ঠে দিল এই বিস্ময়?
ঝরা দেশে এই মরা দেশে সে কি করবে বিশ্বজয়?

দু-দণ্ড তার পাশে বসা সেও যেন জীবনের অভিযান,
কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন শ্রাবণের
থৈথৈ মাঠে ফের উড়ে আসে আশ্বিন
মাঘের অন্তে বারে-বারে কেন অঙ্কুর
কেন যে লেনিন আগুন জাগান্ লেনিনগ্রাদের তুষারে।

২

চামেলি মিলেছে একটি মানুষে,
সান্নিধ্যের প্রসাদে তার নৈরাশ্যের নম্র বিষাদ
যেন ধূপে-ধূপে ব্যক্তিস্বরূপ কর্মীর মতো কর্মে
প্রাত্যহিকেই নিজেকে পেয়েছে বিলিয়ে বারংবার।

কথা বলে যেন আম-জামে পাতা ঝরে,
যেন-বা পাহাড়ে নদীর বালিতে ঝিরিঝিরি সোনা জ্বলে
নীরবতা তার বাগানে শিশির,
গাছে-গাছে লাগে বউল।

চাহনিতে তার যাত্রারম্ভ, নতুন ঘাসের পথ,
দুই দিকে চলে ঋজু ও সুঠাম তাল,
মাঝে-মাঝে দৃঢ় শাল কখনো-বা পলাশের বঙ্কিমা,
এই ছায়া এই রৌদ্রের ঝিকিমিকি।

সে যখন পাশে তখন সবাই ভোলে,
চ'লে যায় আর রেখে যায় শত টুকরা
ছোটো-ছোটো দিনরাতের সজাগ সতর্ক শত কাহিনী—
সে যেন মাঘের রৌদ্রে ছড়ানো আকাশ
মধুর-মধুর ব্যাপ্ত বর্তমানে।
আমরাই ঘুরি অতীতে-অতীতে মেঘের ভবিষ্যতে।

৩

তাকে চেনা যেন কঠিন মানস-যাত্রা,
কিংবা যেন-বা মরুভূমি ঘুরে জরিপ,
হঠাৎ আড়ালে দেখা খেজুরের শিহর,
হঠাৎ দেখায় টলোমলো হিমদীঘি।

আকাশের মতো ঊষর, চলেছে শুধু পাণ্ডুর ঢেউ,
টিলায় ডাঙায় দিগন্তে প্রান্তর,
তারই মাঝে দুই পাহাড়ের খদে সতেজ রঙিন পলাশ
ফাল্গুনে কিবা রাঙবে!
অমর আশায় নিশ্চিত যেন রোপণ করেছে কেউ।
এই গাছে তার উপমা।

জানি, মনে হয় থেকে-থেকে কোথা পালাই
যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সুস্থ সুশ্রী গানে,
জানি তবু তাতে ঘুচবে না এই বাস্তবিকের বালাই।
সে তো পালায় না, সে বলে, সমাজই ভাঙবে।

সে বলে, মনকে ধনুকের মতো বাঁকাবে।
আর তার পরে মাটিতে জিষ্ণু খরশরে
জাগাবে সবার নির্ঝর।
মন? মনে আছে, সে বলে, মানসসরোবর
বহু পর্বত, তুঙ্গ শিখর; সে বলে, প্রতিটি দিন
আমরা সবাই শের্‌পা!

হেমন্ত

লালমাটি ওঠে নামে, সুর যেন, পরতে-পরতে
বেয়ালায় পরদায়-পরদায়। এদিকে কালোর খাদে
চেলোর বিষাদ আর অন্যদিকে ভিয়োলার হাসি
এলায় জর্দায় মাতে উদারা-তারায়। আর হঠাৎ-হঠাৎ
ঐ ধানে-ধানে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণচঞ্চু সবুজের বাঁশি।

এ-আকাশ মহাসভা পৃথিবীর কত না রঙের
শত-শত বর্ণাভাসে এ যেন-বা অর্কেস্ট্রা বিরাট!
একত্র, সবাই এক সংগীতের সংঘে বদ্ধ,
তন্ময়, মননে এক; কেউ-বা বাজায়, মুখে দিব্যহাসি,
বিভোর বিহ্বল; কেউ প্রতীক্ষায় তীব্র, কোথায় সে
দূর্বাদলে কখন বাজাবে তূর্য; কেউ থেকে-থেকে
পল্লবিত শিঙা ধরে; কেউ-বা বাজায় পুষ্পিত মন্দিরা—
সবাই নিবিষ্ট, এক লক্ষ্যে গাঁথা—কে-বা মুখ্য কে-বা গৌণ!
যে যার অংশেই পূর্ণ সমগ্রের সংহতিতে
পরস্পরে, প্রত্যেকেই, সবে মিলে একটি সংগীত।

কবে যে নামাল মাটি সপ্তরথী ইন্দ্রধনু—নাকি সে মানুষ
আপন চেষ্টায়
ভাঙল রঙের কেল্লা রাঙাল পৃথিবী, আনন্দে ইন্দ্রিয়?

আমার ছুটির দিন চলে চেয়ে চেয়ে অর্কেস্ট্রায়
আকাশআসরে শুনে-শুনে
চোখে কানে ঘ্রাণে এক সংগীতের মহিমায়
উপমায় আশায় গভীর
লালে নীলে সবুজে হলুদে আদিগন্ত চলে বেয়ে;
মোড় ফিরে বৃত্তের নিটোলে দীর্ঘ ঋজু শালকুঞ্জ ওঠে গেয়ে,
আর ঐ তারই পাশে
আমাদের তন্বী শ্যামা পৃথিবী পিনদ্ধ নাচে টিলায়-টিলায়
মৃদঙ্গের বোলে-বোলে আবেগে মেদুর।

২

চাঁদের আলোয় অঝোর দুঃখে বাতাসের হাহাকার,
বিরাট আকাশে একটি শূন্য হৃদয়,
পাহাড়ে-পাহাড়ে আছড়ে বেড়ায় হিমের বাদল রাতে
মেঘের আড়ালে বিধবা আলোয় হাতড়িয়ে যায়,
বৃথা খুঁজে মরে, মাঠে-মাঠে কান পাতে,
সান্ত্বনা নেই তার।

জানলায় ডাকে দুরন্ত হায়-হায়
কান্নার হাওয়া মাইল-মাইল ব্যেপে,
এ কি ক্রন্দসী কাঁদে? নাকি কাঁদে মাটির হৃদয়:
সে কোথায় সে কোথায়?
ঝড়ের বাষ্পে বন্যার বেগে কোথা তার আশ্রয়?
তাই কি আকাশে বিদ্যুৎ ওঠে ক্ষেপে,
এ-দেশে ও-দেশে যায়?

দিনে চোখে ফোটে উপোসী মানুষ, পৃথিবীর সাত রঙে
প্রকৃতির গান ছাপিয়ে-ছাপিয়ে হাড়ে-হাড়ে বাজে
দাঁতে-দাঁত অভিযোগ,
গ্রামে-গ্রামে রোজ অভাব আদুল গায়ে
ঘুরে-ঘুরে চলে আমাদের পায়ে-পায়ে: জীবনই যেন-বা রোগ,
শিশু বা বৃদ্ধ মেয়ে বা পুরুষ সবই এক দুর্ভোগ।

তাই তো ছুটির গ্রাম্য সন্ধ্যা অন্ধকারের সংগীত
উপচে-উপচে ওঠে শহরের দেশজোড়া শত কান্নায়!
কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙে সাজবে,
এ গ্রাম শহর আর নয়!

অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে
কবে যে সবাই বাঁচবে!

এবং লখিন্দর

হৃদয় তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী!
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে-রূপ বেহুলার মতো চিনি।

তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,
মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,
সাহচর্যেই চলি, নয় অভিমানে,
আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা।

রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া,
ঊর্মিল জলে পেতেছি আসনপিঁড়ি,
থৈথৈ করে আমার ঘাটের সিঁড়ি,
কখনো বা পলিচড়া-ই তোমার দোয়া।

তোমারই তো গান মহাজনী মাল্লার,
কখনো পান্সি-মাঝি গায় ভাটিয়ালি,
কখনো মৌন ব্যস্তের পাল্লার,
কখনো বা শুধু তক্তাই ভাসে খালি।

কত ডিঙি ভাঙো, যাও কত বন্দর,
কত কী যে আনো, দেখ কত বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর॥

সে বলে

সে বলে, জীবন হবে নাকি দুঃসহ
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য;
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ।
আমার প্রেমের পাথেয়ে সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে।

বলি, তাই হোক, নিঃসঙ্গের দিন
আমাকেই দিও, করব না আমি শোক,
মৃত্যুর কাছে দেব না কিছুই শ্লোক;
খণ্ডিত রাগে ত্রিভঙ্গে হবে লীন
ইলোরার গায়ে ত্রিকালহন্তা যম,
তোমাতে আমাতে মিলবে কালের সম।

অন্তত এই বলব—আজকে রোখ্,
জানি না সেদিন কি বলব তুমিহীন॥

সনেট

আমি তো ছিলাম শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর,
নিকষ পাহাড় কিংবা টিলা, কিংবা, বলা যায়, ঢিপি,
তুমি শুরু ক'রে দিলে, তোমার শকাব্দে শিলালিপি;
আজ যদি যাও তবে মুছে যাও সমস্ত স্বাক্ষর।

আমি যা ছিলাম, একা, অবিচল, পাললিক শিলা,
তাই শুধু রেখে যাও, নিয়ে যাও দীর্ঘ ইতিহাস,
যাবে যদি যাও দূর ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরা মিথিলা,
আমার আদিম সত্তা নীল শূন্যে ফেলুক নিঃশ্বাস।

না হলে অন্তত ভাঙো তোমার খোদাই সব স্মৃতি,
ভেঙে ভেঙে ছারখার ক'রে দাও ভাস্কর্য-বাহার,
আমাকে ছড়িয়ে যাও ইতস্তত বৃষ্টির আহার,
বেয়ে যাব ঢল-স্রোতে, ভেসে যাবে বাস্তু কালচিতি।

কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়,
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড়॥

আলেখ্য

আঁটসাঁট বেঁধে আঁচল জড়াল কোমরে,
মুগ্ধ চোখের এক নিমেষের দেরিতে
লঘু লাবণ্যে লাফ দিয়ে হল পার।

কালো পাহাড়ের গায়ে চমকাল রেখা,
শাড়ির শাদায় কস্তাপাড়ের সিঁদুরে
কষ্টিতে ঋজু কোমল শরীরে তরল স্রোতের ছন্দ।

এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে
আমরা সবাই কেনই বা পার হব না
সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ?

স্বরের আড়ালে শ্রুতি

আমার বাহুতে ভর দিয়েও যে পাহাড়ে
যেতে পেয়েছিলে ভয়,
আজ শুনি সেই পাহাড়ের ঘনশিখরে
একলা বেঁধেছ বাসা!

মনে আছে সেই উপর-শিলার ঝরনার গলা রুপা,
নিচবাঁকে বালি স্রোতস্বিনীর সোনা?
আজ নাকি তুমি একলা চূড়ায় সোনা-রুপা ফেলে দিয়ে
গেঁথেছ শূন্যে একটি তপ্ত হীরা?

কালো কষ্টিতে আলোর শাণিত নগ্নতায়
হিংস্র বনের ছায়ায় মুখর দিনগুলি
কোন বিরাগের নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকারে
মেলাও, সে কোন তারায় পেয়েছ প্রহরী?

তা হলে রইব স্বরের আড়াল শ্রুতি,
সাতটি রঙের তলায় শাদা—না কালো?
অনুপস্থিতি দিয়ে ঢেকে রেখে দেব
সেদিনের চেনা হরিণীর চোখ দুটি?

বেশ তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
আমি অদৃশ্য বাষ্পের নীলাকাশ।
তোমার হাওয়ায় চিতার দীপ্ত গর্ব,
আমি বই বাকি পশুপাখিদের কান্না॥

দর্শমিক

কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওইপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়,
অন্তহীন দর্শমিক বাধা
অন্তরের বৃত্তে বাদ হানে।

ধ্যান কেন কখনোই কায়া
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো?
আপতিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুর-সাধা,
রং নেই খোদাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শাগত?
জীবনে-মননে মাঝে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া!

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্যে বা কোনো অনন্যায়
কালোত্তর মুহূর্তের মায়া
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে;
মহামান্যে অথবা কন্যায়
মানুষের মহাহৃদয়ের
মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকার শ্লিষ্ট শোচনায়,

কেউ বা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ মাতি সক্রিয় সংবাদে
নিত্য পরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তার রচনায়,
যেখানে দ্বৈত সদা হারে,
অদ্বৈত ভগ্নাংশে কোল নেয়॥

পরবাসী

দুই দিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়!
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ-আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কৈ বসেনি,
শুধু প্রান্তর, শুক্‌নো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ্‌, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর্‌ মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারাদেশময় তাঁবু ব'য়ে কত ঘুরব?
পরবাসী কবে নিজবাসভূমি গড়বে?

গান

ওরকম আমারও ঘটেছে,
যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর,
আর শ্রোতা হয়ে যায় অধরা সে গানের বিষয়,
আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ;
তখন মুহূর্তে ধুয়ে যায় অসমাপ্ত বর্তমান সমস্ত জঞ্জাল।
একবার মনে আছে একটি টপপার মধ্যে
উদ্‌ভাসিত হয়েছিল আসমুদ্রহিমালয়
প্রাচীন বিশাল ভারতবর্ষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ আকাশ
মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে
আজীবন দীর্ঘ পরবাস—
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা, ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হ'য়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।
সে থেকে একা একা, ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।

গানের বাস্তবে মাঝে-মাঝে এরকম ঘটে,
মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া শোনা কথা
দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলার একাত্মীকরণে
কী দরদী ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,
গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে,
কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার,
বাইশে বা অন্য কোনো দিন হয়তো বা দোস্‌রা শ্রাবণে
আকাশ যেমন মাতে অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে, তেমনি ধরনে।
আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জলদার্চিশিখা
বিশুদ্ধ স্মৃতির তীব্র প্রখর সংবিৎ,
সবকিছু অবান্তর কথা চিন্তা ধুয়ে গেল,
আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার—
কথা কও কথা কও অনাদি অতীত:
তুমি আর তুমি আর তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা

ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি?
যা কিছু এখন নেই অতীতে বা ভাবীকালে সবই শুধু ছবি?

এরকম আমাদের অনেকেরই ঘটে।
দুঃখের বিষয় ঘটনাটি প্রায়ই আমরা ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের ট্রাফিকে।
দিশাহারা গোলমালে আমাদের প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদীঘিতে এসপ্লানেডে,
মন চাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারে কলে মিলে
দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার বাস্তুহারা শেডে॥

মালার্মে: প্রগতি

মালার্মে! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট, বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে, স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ, অপ্রাকৃত, মধুর-কষায়;
তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে,
পাস্তেরনাকের দেশে, ঊর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে,
নবপ্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক: প্রগতি॥

বামী

বামীকে সবাই চেনো, ছোট্ট মেয়ে বামী
যে সেই তারায় ভরা চৈত্ররাতে ছাতে
কেঁদে বলেছিল, আমি
অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি, সেই ভীতু মেয়ে বামী
কী ক'রে যে তারাভরা আকাশের
অসহায় আকুল বিস্ময়ে
অন্ধকার ছাতে,
জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন
উপরে সিঁড়িতে নীচে কন্টকিত ভয়ে,
যেখানে আরশোলা চাটে বই ছবি,
মাকড়সা ছড়ায় জাল,
আর টিকটিকি আরশোলা খায় ;
যেখানে নির্মাতা, স্রষ্টা, শিল্পী, কবি,
প্রেমী অবজ্ঞেয় ;
ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বামী কী ক'রে যে বড়ো হবে,
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে,
আঁচলে আড়াল দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কী ক'রে ভাবি
কী ক'রে সে অন্ধকার দীপান্বিত ক'রে দেবে
আরেক বৈভবে ॥

চিরঋণী

পেঁছিলুম ভোরের আকাশে,
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে নুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমল কড়িতে পাশ কেটে
আশাবরী যোগিয়া তোড়িতে।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখ জ্বলে, আসন্ন সন্ত্রাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সংবৃত চিতার দুটি চোখ।

সারাদিন জরিপের অরণ্যরোদন।
বাংলায় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার,
অথচ ভিতরে ছোটে সরীসৃপ হাজার সংশয়।

চ'লে গেছে খিদ্‌মদ্‌গার তার দূর গ্রাম্য ঘরে।
আমি একা ব'সে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের নদীর যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড় স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বীণা মাঝরাতের মৈহারী রাগিণী
ধরে ধরে প্রায়,
অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী॥

আমি বাংলার লোক

আমি বাংলার লোক, ছিন্নভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আমজামবনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষার নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার।

চোখে কানে ঘ্রাণে দেহে
মনে প্রাণে একান্তিক আমার স্নায়ুতে
এ রাঢ় দেশের রঙ তোমার প্রতিমা হল
প্রায় শত রবিবর্ষে লক্ষ লক্ষ সত্তার আয়ুতে।

সামুদ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকর্ষে
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,
শুধু পাবে কৌটিল্যেরা
ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার॥

ভাষা

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন
হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা।

এখনই কি ভয়? রেখো আশা,
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে রাতে মাঠে ঘরে নাচ,
এখানেই ভিৎ গড়ে ভাষা।

ভয় কেন, কবি? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির-লক্ষ্য চলেছে পিস্টন্,
লেধের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন
ক্রেনের বাহুতে দেখ বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে-নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা॥

দামিনী

সেদিন সমুদ্রে ফুলে ফুলে হল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল: —মিটিল না সাধ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী, রাস বা কোজাগরী;
এমনকী অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে॥

সে কবে

সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
কৃতার্থ দোহার।
পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে:
স্মৃতি আছে তার।

রৌদ্রে-জলে সেই-স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
দুরন্ত লোহার।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে
মরচের বাহার॥

সহযোগী

তুমি আর আমি সহযোগী এই কথাটা শহরে রটে।
তুমি রূপকার, রূপসী, তোমাতে প্রাণ পায় সুন্দর;
আমিও রূপের কারিগর, আঁকি দেয়ালে কাপড়ে পটে,
তোমাতে আমাতে মান চায় সুন্দর।

তোমার তারিফে হাতে পাই গতি কাজ শেষ হয় দ্রুত,
তোমাকে দেখতে খুশি লাগে বেশ, নিছক দেখার খুশি।
রূপসী গায়ের হাওয়ায় আমার মন চলে সম্ভৃত।
তোমার শতেক ভক্তজনকে কোন মুখে আমি দুষি!

অভিযোগ শুধু তোমারই জন্যে, আজন্ম পেলে মাল্য,
তোমার মায়ের রূপের সঙ্গে দৈর্ঘ্য দিয়েছে পিতা;
শিশুর মাধুরী আদর পেয়েছ, সহজে ফুটেছে বাল্য;
তাই অভিযোগ, আজও হতে চাও পথে ঘাটে ঈপ্সিতা!

তুমি আমি নাকি সহযোগী বলো, তোমার রূপের বৈভব
অপাত্রে কেন বিলাও হাজারে হাজারে?
দেখ দিকি সহকর্মিণী, আমি রূপশিল্পীর গৌরব
কখনও কি বই চৌরঙ্গির বাজারে?

বন্য দোল

মনে হ'ল যেন দাউদাউ জ্বলে আগুন,
টিলায় টিলায় ছুটে গেল জোড়া বাঘ;
প্রাচীন রক্তে কিংশুকে লাল ফাল্গুন,
প্রকৃতির সাধ! সুন্দরে এ কী মৃত্যুর অনুরাগ!

শালে ও সেগুনে সিসুতে ও গম্‌হারে
সকরারী বনে কার সাড় জাগে, কারা ভাঙে আড়মোড়া।
তীব্র বিধুর রূপের এ সম্ভারে
নিঠুর দরদী গোখুরা চন্দ্রবোড়া!

তবু গাছে গাছে মৃদুল ফুলের গন্ধ,
ঝোপে ঝাড়ে চুপিসাড়ে ভ'রে যায় ঘ্রাণ,
হরেক পাখিতে চোখে কানে লাগে ধন্ধ,
হরিণের ডাকে স্পষ্ট পুলকে মৃত্যুর সম্মান।

এ যেন দেশের দশের প্রাকৃত তুলনা
স্মৃতির তাড়সে আশা-আনন্দ খিন্ন,
এ যেন দেশজ প্রেমেই দশ-কে ভাবতে হয়েছে ঘৃণ্য,—
সমাজেই বুঝি প্রকৃতির মৃত তুলনা?

মনে হল রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে নাচে আগুনের মালা,
কানে এল কত অগ্নিচক্ষু আরণ্য পদপাত,
এদিকে দূরের বসতিতে হ'ল ফাল্গুনী মাতোয়ালা,
নাগড়াবাঁশিতে ভাঙে গড়ে প্রেমে পূর্ণিমা সারারাত॥

জন্মদিন

আজকে তার প্রদীপ জ্বালা, কপালে মার হাতের ফোঁটা,
গলায় বেলফুলের মালা, নতুন আর কোঁচানো ধুতি পরনে;
দিদিরা দেয় বই খেলনা চুমাও গোটা গোটা,
মাছের মুড়ো, পায়স খেয়ে জন্মদিনে জয় করে সে জীবন,
আজকে আর এই অভাগ্য বর্তমান থাকবে কার স্মরণে?
মনে হয় সে দেশের বীর, কালের বীর-পুরুষ ছোট জীবনে।
তার হাসিতে বৃদ্ধ মুখে নিছক সুখে হাসি,
শৈশবের জন্মদিনে নিছনি শুচি স্বপ্নে ফিরে আসি।

জানি চাল্‌শে জন্মদিনে শোকসভার হাওয়ার হিম বয়,
এমনই দিন এমনই দেশ দুনিয়া ব্যেপে এমনই হালচাল,
চল্লিশের পঞ্চাশের জন্মদিনে নানা অভাব নানারকম ভয়
সমাজ বেয়ে সংসারের গলির পাশে দাঁড়ায় আজকাল!
তাই তো চাই বুড়োর বহু-জমানো খুশি হার-না-মানা হাসি,
তাই মেলাই সেইদিনটি শৈশবের আশায় ঝক্‌মকে,
চাই যে নিজ বাসভূমিতে প্রবীণ পরবাসী
দেখব লাখো শিশুর হাসি, আপনমনে ব'কে
খেলবে তারা পড়বে তারা, কারণ আজ জীবনে আর মরণে
লড়াই নেই, প্রেমের মতো, প্রাকৃত শুভ প্রেমের মতো
তোমার মতো, আমার-ও মতো শুভ্রবেশ পরনে,
একাল আর সেকাল মেলে কালের বিষহরণে,
স্বপ্ন যবে জন্ম আর মরণে এক দ্বন্দ্বাতীত হাসি॥

প্রাকৃত কবিতা

মাসি, তোর কথা বেঁধে রাখ্ তোর খোঁপায়,
আমার ও কালো কম্বলই ভালো,
যতবার ধোবে রংছুট নয়, পাকা।

মাসি, তুই বৃথা বকিস, আমের ঝাঁকা
মাথায় তুলে নে ঘরে জামবাটি ভ'রে
আমচুর খাস্, থাকুক আমার কালো।

কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,
আমার রাতের কারার আকাশে জেবলেছে একটি তারা,
আমাকেই বলে তার দ্ব'চোখের একটি সন্ধ্যাতারা।

নির্ভয় বীর, বিরাট আঁধারে সে অমাবস্যা
ছদ্মবেশের চাঁদ,
আমাকে কি তুই করবি কথার বিজলিতে দিশাহারা?

কোনো আশা নেই, মাসি তুই ঘরে গিয়ে
হাটের লোককে শোনাস্ জ্ঞানের কথা,
সে কানে মানাবে এসব কথার ছাঁদ।

ছড়াস্ নে তোর মুক্তার মালা, হবে না রে অন্যথা,
সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে।

আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে
অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে,
আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে।

উঠানরে গাছ কেটে কচি কলাপাতে
ক্ষেতের ধানের ভাতে
ঘরে সরতোলা ঘি দেব একছটাক,

দীঘির পাড়ের নালিতা শাকের ব্যঞ্জন,
খাসের বাঁধের মৌরলা মাছ, পাটলীর দুধে ক্ষীর
ওরে মাসি আমি দেব সুখে নিজ হাতে,

দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন।

আমার কথায় এখন যে দেখি মাসি তুই অস্থির॥

নিজস্ব সংবাদদাতা

খবরের কাগজের কাজ।
খাদ্যাভাব, পূর্ববঙ্গত্যাগী ভিড়,
বাংলায় সমস্যা উগ্র, তাই চেয়েছে রিপোর্ট।
ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়া দেশে
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল।
মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয়।

বোঝাই: দেখতে ভদ্র এই মাত্র, কিন্তু শুধু রিপোর্টার,
কখনও নিই নি ভোট, দেশ স্বাধীনমস্তিতে
ভাঙি নি, কয়েক কোটি মানুষের দুর্ভাগা কপালে
হানি নি রাজ্যের লোভ ক্ষমতার কেরামতে সুখে।
শুধুমাত্র রিপোর্টার, ভদ্রলোক এইমাত্র,
আসলে এদেরই মতো অসহায়, পরাধীন, রৌদ্রে পোড়া,
হয়তো পেটটা ভরে, অথচ হৃদয় ইতিহাসে অসহায় বলি,
একেবারে নিঃসম্বল, তিক্ত, পোড়া, খাঁটি।
ছেড়ে দিই স্থানীয় বাবুর জীপ মুরুব্বির নতুন মোটর,
মফস্বলী বাস ধরি, ভাবি: যেখানে যেমন রীতি, হাঁটি।

হাঁটি, এই গ্রাম থেকে যাই ওই গ্রামে
নির্জলা অভাব সারাটা জেলায়, সর্বত্রই এক উপবাসী জ্বালা।
এদিকে গরম প্রায় পশ্চিমা মরুর। আজও যদি ভাবি,
জ্বালা তার গায়ে লাগে। আমাদের আষাঢ়েও বৃষ্টি কই নামে।
আমাদের উঠে গেছে বৈশাখীর বৈকালীর পালা।

মনে পড়ে একদিন, সে-গ্রামে উনুনে
আগুন নিবন্ত, আগুন আকাশে তোলা আগুন মাটিতে ঢালা।
যেতে হবে পুবগ্রামে, সদরালা নই নই নায়েব নবাব,
সুতরাং সকালেই যাত্রারম্ভ। সে কী মাঠ! মাইল মাইল
অনেক শতাব্দী ধ'রে হাজার হাজার খুনে
পৃথিবীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেরে গেছে যেন,
আম-জাম-কাঁঠাল পিপুল কিছু নেই, দীঘি কুয়া

খালবিল মজানদী কিছু নেই।
শুধু নীরক্ত শ্বেতাঙ্গ রৌদ্র।

তৃষ্ণার আবেগে চোখ ফাটে। সে সময়ে, আজও মনে পড়ে,
বাঁয়ে কাঁটা ডাঙার আড়ালে হঠাৎ মন্দির এক দেখা যায়
ছোট, ভাঙা, জনহীন। সেদিকেই চলি।
জলের আশায় ক্ষুধা আর পিপাসায় ছায়ার আশায়
না ভেবেই উঁকি দিই।

মনে পড়ে আজও মনে পড়ে সেই সর্বংসহ অন্ধকার,
আশ্চর্য কোমল ছায়া মায়ের চোখের স্নিগ্ধ অন্ধকার,
চোখ দেহ হৃদয় জুড়ানো আহা কালোর আরাম।
চোখের জীবন ফেরে, দেখি নগ্ন যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন; শুধু কষ্টি পাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতির শৃঙ্গারের পাথরে স্তম্ভিত কোথায় সৌরভ?
বেদীর পিছনে দেখি বেঁচে আছে কালো পাথরের ধাপে
হিম অন্ধকারে একা কয়েকটা কাঠ-চাঁপা
মৃত্যুহীন গোরোচনা বাহারের গন্ধের প্রতাপে।
আর বাঁ-দিকের কোণে দেখি সজল মাটির একটি কলসী মুখচাপা॥

নান্নুরে

জাদুঘরে পরিষদে তর্ক চলে ছাতনা বা নান্নুরে
কোথায় চণ্ডীর পীঠ বা কোন চণ্ডীদাস!
বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে খেতাবে—
আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে,
পদাবলী কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কানুরে,
প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ।

দেখেছি গড়খাই-পারে দীঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালক্ষী তাকিয়ে ভাস্বর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখর।
এদিকে কাঁপন লাগে পাপড়ির আঙুলে সুরে সুরে,
প্রেমের ফাঁসিতে খুলে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে॥

অনুপ্রাস অন্ত্যমিল

দিগন্তের কণ্ঠে নীল দূরের সুর
সে পাণ্ডুর আভায় দিনরাত্রি নীল রেশে বিলীন।

আর পাহাড় মালার মতো দিগ্বধূর কণ্ঠলীন মেদুর নীল
দীর্ঘ মৃদু মীড়ের মতো গৃহস্থের মেয়ের মতো নীল পাহাড়।

চোখের চালে আমিও চলি যেন বা হাতে হৃদয়ে চাই
এই বাহার, বনরাজির নীলার হার।

কোথায় নীলা? হরিত গাছ শ্যাম সরস
নয়নারাম নানা সবুজ স্বচ্ছ ঘন। আর পাহাড়

কঠিন শত জ্যামিতি কষা মেটে ধূসর হীরাকষের
বসানে কালো। আর মাথায় হীরকধার নীল আকাশ।

নদীর স্রোতে স্বচ্ছতায়
চোখের পিছু আমিও যাই।

উপরে কালো চূড়ার চোখে অপাপনীল অশ্রুজল
আকাশধোয়া হ্রদ, স্বচ্ছ স্ফটিকে মেশে ইন্দ্রনীল।
পাড়ের পাশে দূর্বাদল মরকতের কোমলতার
বাহার দেখি অহল্যায় তারল্যের বর্ণাভাস।

পেয়েছি চেনা মানুষে এই অনুপ্রাস, সমতলের অন্ত্যমিল।
মানসে তাই আশ্বিনের নীল আকাশ,
এখানে এক গ্রামশহর সুস্থ ধীর নয়নারাম॥

সার্কাসের বাঘ

গ্রামে গ্রামান্তরে শুনি মহা উত্তেজনা,
প্রকৃত সন্ত্রাসও রটে। শহরের সার্কাসের বাঘ
পালিয়েছে বাঘোয়া পাহাড়ে ঘেরা বনের আড়ালে।
উপদ্রব প্রায়ই ঘটে। আমরা এসেছি কয়জনা
বাংলো কুঠিতে, আমন্ত্রিত না হলেও রবাহূত বটে।
তিন পা বাড়ালে রাত্রে ঠিক দেড়টায়
শুনেছি সে ভাঁটা চোখ দেখা যায়, হিংসা জ্বালা রাগ

প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে, খণ্ডিত মুক্তিতে
প্রচণ্ড আক্রোশে: কেননা সে খাঁচার সচ্ছল সুখ চায়
পলাতক অনভ্যস্ত স্বাধীন অরণ্যে অপ্রস্তুত
ফাঁসিকাঠে আসামীর দুর্গত দীক্ষায়।

আমাদের রাত্রি কাঁটাঝোপে ঘাসের পোকায়
কেঁচোয় মশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, শব্দ শুনি,
শুনি আজ এ গ্রামের ছাগল বাছুর
শুনি কাল ও গ্রামের মানুষের ছেলেমেয়ে গেছে।
তাড়া করি কয়জনা। চ'লে যাই বহুদূরে
বেছে বেছে এ ঝোপ সে ঝাড়। পণ্ডশ্রম।
শহরের সার্কাসের ভূতপূর্ব বাঘের দারুণ চতুর খেলু,
কিছুটা বা ক্ষুধার অভ্যাসে আর কিছুটা বা শখের বিকারে
যেন বা সে কোটিপতি লোভ, যেন সারা বিশ্বের শিকারে
তার লোভ, তৃপ্তিহীন চিরদুস্থ প্রতিযোগিতায়।

জন্মবুনো বাঘেরাও তাই তাকে ভয় করে।
আর আমাদের অরণ্যবাসের তাই শেষ নেই,
কারণ এ উপদ্রব দূর করা আমাদেরও জিদ, রোখ, ব্রত।
তাই অন্ধকারে প্রতিরাত্রে আমরা কয়জনা থাকি ছদ্মবেশে,
সদাজাগ্রত বীক্ষায়, যেমন ছিলেন লেনিন স্তালিন
উনিশশো সতেরোর অক্টোবরে উদ্যত প্রস্তুত,
প্রায় সেই মন নিয়ে—বড়তেই দাও যদি ছোটর উপমা—
আমরাও চুপ ক'রে বসি, কিংবা ছুটি নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সর্পগন্ধা পায়ে পায়ে সিসু শাল সেগুনের উদ্‌গ্রীব অদ্ভুত
তীক্ষ্ণ আগ্রহের নিস্তব্ধ আশ্লেষে, প্রকৃতির নীরব উৎসাহে,
সভাসমিতির চেয়ে ঢের শক্ত ক্ষিপ্র তিতিক্ষায়॥

সর্বদাই সুখদা বরদা

তারপরে বৃষ্টি এল, মাটিতে সুগন্ধে, মনে দীর্ঘ অপেক্ষায়।
যাকে চিনি, চাই, পাই-কী-না-পাই সত্তার আকাশে
সেও এল, সত্যে নাকি মনে মনে উপমায় বা উৎপ্রেক্ষায়?
সকালের রৌদ্র এল বিকেলের মেঘে, নাকি রইল ফ্যাকাশে
কলকাতার শূন্যচর দুপুরের দগ্ধতার দুরন্ত আড়ালে
ম্লান মৌন দূর প্রিয়ম্বদা?

যাকে আমি চিনি, চাই, পাই-না-বা-পাই হাত হাওয়ায় বাড়ালে,
যে আমাকে বলেছিল ভালোবাসে, আমারও যা মর্মের বিশ্বাস,
অথচ যা স্বতসিদ্ধ নয় মোটে, কারণ সে দুর্মর পিয়াস
মেটে শুধু একমাত্র দীর্ঘশ্বাসে সুদীর্ঘ নিষ্ঠায়
পাওয়া-না-পাওয়ায় দীর্ঘ তীর্থ পথে গেলে—কী দাঁড়ালে
সব মিশে একাকার একাত্মের চির প্রতীক্ষায়
বৈশাখের আকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে কিংবা সোঁদা বৃষ্টির আড়ালে-
সর্বদাই সুখদা, বরদা॥

বন্ধুস্মৃতি: সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এ আমার চেনা নদী, উঁচুনিচু, পাহাড়, প্রান্তর,
সমতল পার হয় নানা বৈপরীত্যে, দীর্ঘকাল,
উৎস থেকে পাড়ে পাড়ে—এই মৈত্রী এই মনান্তর!
উপলে পলিতে তীব্র বিড়ম্বিত উল্লাসে ধিক্কারে
একালে, এদেশে, ক্ষুব্ধ আমাদের হাজার বিকারে।

আত্মসচেতন প্রাণ তাই উটপাখির মরুতে
হারাবে উৎসের দিশা? অর্থহীন ভূকম্পে নিঃসীম?
তাই দীপ্র যৌবনের দীপাবলী হয়েছে কি হিম
বৈদেহী নাস্তির গর্ভে? ব্যক্তিরূপ শূন্য পঞ্চভূতে?
তাই কি মুহূর্ত-তত্ত্বে মুমূর্ষার এত ক্ষিপ্র তাল?

বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহর, বহু সন্ধ্যা ,অনেক সকাল
মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশ বছর;
কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উচ্চ মতান্তরে
সানুকম্প অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—

আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর॥

শ্রাবণ

শহরে বিষাদ বর্ষার মতো, বাংলার মতো,
চাঁদনী আকাশে ভাসে আর ডোবে, হাসে।
হোক না যতই ছন্নছাড়া সে,
আশ্চর্য সে পরম আপন বড় প্রিয়জন কিম্ভূত এই শহর!
সন্ত্রাসে সংগ্রামে উল্লাসে ক্লান্তিতে তার প্রাণের নিত্য লহর।

থাক্‌ শত দোষ, হোক না হাজার ভুল।
কাকে দোষ দেবে? জীবনেরই ভুল, কমবেশি সেও দায়ী।
কত ফুল ঝরে কত চারা মরে মাটির স্তন্যপায়ী!—
তবু, হে মালিনী, মালঞ্চ ভরো ফুলে,
মালাকার আর করবে না দেখো ভুল।

শ্রাবণের ঘন দিগন্তব্যাপী ধূসর মেঘের নীলে
ছোট ছোট মেঘ বর্ষাতি বেগে ছোটে,
যেমনটি যায় তোমার উধাও মুখের ঠোঁটের খোঁজে
আমার হৃদয় মাঠে ঘাটে খালে বিলে।

সন্ধ্যা দেখেছ? বর্ষাদিনের নটমল্লারে সন্ধ্যা?
মেঘের সপ্তবর্ণ আকাশে দিকে দিকে প্রাণবহ্নি,
শত অশ্রুতে অক্ষত আশা বর্ষার রাঙা সন্ধ্যা।—
তোমারও বন্ধ্যা ভাবনা, দেখবে, রাঙল।

রাত্রিগুলিকে জড়ো ক'রে রাখো বীর-জগতের গুণ্ঠিত জিজীবিষায়
যেখানে পার্থসারথি স্বয়ং ভদ্রাকে
প্রেরণা যোগান বীরের কাতর প্রেমিক হিয়ার তৃষায়।—
আমরা কি ভীরু, যেহেতু হৃদয় রাজপথে-পথে ভাঙল?

দিনগুলি গেছে একচ্ছত্র কর্মে, কে হারে কে জেতে
ধর্মযুদ্ধে অন্নবস্ত্র চেয়ে, জীবনের জলসত্রে।—
রাত্রি ঘনায়, পাড়ার যুগলমন্দিরে
মধ্যরাতের আরতি এবারে ডাকে।
আজ থেকে কালে চলো যাই ধীরে ঘুমের গঙ্গা বেয়ে॥

৩০শে জানুআরি

কমেছে ঘুমের সীমা।
রাত ক'টা একটা না দুটা?
নব্য রাধাবল্লভের মন্দিরের আরতি থেমেছে বহুক্ষণ,
যুগলের পাট এখন নির্জন।

বয়সে ঘুমের চাঁদ স্বপ্নময় কৃষ্ণপক্ষে যায়!
শৈশবের ঢিমা চালে জাতিস্মর নিঃস্বপ্ন শুভ্রতা,
যৌবনের রক্তছটা প্রবীণের সোনালি বিষাদ,

হরিণের আকাঙ্ক্ষায় নিষাদ স্মৃতিতে এল
আরণ্যক সূর্যাস্তের সমারোহে রাত্রি আজ,
অসংলগ্ন উৎসবের ক্লান্তিতে প্রখর যেন নবাবী-মহিমা।
ঘুমে আধঘুমে একদিকে রোমন্থন, অন্যদিকে বৃদ্ধ আশা,
আরো হিমাচল মোহে আরো উষ্ণ লোলুপতা,
যদিচ জীবন আজ আমাদের ঝুটা টুটা ফুটা।

ঘুম যেন শূন্যে শূন্য আকাশ বা মহাসমুদ্রের তরল পাতাল,
আদিম আগ্নেয় জলে ঢেউ ওঠে,
মাঝে মাঝে শব্দের তরঙ্গে আসে ভেসে দূর সুর
মৃত্যুর ডাকের বেগে অথবা মৃতের শববাহীদের
আর্তনাদে ভয়ার্ত জন্তুর মতো প্রচণ্ড নিখাদে।

কমেছে ঘুমের সুখ!
দূরে বাজে সাহেব-পাড়ায় গির্জার প্রহর,
নিয়ে আসে বিপুল পৃথিবী দীর্ঘ আপন আভাস,
নিয়ে আসে তন্বী পৃথিবীর পিতৃলোক বিরাট আকাশ
মহাশূন্য বেয়ে তীব্র অথচ উদাস, লয়ে লয়ে ব্যাপ্ত শব্দে;
ঘুমে আধঘুমে নিয়ে যায় অতলান্ত শব্দের বিশাল নীলে,
বিশ্বক্রান্ত খেয়া যেন অনন্তের পাড়ে পাড়ে,
চৈতন্যে ছড়ায় মহাশূন্যের ঈথর স্তব্ধতায় সন্তত মুখর।

হয়তো বা মোটরের সওয়ারীর মালিকানা শিংভাঙা ডাক
হঠাৎ আকাশ ফাঁড়ে
ঘরমুখো তীক্ষ্ম খোঁয়াড়ির ডাকে কিংবা ঘরে
নাভিশ্বাসে রোগীর বিপাকে।

অন্ধকারে ঘুমের জাগার অস্পষ্ট অসীমে
ডুবে যাই, চৈতন্যের মাথাটুকু তুলে তুলে ভেসে চলি
শহরে শহরতলী পার হয়ে গ্রামগ্রামান্তের
দেশে দেশান্তরে বিশ্বে মর্ত্যের প্রান্তেরও পারে
তারায় তারায় অন্ধকারে।

হয়তো বা ভেসে আসে ভয় ও উল্লাস করুণে ভীষণে,
অথচ উদাস ব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক আবিশ্বধ্বনিত সিমফনির
একটি কলির কর্মভেদী বহু প্রতিধ্বনি
মানবিক, তবে ঠিক মানবিকও নয়;
হারায় শোকের কান্না যেন এক মত্ত বিদূষণে,

দোহারে দোহারে ধুয়ায় রেশের দমকে দমকে ব্যস্ত রলরোলে,
রাম নাম সত্যে নয় আরেক হারামে,
কীর্তনীয়া ঐতিহ্যের অন্তিম আখরে।

রাত্রির হাওয়ায় স্রোতে চলমান বোল-হরিবোলে
শ্রোতাই দর্শক হয়, আর শব আর শববাহীদলে
অভিন্নাত্মা শ্মশানবন্ধুত্বে আর অন্ধকারে স্তব্ধতায় বিশালতা চিরে
ঘুমে স্বপ্নে আধঘুমে নীলাকাশে
আকাঙ্ক্ষার প্রাণময় মদালস স্মৃতির নক্ষত্র ভাসে গ'লে গ'লে
আশ্চর্য সহিষ্ণু শুভ্র সমুদ্রের অনন্ত আভাসে॥

লণ্ঠন জেবলে

পাণ্ডুর চাঁদ ডুবে গেল ঐ ঊর্মিধবল নীলে,
আমার সময় অসময় একাকার:
নৈঃশব্দ্যের ঢেউ ভেঙে পড়ে ঊর্মিতরল নীলে
একটি দীর্ঘশ্বাসে।

অতল জলের অশ্রু এবং বিবর্ণ মহাকাশে
চিরকাল বুঝি ক'রে যাব পারাপার।

ভাবি অন্যথা হত কি তোমাকে দিলে!
কিছুই কি হত অন্যথা?
তাই ভাবি বিনা প্রত্যাশে,
অমাবস্যায় বিবেচনা ক'রে দেখবে আরেকবার?
লণ্ঠন জেবলে পড়বে আমার কথা?

এ মৃত্যুসংবাদে

এ মৃত্যুসংবাদে ঝ'রে ম'রে গেল মনের বকুল,
কাগজের কোণে—এই দ্বিতীয় মৃত্যুর।
সেবারও মৃত্যু বটে, যখন সে, ভুল সব ভুল—
এই ব'লে চ'লে গেল, হাত ধ'রে, আরেক মিত্রের।

তবু এতদিন ছিল অস্তিত্বের অশরীরী তাপ
স্মৃতির সুগন্ধে ভরা আঁচলের হাওয়া-ঝরা ফুল।
এই মৃত্যু ঘোর মৃত্যু, পত্রপুষ্পে বিরাট বকুল
আজকে উন্মূল হল। আজ মাটি দগ্ধ অভিশাপ॥

রবীন্দ্রনাথ

বিনিদ্র শতাব্দী ব্যেপে দিনরাত্রি বেঁধে যে সূর্যের
দীর্ঘ আয়ু, একাধারে বাশি ও তূর্যের,
কুসুমে ও বজ্রে তীব্র যার সদা ছন্দায়িত প্রাণ,
ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফল ফুল আর আউষ আমন,
যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,

চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী।

হে বন্ধু তোমরা বলো কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদ্‌গ্রীব নই, লক্ষ লক্ষ চিত্ত সূর্যমুখী?

(২)

এখন কি বোঝো তুমি বিপরীতে এক অভিন্নতা,
রবীন্দ্রনাথের কথা: সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা?
স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে তীক্ষ্ণতা,
সে তীব্র বিষণ্ণ হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মাণ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবীই ইমনকল্যাণ।

যৌবন বিষম কাল! জীবন বা প্রেমের বাউল
এখন কি সাজে ওরে! একমাত্র দীর্ঘ ইতিহাসে
সততা রচনা করে আকৈশোর নিত্য অভিলাষে
একটি অখণ্ড সত্য অভিজ্ঞতা, স্নায়ুতে বিকাশ
বাঁধে, তাই এক হয় ইছামতী অথবা তিতাস্—
এমনি হাজার নদী—গঙ্গা পদ্মা শোণ বা কিউল।
সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে কোথা, সংলগ্নেরই স্মৃতিতে অধরা
বাঁধা যায় নিজেকে—ও শুদ্ধকাব্যে নব্য পরম্পরা॥

(৩)

এ কী অভিশপ্ত দেশ, তিক্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি।
চৈতন্যেও নিরুদ্দিষ্ট নির্মণ্ডিত নিরাকার ঘৃণা।

কালবৈশাখীর নিত্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ বিনা
ঈশান উমার বিয়ে সে কোন শ্মশানে তা জানি না;
সভায় কাগজে বাজে ঢাকঢোল—কারো বা ঝুমঝুমি।

আকাঙ্ক্ষার কোথা মেঘ, রিক্ত রৌদ্রে ঘৃণার বৈকালী,
রুগ্ন ক্ষিপ্ত পূতিগন্ধ পথে পথে ত্যক্ত আবর্জনা।
সভায় কাগজে বৃথা স্তোক-স্তুতি—অথবা গঞ্জনা;
বাক্যবন্যা নিরুদ্দিষ্ট গর্জন বা খেয়ালী বন্দনা।
বৈশাখী কি জমে শুধু খালি হাতে তুড়ি আর তালি!

ব্যথাময় পূরবীর অগ্নিবাষ্পে তৃষ্ণার্ত কাঙালী
এ বড় অদ্ভুত রাজ্য ছাব্বিশে বৈশাখে মরুভূমি!
রবিশষ্য দগ্ধস্তূপ, ঈশানী প্রস্তুতিহীনা দীনা।

সমুদ্রে পাহাড় বেঁধে সাজাবে না বাংলার আঙিনা?
শতাব্দীর সূর্যে এসো অভীপ্সার তীব্র মেঘে তুমি॥

•

সেই অন্ধকার চাই

ঘন বন, বহুদূর বিস্তৃত এবং জন্তুতে ভয়াল,
বহু সরীসৃপ, গুপ্ত হত্যার আড়ত: অন্ধকারে তীক্ষ্ণ অন্ধকার,
হিংস্র চিতা নেকড়ে আর হায়েনা, শেয়াল
বিশ্বাসঘাতক বহু জন্তুতে ভয়াল

থেকেছি সে-বনে, নীল আকাশ দেখিনি,
নিশ্বাসে টেনেছি ভিজা মাটির মস্তিতে
বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল।

থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি:
দিবা-দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালো ছায়া হৃদয়ে-হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার।

অন্য অন্ধকার আছে? তা-ও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহা ভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার।

থেকেছি সে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে,
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল;
মৃত্যু নয় দীনহীন, আপতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল।

উত্তর

তখন জিজ্ঞাসা করি: কে তুমি? কে তুমি? দুই জনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে।
হয়তো জীবিত ব'লে। যেহেতু জীবনে এরা কেউ
ভাবেনি যে, সে কে আর ওই বা কে? স্বচ্ছন্দ নির্জনে
বোধহয় দেখেইনি মুখ পরস্পর, এরা নয় ধনী
বণিক বা শক্তিধর, কোথা সে সময় বা সুযোগ?
দেখেনি নিজেরই মুখ, প্রতিদিন বড়ই দুর্ভোগ।

সাহেব-পাড়ায় দেখি সাজানো বাগানে শ্যাম পীত
আমের বউল আজ শীতের বিদায়ে উন্মুখর।
এরা কিন্তু নিরুত্তর, আজীবন, আজও নিরুত্তর,
অথবা উত্তর দেয় কানে-কানে। কিন্তু সে-উত্তর
ডুবে যায়, কারণ শহরে গ্রামে হন্যে দেয় ফেউ।
তবু নাম পথে ভাসে, রাজপথে গলিতে দুস্তর,
কারণ এ গাজি, আর ও দক্ষিণরায়, আজ মৃত॥

নিসর্গ-ভাষ্য

এখানে শুধুই পলাশের লাল লাস্য,
এখানে নেইকো খয়েরের কাঁটা বঞ্চনা।
উন্নয়নের নেই ফাঁকা পরিকল্পনা,
প্রকৃতি শুধুই পথ বেঁধে দেয় এখানে।
তাই নরনারী স্বচ্ছ অশ্রুহাস্য
সহজেই বাঁধে সাধারণ্যের সন্ধানে।

আর ভয় নেই, রূপসীর গ্রীবাভঙ্গে
চ'লে এসো হাতে হাত পেতে দাও রূপকে।

দীর্ঘকালের দ্বৈতাদ্বৈতে রঙ্গে
পক্ক প্রবীণ মিশুক নব্যযুবকে।
তোমার পায়ের কাঁটাগুলি তুলে হৃদয়ে
অনেক স্মৃতির পাতা গাঁথি স্মরবিজয়ে।

নির্ভয়ে চলো এদিকে শুধুই নির্ঝর,
শ্যামল শষ্প, রৌদ্রে ও মেঘে মসৃণ
শিলার নিদ্রা, নীলাকাশ ঈশাবাস্য,
স্তব্ধ গানের ক্ষিপ্র স্রোতের রাতদিন
প্রহরে-প্রহরে তোমাতেই করে নির্ভর,
তোমার শরীরে নিসর্গ পায় ভাষ্য॥

প্রথম-দ্বিতীয়

বোঝেনি সে প্রথম যৌবনে, অন্তত সে আজকাল ভাবে তাই,—
এমনও তো হয়, কাক-জ্যোৎস্নাতেই কাক ডাকে ভুলের ভোরাই?

আক্ঙকের যৌবন সত্য,—এমনও তো দেখা যায় যখন কুয়াশা
এক-আধ দিন বেলা আটটায় কাটে, তবে সূর্য ওঠে, তা হ'লে দুরাশা

মাত্র কেন তার পঁয়ত্রিশে যৌবন? অথচ মেলাও, দেখবে মিলবে লক্ষণ,
হৃদয়ে শরীরে সদ্য পুলকের ধরণটা বিশ-বাইশের মতো লাগে সর্বক্ষণ।

তুলনা? তা তুলনাও ওঠে বৈকি থেকে-থেকে—মন বড় ভয়ানক—
মনে, অগোচরে,
অবশ্য প্রথমেই হারে, দ্বিতীয়ই জেতে, টানে রোমাঞ্চিত উত্তাল সাগরে।
ভেবেছে অনেক, কোনটি যে ভ্রান্তি? এ কি দিনগত অভ্যাসে ধিক্কার?
তাই কি স্নায়ুর উদ্দীপনা প্রয়োজন, তাই হৃদয়ের অভিজ্ঞ দীক্ষার?

সন্ধ্যায় জানলা ধ'রে একমনে ভাবে, অন্যমনা খোঁপাবাঁধা চুলে
আঙুল বুলিয়ে ফের লোহার গরাদ ধরে লতায়িত পাঁচটি আঙুলে।

ভাবে দ্বিতীয়ই আসলে প্রথম, ভাবে দ্বিতীয়ই এক অদ্বিতীয়,
ওর জীবনের সত্য। যোগ-বিয়োগের শূন্যে বিভাজ্য নির্ভুল নয় কি ও?

রাত্রি যায়, আসে

রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের হিমার্দ্র হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে।
রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে।
দিন কোথা? দিন নেই, দিন প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষায়।
রাত্রি যায়, আসে॥

ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার

(হপকিন্‌স অবলম্বনে)

মনস্বিনী, মর্ত্যহীন, সমান, সংবাদী; চৈত্যচ্ছদ, বিরাট, বিতত
সন্ধ্যা তীব্র হ'তে চায় কালের বিপুল, সর্বগর্ভ, সর্বগৃহ, সর্বশবাধার নিশা;
স্নেহার্ত পাণ্ডুর তার বিষাণ-প্রদীপ অস্তে লগ্ন, তার মত্ত অন্তঃশূন্য শুভ্র হিম-দীপ নভোলগ্ন,
দিশাহারা অপচয়ে, তার সায়ন্তন নক্ষত্রেরা, সামন্ত নক্ষত্রবৃন্দ আমাদের শিয়রে
সন্নত অগ্নিমুখাঙ্কিত মহাকাশে। কারণ মর্ত্য যে তার সত্তাকে নিষ্ক্রান্ত করে, তার বর্ণালি যে ক্ষান্ত হ'ল;
গতলক্ষ্য নিরুদ্দিস্ট, ঝাঁকে-ঝাঁকে, পরম্পরে পরম্পরাহীন, আত্ম-মগ্ন আত্মহন্তা অঞ্জিহিষা,
বিস্মরণে মতিচ্ছন্ন, সকলই এখন। হৃদয়, আমাকে ঘিরে ধরো, এ-বিভীষা
বাঁধো: আমাদের সন্ধ্যা শেষ; নিশা আমাদের করে ভূত—অভিভূত করে নিশ্চিহ্ন, নির্গত।
শুধু তুণ্ডুপত্রময় তরুশাখা যেন নাগবংশী; লোহিত বুনটে কাটে, তন্তুজ-মসৃণ নিষ্প্রাণ আলোক, কালো,
কালো আর কালো অন্তহীন। আমাদের উপকথা, হে দিব্য কথক! দাও আহা দাও জীবনকে, জীর্ণ,
খুলে-খুলে দিতে তার জট, একদা বিচিত্র, পঞ্জীকৃত, সংরঞ্জিত স্নায়ু-রেখ দুটি ভাগে ঘুরণের পাকে;
এখন সমস্ত কিছু দুটি যূথ, দুটি জাতি—কালো, শাদা; জেনো মেনো এই মাত্র, মন্দ, ভালো:
মাত্র দুটি; দুটি মাল আবিশ্ব আড়তে, যেখানে কেবলমাত্র এই দুটি এ-ওর চাহিদা হাঁকে;
একই কলে, যেখানে স্ববদ্ধ, স্বব্যাবৃত, নিষ্কাশিত, নিরাশ্রয়, চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তা আর্তনাদে নিষ্পেষিত, চূর্ণ দীর্ণ॥

তার তুলনা কি চিরচেনা কলকাতা?

দুস্থ দিনের অসুস্থ রাত্রির
শহরে যেমন চ'লে যায় মন দূর
আকাশে বাতাসে মাঠের সচ্ছলতায়
ভিড় ঠেলে-ঠেলে হাওড়ায় রেলযাত্রীর
দুর্ভোগ স'য়ে, এই শহরে কি মাতা—
মাতি করে মন, প্রেমিক বা বন্ধুর
জন্যে যেমন করাটাই সংগত?
না কি এ-তুলনা ভাবছি দুর্বলতায়
জরা যেমনটি ভাবে যৌবনলোভে?
অথবা যেমন রাজনীতি যদি ডোবে
তখন অনেকে শেয়ার বাজারে ইষ্ট
প্রতিষ্ঠা করে অথবা দেখায় পৃষ্ঠ
বিপ্লবকে বা প্রতিক্রিয়াকে কেউ?

যতই আত্মজিজ্ঞাসা করে হেয়,
নিশ্চিত জানি ততই আমরা দু-জনে
যে-মানসলোকে বাস করি, তার শুদ্ধি
আমাদের সব শান্তি কেড়েছে অনুপম
একটি বিরাট শান্তির চির অস্থির
দিনরাত্রির স্বপ্নে। এ শুচি বুদ্ধি
জানি আমাদের ছেড়েছে মুষ্টিমেয়
মানুষের মাঝে যেখানে স্বেচ্ছাবশত
আনন্দ লাল আর নীলাকাশ জঙ্গম
হাজার চূড়ায়-চূড়ায় লক্ষ ঢেউ।
ভালোই জানে সে, আমাদের গাঢ় কূজনে
বিশ্ব হাজার খুশি হাতে দেয় তাল।
তাই বুঝি তাকে পাশে খুঁজি অস্থির?
কলকাতা ফের গ'ড়ে দিতে হবে দু-জনে?

সত্যেন দত্ত যদি থাকতেন

উড়ে চ'লে গেছে বুলবুল
খালি পিতলের পিঞ্জর।
পিতলকে হ'ত সোনা ভুল
এমনই বিলেতি জৌলশ!

সে কবে ভেঙেছে জিঞ্জির
বাদশাহী দিন-রাত্রির!
কোথা সে নিলাজ পৌরুষ
বিদেশী সাগর যাত্রীর?

গঞ্জ কিংবা বন্দর
সাজে কি তখ্‌ত-ঈ-তাউসে?
তবু কেন হয় এই ভুল?
গুলবদনের অন্দর

অন্ধ বধির খঞ্জের
বাণিজ্যে হ'ল চৌচির,
ছিন্নভিন্ন অন্তর,
দীর্ণ অস্থিপঞ্জর

মালিনীরা সাজে মন্দের
কুটনী এবং বুলবুল
ম'রে গায় মন্বন্তর॥

জাতীয় সংরক্ষণ

মনে পড়ে সর্বদাই অন্ধকারে নির্ভীক প্রাণের
অগ্নিময় চোখগুলি, হরিণের, চিতার, বাঘের।

শিকারের শখ নেই, শুধু শিকারী বন্ধুর সঙ্গ
আর মোটরের কল্যাণে ছুটিটা এদিকে ওদিকে
মাঝে মাঝে কাটে বেশ। একাধিক জাতীয় জঙ্গলে
বহু কণ্টে জীয়ানো কত না হৃষ্টপুষ্ট পশুপাখি
ক'বার দেখেছি, আর বন্য বাংলোয় ভোজ
উপভোগ করা গেছে প্রাকৃতিক সকালে সন্ধ্যায়।

আশ্চর্য ভারতবর্ষ! বহুকাল বিস্তৃত দুর্ভোগে
এখনও কত না জন্তু বেঁচে আছে! সরকারী উদ্যমে

বাঁচানোও চলেছে বেশ, এই কাজিরঙ্গা এই লাতেহার
হাজারিবাগের জঙ্গলে জঙ্গলে বেঁচে আছে কত—
আহা বাঁচুক বাছারা! মুক্ত জন্তু দেখতেও ভালো।

আরেক ছুটিতে বন্ধু নিয়ে গেল গিরনারের রক্ষিত কাননে।
সে বড় রোমাঞ্চ, স্পষ্ট দেখি দেশী স্বাধীন সিংহকে।
শুনলাম মন্দ্রিত ডাক। সে সময়ে পথসঙ্গী এক
কর্মচারী, মনে আছে, সদালাপী বিনীত মানুষ,
বললেন একটু হেসে, সরকারী সংকল্পে ভারতের
জাতীয় জন্তুরা মন্দ নেই, অবশ্য ত্রুটিও ঢের।
বললেন গম্ভীর মুখে, জাতীয় এ রক্ষণাবেক্ষণে
মানুষকে রাখলে কি মন্দ, গোটা দেশের মানুষ?
শহরে জঙ্গলে বনে গ্রামে গ্রামে দগ্ধ শুষ্ক দেশে?

হঠাৎ গম্ভীর মুখে কথা কিনা, তাই মনে আছে॥

হে দিনের সূর্য

হে দিনের সূর্য! ছিলে প্রতিদিন এক অদ্বিতীয়,
তোমার নয়ন তাই অন্ধকারে নিত্য
অগণন চোখ দিয়ে প্রতিরাত্রে নভোনীল চিত্ত
জেবলে দিত, হে সূর্য, হে নির্বিত্তের প্রিয়!

আজ খুঁজি তোমার সে অযুত নক্ষত্র-জ্বালা রাত্রি,
অমাবস্যা আজ কেন মাত্র অন্ধকার?

তুমি কি একান্ত শূন্য বিবিক্তির মহাকাশে যাত্রী?
নাকি-সে আরেক বিশ্বে অন্য কোনও পূর্ণিমাকে পেয়েছে আবার?

সয় দেরি

সেও কি ভেবেছিল সয় না এত দেরি?
তাই কি রুক্ষ সে শিমুলে পলাশে
খুঁজেছে আশ্বাস প্রাণের তরাসে
চৈতী কাফিতেই ভৈরবের ভেরী?

ভেঙেছে ঘর, তাই চড়কে গাজনে
শূন্য খামারেই দেখেছি আশ্বিন,
ভেবেছে হাওয়াতেই বাঁধবে প্রতিদিন
ঘরামি ছাদ তার আষাঢ়ে শ্রাবণে?

হায়রে প্রিয়তম! তোমার হাতে হাত,
দীঘির বালুঘাটে তোমার কাছাকাছি
এখনও বলি, শোনো, কেন যে বেঁচে আছি।
তুমিই কোথা দূর কী দিন কী বা রাত।

প্রাণ কি পথে পথে কখনো করে ফেরি?
আমার সয় দেরি, সইবে বহু দেরি॥

বহুসূর্য অস্তগত

বহু সূর্য অস্তগত, সেজন্যই, বা তবুও, হৃদয়ে
আরক্ত জীবনস্মৃতি, যৌবনের গোলাপবাগান
আজও তাই ঘরে ঘরে শাদা কালো খোদাই আধারে
পাণ্ডুর সৌরভে ধরি, সময়ের অর্জিত সম্ভারে
চৈতন্য সচ্ছল মুক্ত, রাবীন্দ্রিক সংগীতবিতান
যেমন বিজয়ী কীর্তি অশীতির ব্যর্থ পরাজয়ে।

বস্তুত বৃদ্ধই শিশু আলো মুক্তি পায় যে আকাশে
সূর্যাস্তে সে প্রাজ্ঞ কিংবা সূর্যোদয়ে সদ্য স্বচ্ছ শুচি,
তারই আভা গন্ধরাজে, বেলি চামেলিতে কিংবা ঘাসে
মিলনে বিরহে প্রেমে দেহে মনে সেই বররুচি।

অতএব হাহাকার অবান্তর: আশাভঙ্গ-আশা
সমস্তই পেয়ে যায় নবারুণ আলোর রঞ্জনা
সপ্তাশ্বের সমমূল্যে, এমনকী রাত্রির ব্যঞ্জনা,
অরুন্ধতী! জেনো দীর্ঘ রশ্মিময় একই ভালোবাসা॥

মৎসার্টের একটি রচনা শুনে

গড়েছ মনু নির্বিশেষ সুখে,
অনেক ছেঁটে অনেক কেটে কুটে
মর্মভেদী রূপ পেয়েছ, পাথর!

তবুও কেন কান্না লাগে কাতর
জ্যোৎস্না চিরে তোমার হিম মুখে ?
থমকে যায় বনের কানাকানি,
হরিণ আসে তোমার পাশে ছুটে।

গেঁথেছ মন নির্বিকার ইঁটে
পোড়া মাটিতে দেবতাদের ঘর,
রূপে উদাস তাকিয়ে আছে মাঠে
যে নন্দনতত্ত্ব শত পাঠে
প্রাসাদ ভেঙে বাঁধলে গিঁটে গিঁটে,
কেন বা তাতে লাগায় টানাটানি

অভাগিনীর ডুকরে কাঁদা স্বর !
বাঁধলে চোখে কত না খেটে খুটে,
দুনিয়া ছেঁটে বাঁধলে কান এঁটে,
স্বাধীন হলে শুদ্ধ হলে, পাথর।
তবুও কেন নীরব হল বাণী ?
ঘন দামিনী যখনই চায় চাঁচর,
তখনই কেন ব্যথায় মাথা কুটে
সুরের ঘাটে পাথর, ওগো পাথর !
অশ্রুনিশা বহাও ক্লারিনেটে॥

ভাদ্রসন্ধ্যা

ভাদ্রের শেষের সন্ধ্যা, আশ্বিনের আসন্ন বন্দরে।
দেখি, ভাবি নির্নিমেষ।
হে পৃথিবী !

হে স্বদেশ ! তোমাদের কিছুতে যায় না ভোলা।

রূপেগুণে ভোর প্রাণ, মানবিক চোখ কান স্পন্দিত হৃদয়
ঢেউ তোলে অভিরাম, নন্দিত চৈতন্যে দোলে,
অবিশ্রাম ভাঙে পাড়, অভ্যাসে অপরাজিত,
যেন জীবনের সৌন্দর্য অমর। এবং মানুষ অলৌকিক
সৌন্দর্য যাদের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব আপ্লুত
আকস্মিক অশ্রুস্নানে হাস্য স্মিত,

যেন সুভদ্রার তরঙ্গিত শরীরের নারীত্বের বিভা,
মুখের নিটোল, কটির ভাঙন, বক্ষের পাহাড়,
বাহুর নক্ষত্রবৃত্ত, চিরস্থায়ী পরিবর্তনের খোদাই আকাশে বন্ধনীবি।
অথচ আমরা চিরপরিবর্তনীয়—এখন এখানে দ্রুত,
মুহূর্তেই ওখানে নিঃঝুম।

ভাদ্রের আলোয় স্নান, শরত আকাশে শরীরে উজাড়।
মেঘ, ঢেউ, বালিয়াড়ি, উপলমুখর সূর্যের প্রতিভা,
আলোর তরঙ্গে দোলা।

তারপরে? ঘর, অনিদ্রা বা অন্ধকার নীলাকাশে আসমুদ্র ঘুম॥

জাতক

এ দৃশ্যে বৃদ্ধেরও জাগে সম্ভ্রম, বিনয়:
অন্তর্দর্শী দুই চোখ উদাস, মন্ময়,
জয়পরাজয়হীন, কিবা মৃত্যু কিবা জন্ম—এত অসহায়,
দুহাতে প্রাজ্ঞের ধৈর্যে আবদ্ধ বিস্ময়,—
জীবনমৃত্যুর দ্বৈতে ঘরে এক সদ্যজাত শিশু।

সে কি জানে তার ভাবীকাল?
অনিশ্চিতি, অনটন, অপঘাত সকালবিকাল,
দেহের মনের গ্লানি, হত্যা, যুদ্ধ, বিষ, উন্মাদ হাওয়ায়;
কুৎসিতের, নির্বোধের, নিষ্ঠুরের রসাতলে পালায় ত্রিকাল—
জানে বুঝি দিনগত পাপক্ষয়ে সদ্যজাত শিশু?

অথচ সে নৈর্ব্যক্তিক স্বার্থে একা, বিশ্বাসী, নির্ভয়;
না, বরং, জীবনে তন্ময়,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আর উত্তপ্ত আশায়, কাছে মানুষ চাওয়ায়,
যেন প্রাণের ভূস্বর্গে তার নেই কোনও দৈনিক প্রলয়।

তাই কাঁদে-হাসে এক অন্য সুরে সদ্যজাত শিশু।
মনে হয় শিশুরাই জীবনমৃত্যুর ঘরে ছদ্মবেশী চিরন্তন যিসু॥

তিনটি কাঠবিড়ালী

অনেক দিনের অনেক যত্নে কমিয়েছি সন্ত্রাস।

এদিকে আমার ছুটি শেষ হল প্রায়,

আজ তিনটিতে গাছ থেকে নেমে বসেছিল জানলায়।
এত ভীরু, এত বিনীত কেন যে! এরাই তো ছিল খাস
সমুদ্র-জয়ী সীতা-সন্ধানী সেতুবন্ধের সঙ্গী;
দীন সজ্জন সাহসী উৎসাহিত
মজুরেরই মতো ভঙ্গি।

এরা কেন ভয়ে ডালে ডালে ঘোরে আজ?
এরা কোনও কালে করেনি তো লাফঝাঁপ
রামরাজত্বে সরকারী রামদাস!
যদিচ এদেরই কোমল অঙ্গে পাঁচ-আঙুলের ছাপ।

অনেক যত্নে নামিয়েছি আজ গাছ থেকে জানালায়
ভাবছি এখন কি ক'রে বাঁচাব এদের এ বিশ্বাস?

হোটেল ছাড়ার সময় হয়েছে প্রায়॥

ধলেশ্বরী

এখনও শানাই শুনি, সন্ধ্যার সিঁদুর
গোধূলির বিধুর ললাটে জ্বলে।
আমারও হৃদয়ে আভা,
শুধু দুই চোখে অন্ধকার কালো মুমূর্ষু পাহাড়
নীল ঢাকে, লাল ঢাকে।

চোখের শিকলে আকাশবাতাস স্নায়ু বন্দী
এবং মধুর পূরবীও যেন ক্রীতদাসী, ঘরবাড়ি নেই।

গর্তের দপ্তর থেকে ক্ষেতের ইঁদুর দিগ্বিজয়ী রোঁদে ঘোরে,
পাথরের গদি থেকে খামারের হুক্কাদের ডাক আসে।
হৃদয় না, চোখে কানে স্নায়ুতে কলুষ লাগে,
অশুচি অসুস্থ ব্যাপ্ত অস্থির বিকৃতি।

তবুও শানাই শুনি, গোধূলিলগনে যথারীতি
এখনও সিঁদুর শূন্যে জ্বলে জ্বলে ঝ'রে গ'লে পড়ে।
অথচ নীলিমা বন্দী কালো মরা পাথুরে পাহাড়ে।
এবং মাড়বা মালকোশ এরা রাজন্যের ক্রীতদাসী-ক্রীতদাস।

অন্ধ, খুঁজি চেনা মুখ যার পরনে ঢাকাই শাড়ি,
কপালে সিঁদুর, ধলেশ্বরী।
কোথায় সে শুকতারা অন্তরঙ্গ সেই আশাবরী?

ঈপ্সা

Our roles are always future: Sartre: The Problem of method

তন্বী চপলা বা পূর্ণ নারীতে
দয়িত চিরকালই ঈপ্সা-দীপ্র.
রঙিন ডুরে আর কস্তা শাড়িতে
হৃদয় চিরকাল পরিতৃপ্য।

এবং পৃথিবীতে—যে দেশ সবাকার-
আনত চোখ রাখি তৃষায় ক্ষিপ্র।
এবং শেষ চোখে আপন বিধবার
শুভ্র বেশে একী গরিমা তীব্র!

এ কী গান ভাসে

এ কী গান ভাসে দুর্মর এক ঝলকে!
পথঘাট ফাঁকা, সন্ধ্যায় রাত নিশুতি,
ট্রামবাস নেই, স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেই
যেন বা ধরেছে শহরের গোটা লাশটা!
রূপকথা বুঝি এইভাবে ইতিহাসটাই
পালটিয়ে দেয় অদৃশ্য কয় পলকে।

আহা এ কী গান, সংগীত হল শরীরী
বালকের প্রাণে, বাঁচার চরম বিভূতি,
পথের ছেলেই দুর্যোগ-জেতা পুলকে
অবহেলে গায়, যেন মার-শোক-তাপ নেই,

ক্ষুধা নেই, যেন প্রাণধারণের দৈনিক
লাখো লাঞ্ছনা হাজার রকম অভাব নেই!

বাজারের ধুধু প্রান্তরে এ কী করে গান!
প্রকৃতির মুখে শুনেছি এমনি সুরধুনীর
অবাধ ঝরনা, অরণ্য শোনে আকাশে
বহু কান পেতে শ্যামার ইমনকল্যাণ।
নিষাদেও বান ফেলে দেয় ভাঙে তূণীর তার!
এ যে শহরের নৈঃশব্দের হাহাকারে
শুদ্ধ বাতাসে ভাঙা বস্তির বিচ্ছিরি
রোগা ছেলেটার আপন মনের প্রবল গান,
পাখি নয়, নয় অপ্সর, এক বালকবীর,
মানবপুত্র! ফৈয়জ গায় রাস্তায়॥

অকাল মেঘে সূর্যাস্ত

যদিচ শীতের সূর্য, তবু অকালের মেঘের বাহারে
অস্তগীতিনাট্যে নামে চূড়ান্ত সুন্দর;
কিংবা যেন প্রাজ্ঞ কোনো নৃত্যগুরু ভারতীয় নায়িকার মাথুরে শৃঙ্গারে
স্থিতধী গম্ভীর সমে ম্লান দিগম্বর ভরে
আলারিপ্পু শেষ করে অনন্তবর্ণমে।
অথবা হয়তো কোনো চিরচিত্রাঙ্গদা, পৌরুষে রূপসী
কিন্তু সপ্তবর্ণে মহানৃত্যপটিয়সী,
বয়স বা অভ্যস্ততা যার ভঙ্গে নিত্য নতশির।

কলকাতায় বাড়িতে বাড়িতে ছাদে ছাদে,
আকস্মিক দুচারটি শান্ত স্তব্ধ গাছে,
গোধূলির শহরে বিষাদে অথচ একটি
দীপ্ত বিজয়ের অভ্রংলিহ তীব্রতায়
ক্ষিপ্র বর্ণগঙ্গা ছায় সাবিত্রী ক্রন্দসী।

এবং, স্মৃতিও ছায় উন্মোচিত বিস্মৃত আকাশে
শহরে, শহর ছেড়ে অন্তহীন উদার নিসর্গে,
সমুদ্রে বা পাহাড়ে প্রান্তরে।
সমস্ত স্মৃতির এক ব্যাপ্ত প্রতিভাসে,

উদাত্ত করুণ ভর্গে অন্তরঙ্গ, তীক্ষ্ণ, স্তব্ধ, স্বর্গ-নরকের চেয়ে
অনেক উজ্জ্বল, সূর্যাস্তের মতোই-আপন, ঘনিষ্ঠ ও বরেণ্য,
অসামান্য সাধারণ্যে আমাদের মৃত্যুহীন
জননীরই মতো গরীয়সী॥

মাঝিরা মাল্লারা

যেদিকে চাই করাল কাল-প্রহর,
অথচ কানে নবজীবন গান!
ও কারা গায়? মাঝিরা মাল্লারা?
কোথায় যায়? দূরের পাল্লায়?
নাকি কাছের? চোখের ওই পার?

কালো ঘনায় গাঁয়ে, মিশায় শহর,
কুটিল ছায়া, চতুর্দিকে শ্মশান,
অন্ধ আলো আকাশে কাকে তাড়ায়!
সন্ধ্যাতারা, চেনা সে লালতারা।
হৃদয়ে গান কাদের দুর্বার?

অশ্রুনদী কাদের পাল্লায়
মুখর গানে, চোখের বাতিঘর
গড়ে হাজার, জ্বলায় মনপ্রাণ
লক্ষ চোখ, ভাঙল গড় কার?
কাড়ল নিধিরামের ঢাল কারা?
পারানি করে মাঝিরা মাল্লারা॥

ছড়া

মায়ের মতো সেই তো ভালোবেসে
হৃদয় ঘেঁষে শিশুর মতো ঘেঁষে
সেই তো এল বৃষ্টি!

হন্যে-হওয়া গরম অনাসৃষ্টি!
পথের ঘামে পিছল আল্‌কাত্‌রা,
পচা গুমোট, পঞ্চভূতের, যাত্রা
জোগান্ দেয় সে যে সর্বনেশে!

হারল সবই ! মায়ের মতো হেসে
বৃষ্টি এল, আবহসংবাদ
ছিঁড়ল ছাটে দেশের নাটে বৃষ্টি।

ভাঙল ক্ষোভ অসহ যন্ত্রণা
উড়িয়ে ভুয়া ধুলার মন্ত্রণা,
করল শুচি বাংলা ঘাট মাঠ
কুঁড়ের চাল কোঠার চৌকাঠ।

বৃষ্টি এল দু-হাতে ভালোবেসে
মায়ের মতো, শিশুর মতো দেশে
সেই তো এল অভয়ধারা বৃষ্টি।

চোরাই অনাসৃষ্টি বরবাদ॥

যেন চর্যাপদ

(আশাবরীযোগিয়া
(Il Vecchio Castille—Moussorgsky)

নাইবা ঘুম ভাঙল, আহা না হয় নাই ভাঙল।
তোমার ঘুমে আমার প্রাণ জাগ্রত সদাই,
হায় রে ! লছিমা।

নাহয় পুবে আমার নীল হৃদয়টাই রাঙল !
আমার চোখে তোমার মুখজ্যোৎস্না বরদাই
দু'চোখে, লছিমা।

কোথায় ঘুম-জাগার সীমা, স্বপ্নেই যে জানল
হিন্দোলে বা রাসের হিমে চর্যা সুখদাই
সদাই লছিমা

যাই না সাজো, সদাই তুমি, যেদিন থেকে হানল
নশ্বরকে অমর প্রেম, জানি, প্রিয়ংবদা,
স্বপ্নে লছিমাই।
নাই বা ঘুম ভাঙল দিনরাত্রি নাই ভাঙল॥

গোটা মাটিই মন্দির

মন্দিরের দেশ ছিল, গোটা মাটিই মন্দির।
এখন লোপাট সব, ভাঙ-চোরা রক্তিম মাটির
চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপ, শতছিন্নভিন্ন মূর্তি।
নেই সেই গোপাল ছেলেরা, রাখালের খেলা নেই
প্রাণের অস্থির কৈশোরের স্ফূর্তি নেই।
যৌবনের সম্মিলিত মেলা নেই, রাস ভাঙা, মেলা নেই,
ধূঁয়ার ছলনা কাঁদা পরিপাটি কৌতুকের খেলা নেই।

খুঁজে খুঁজে বৃথা ঘোরা, মন চোখ পায় না চেনাকে
যা ছিল সুন্দর স্বপ্ন, শুধু দেখা ঘায়ে ঘায়ে—মারে মারে
সব চূর্ণ ধূলিসাৎ মতিচ্ছন্ন শৃগাল দাপটে, শুধু আছে তেপান্তর
ব্যাপ্ত জনপদে শুধুই ধ্বংসের শূন্য রূপ,
নৃশংস লোভের শতক্ষতে অন্ধ দগ্ধ।
কোনো মূর্তি ওঠে না দুচোখে, নেই
এমনকি কালীয়দমনও॥

চেনা মুখের আদল

এই মুখে বহু চেনা মুখের আদল।
শাড়ির ও কাঁচুলির উদ্ধত সংক্ষেপে
ভিন্ন রূপ, তবু কত মেয়ের মায়ের
স্মৃতি মুখে স্মিত, শত চিকন প্রলেপে
এ মুখ সাবেক, দেশী, বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি—যেন যামিনী রায়ের।

চেনা আরো স্পষ্ট হল, যেদিন বিকেলে
হঠাৎ সে অন্তরঙ্গ, আবেগে তন্ময়
অন্যদিকে চেয়ে চুপ, ডান পাশে হেলে
মৃদু কথা বলে, উপলক্ষ্য—শ্রোতা নয়,
উভয়ের চেনাজানা যে অন্যজনের
ব্যথা তার দুই চোখে নামায় বাদল—

সারা মুখে বাংলার আপ্লুত আদল॥

তাকে দেখি, চিনি

তাকে দেখি, চিনি, সারাটা অঙ্গে
চিরাকাঙ্ক্ষীর মমতার মেঘ তাকিয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ,
কখনও আষাঢ় কখনও বা কালবৈশাখীর
তীব্র দেখার প্রাণের রঙ্গে
বিশিষ্টতায় শারীরিক হল যমুনাতীরের তমালতরুর সুলক্ষণ।

সৌরভে তার সত্তা আমার নিজেকে পায়
অন্ধকারের আকাশপৃথিবী একাকার হয় যেমন হাওয়ায়।
দুই স্বাতন্ত্র্য সাযুজ্যে পায় প্রত্যহে চিরউজ্জীবন,
পিতৃপুরুষ নবরূপে পায় চিরবিস্মিত আকর্ষণ,
শ্বাসে প্রশ্বাসে মন্দাক্রান্তা ঘনিষ্ঠতায় নিয়ত গায়ল সর্বক্ষণ।

তাই সে তোমার পাশ দিয়ে যদি স্বকাজে চলে
তুমি টের পাবে স্বরূপটি তার,
বৈশাখীর বা শ্রাবণের মেঘরৌদ্রের মিলে ভাস্বর
দুই চক্ষুর মেদুর দেখায় অপরূপ
প্রতিটি অঙ্গে দীর্ঘ যেন বা অমর প্রেমের সর্বাঙ্গীণ স্বাক্ষর॥

বিশ্বেরই দুর্দিন

দাও হাত ভ'রে রক্তোৎপলরাশ।
মানসযাত্রা গন্তব্যের দিকদিগন্তে মেশে
যেখানে তুষারবন্যায় জ্বলে ক্লান্তির খরা হাসি।
কাল বা পরশু ছড়াব বিশ্বে আপনপরের দেশে—
সহস্রদল তখনও হবে না বাসি।

পিতৃগণ কি পাঠাল রৌদ্রে উন্মাদ অনুচর?
পুবে-ঝড় রাগে উপড়িয়ে ফেলে, গর্তাচ্ছিন্ন করে!
পশ্চিমা লু-তে কোথায় তৃপ্তি? সারাদেশে ঘরে ঘরে
সে কোন্ মুক্তিস্থানের লগ্নে মিলাবে আপন-পর?

দীর্ঘ আয়ত ইতিহাস দেখা অতীতে ও আগামীতে।
অথচ বর্তমানের শূন্যে কি করে টানবে ছেদ?
মোহনার মহামুক্তিতে কেন কাদা, বালি, ভেদাভেদ?
কত কান্নায় বহাবে জোয়ার ঊর্মিল সংগীতে?

জ্ঞানে আর কাজে, স্বপ্নে এবং বাস্তবে
তত্ত্বে তথ্যে কুস্তি চিরটাকাল কি অন্তহীন?
আকণ্ঠ গান স্তম্ভিত কেন? সংগীত-উৎসবে
মৃদঙ্গে তাল কেন বা বেতাল, তম্বুরা ছেঁড়া-তার?

বিশ্বেরই দুর্দিন॥

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে

গোধূলি বিবর্ণ হল। অন্ধকার একটি প্রতীক্ষা,
নিদ্রায় ও বিনিদ্র প্রয়াসে, প্রহরে প্রহরে
অনাগত, সম্পূর্ণ দিনের।

অতএব চোখ খুলে ধূসর নেতিতে বিশ্ববীক্ষা
চর্চা করা। ধৈর্যভরে, যাতে উত্তীর্ণ বিবাদে
বর্ণাঢ্য আনন্দ শুনি, অর্ধমৃত বিধ্বস্ত শহরে
দায় শুধি গ্লানির আকাশে গ্রামগ্রামান্তরে মানবঋণের,
দৈনন্দিন আনন্দেই, কিংবা তারই নামান্তরে, ঐতিহাসিক বিষাদে,
ট্রাজিক উল্লাসে তীব্র, আবিশ্ব উদাসী ভারতীয় সংগীতের মতো॥

চার দশকের পুরোনো ছবি

তখনও কি বারান্দায়
রোদ্দুরের আলপনা? নাকি শুভ্র ছায়ায় অধ্যাস?
হালকা কুরশিতে তাঁর অক্লান্ত আসন,
লিখে যান অপরিসর টেবিলে,
খোয়াই-এর প্রখর হাওয়ায়—

কি লেখেন? উপন্যাস?
অন্য এক গোরার বিকাশ? কিংবা কোনও দামিনীর আরেক বিন্যাস?
কোনও অন্যায় বা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার বিষয়ে
প্রতিবাদী ব্যাখ্যার প্রবন্ধ? বা ভাষণ?
নাকি কোনও দীর্ঘায়ু কবিতা? ছন্দে মিলে
নিরবিচ্ছিন্ন বুননে মনে মনে কালের রাখাল বাঁশিরির লয়ে লয়ে?

দাঁড়ান। 'খোদাই মূর্তি'। কলমের সে প্রচণ্ড গতি অবসান।
পদক্ষেপ কয়বার, অন্য মনে, দুই কোণে মিত বারান্দায়।

দূরদেশী চোখের তন্ময়-অন্বেষায়
মনে হয় অবচেতনের মুখে ফুটে আসে সুর, কথা।
গান আসে, গান ওঠে, শব্দ সুর
নামে পড়ন্ত হাওয়ায়।

তারপরে আবার হঠাৎ টেবিলে বিজয়ী হাত
রাখেন, এবং ঐ কলমের দক্ষিণে হাওয়ায় সর্বত্র, সর্বথা,
ওড়ে কথা, ওড়ে সুর।
অন্ধ করেই না বন্ধ তার পাখা।
বারান্দায় সূর্যগুলি নেমে বসে নতজানু,
ছায়াগুলি করে প্রণিপাত,
ভূলুণ্ঠিত নিথর হাওয়ায়।

ছবি দেখা ক্ষান্তি পায়।
গাছের ছায়ায় স্থাণু
যুবকটি—বা বালকই—নিবিড় চৈতন্য ধরে ফিরে যায়
আসন্ন সন্ধ্যায়,

টাটাহৌসে চাখানায়, নাকি রিক্ত বোলপুর স্টেশনের নিঃসঙ্গ চত্বরে॥

পিতার মতো মাতার মতো

দুঃখ যখন অসীম পাথার তখন এ কী গানে
জীবন দেখি নরক হয় পার।
মরণ ছায়া নিত্য ফেলে আগুন জ্বালে বানে,
দুহাতে ঢালে বিপুল হাহাকার।
তখন এ কী গানের ভাষা: শুভম্ শুভমস্তু!
দিনযাপনেই যখন আশা পাপক্ষয়ের ঝড়ে
কাঁপন হানে হৃদয়ে-হাড়ে, বিশ্বব্যাপী বস্তু
যেনবা প্রায় নেতির ঘায়ে নিগড় গ'ড়ে ভেঙেই পড়ে।
অনেক হিরোশিমায় যেন অনেক হাইফঙে
যীশুর শ্বেত নদীও কেন রাঙা?
হিমের রাতে হাওয়ায় ঝড় কখন থামে সে কোন সমে,
বৃষ্টি নামে মাতাল ঘুম-ভাঙা।
হৃদয়ে হাড়ে আরেক কাঁপা দুস্থ ঘুম-ভোরে
আকাশ জাগে স্বচ্ছ তার কিসের শুচি-হিমে,

হিমানী নীলকণ্ঠ বাহু-ডোরে!
ত্বম্ অহম্ মুখর হয় শুভমস্তু শুভমস্তু সদ্য-নিঃসীমে।
বিপুল বস্তুবিশ্ব জাগে, চেতনা লাগে গানে।
ত্বমসি, বলে, ত্বমসি, বলে, ত্বম্ অহম্ ছড়ায় ভালোবেসে
রিক্ত হিম সত্তাময় স্বচ্ছ নীল হিমে,
শীতের ঘোর রাতের ভোরে হাহাকারের বিরাট দেশে
পিতার মতো মাতার মতো সন্তানে-সন্তানে॥

পদ্মায় গঙ্গায় রুদ্র সাধনার

প্রকৃতি-প্রসঙ্গে তাই সত্য বটে,—যথা, প্রচণ্ড খরায়
মানুষ, আকাশে মুখ, প্রাণপণে চায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা
বজ্রের অমৃত স্পর্শ, যেন মৃত্যু ক্ষান্তি মানে জন্মান্তরে স্বপ্নের সহায়।
আমাদেরই মর্ত্য মাটি বেঁচে ওঠে স্নাত অমরায়,
আসন্ন জননী যেন, স্রোতে স্রোতে রূপান্তরে পূর্ণ হয় সোঁতা।

তাই, একদা ভেবেছি যাঁকে অলৌকিক আকৃতির অচিন্ত্য প্রতীক,
অনেকে গেয়েছি একবাক্যে সুরে: হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে
—আজ দেখি যে প্রতিভা অপার্থিব ক্রন্দসী-নন্দিত আনন্দ ভৈরবী
—সেই হানে
ক্ষণে ক্ষণে, পদ্মায় গঙ্গায় রুদ্র সাধনার মেঘরৌদ্র হাঁকে ধিক্ ধিক।
দিগ্বিদিক উন্মুখর সভ্যতার—যা বাংলারই সংকটের পরিত্রাণে
—ক্লান্তিহীন শ্রমোত্তীর্ণ গানে॥

কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু পলায়ন

কেন ভাবো স্বপ্ন শুধু বাবু পলায়ন?
স্বপ্ন-কে কেন এ ভ্রান্ত ভয়?
স্বপ্নেই দেহের শান্তি, প্রাণের আরাম, মনের পূর্ণতা।
চাও, চাও আরো স্বপ্ন, থরোথরো অন্ধকার,
কিবা ঘুম কিবা জাগা, সদা স্বপ্নময়।
বর্তমান অন্ধকারে রাঙাও শূন্যতা চন্দ্রিম আভায়,
চাও বীজকম্প্র ভবিষ্যতে, বাস্তবতা, স্বপ্নে যা তন্ময়।
ভয় কেন? স্বপ্নই মুক্তির জাগা, নবজন্ম, প্রত্যহের
জ্যোৎস্নাস্নাত রূপান্তর।

দেখ, শ্রাবণ-আকাশ ভরে অন্ধকার, মেঘের বিদ্যুৎ,
ক্ষণে ক্ষণে নক্ষত্র-বিস্ময়।
বুঝি তাই শ্রাবণের গানে গানে বাংলার আকাশ
বহুকাল ধরে সুরধুনী
ক্ষণে ক্ষণে ছড়ায় শীকর নির্বিশেষে সকলের
কৈলাস শরীর-মনে।

অবশ্য এদেশে বা বিদেশে শ্রাবণের চাঁদ কিংবা জ্যোৎস্না
সবই অলৌকিক, কমপক্ষে অবান্তর, ঠিক।
কিন্তু সেই হেতু কেন স্বপ্নও স্বাধীন মাথা ঠুকে মরে,
দুঃস্বপ্নে পালিয়ে যায়?
শ্রাবণের স্বপ্ন সর্বদাই সবখানে,—
এমনকি পোড়া দেশে, বাংলায়,
এমনকি আমাদের কলকাতার করপোরেশনেও॥

আদ্যন্ত বুননে আছ

আমার স্মৃতির হর্ম্যে শতবর্ণ নক্সী কারুকার্যে
তোমার যে ঐশ্বর্য তা ক্লান্তির বিভ্রান্তি-হেতু
মুছে দেবে তুমি? অসম্ভব। মৃত্যুঞ্জয় বেঁচে আছি আজ যে,
সে-বাঁচা তোমারই শত নক্সা বোনা মীনকেতু
আমার সংবিৎ ছেয়ে ইন্দ্রধনু সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে।

তাকে তুমি ভেবেছ কি করো প্রতিক্রিয়ায় নস্যাৎ?
করো যদি, জেনো সখী অচিরেই তুমি অকস্মাৎ
দেখবে আমারই কাঁথা আদ্যন্ত বুননে আছে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে॥

মনে হয় প্রত্যেকে লেনিন

তোমাদেরও মনে হয়, মনে হয় তোমরাও প্রত্যেকে লেনিন?
লাজুক সুকান্ত ওই কথাটাই বলেছিল কৈশোর সংরাগে বহুদিন আগে—
সহজ কিশোর বিনম্র কবি বাংলায় তার কথা শতবর্ষে জাগে।

কারণ লেনিন নন দেবতা বা পুরাণ-নায়ক, তিনি একালের বীর,
স্থির ধীর, ভাবুক, আত্মস্থ, নেতা, মানবিক; নিজেকে জাহির
কখনোই করেননি; এমনকি কোন্ এক সভাঘরে স্বয়ং লেনিন
লেনিনিস্ট অত্যুক্তিতে শোনা যায় উঠে যান সংকোচে বিরাগে।

তাই আজ মনে হয় যদি সারাদেশ ভাবে, ভাবে প্রতিদিন
সাধারণ মানুষেরা, সকলেই, নিত্য ভাবে দীন হই নই কভু হীন,
তাহলে হয়তো হবে প্রতি মাস অক্টোবর, প্রতিদিন প্রত্যেকে লেনিন।

শুনেছি যে লেনিনেরও সাধ ছিল একদিন সকলেই হ'য়ে যাবে
শতায়ু লেনিন॥

আবার প্রাকৃত নিয়মে

তুষারমৌলি ভাবনা তোমার স্বচ্ছ ঝর্না
নামবে যখন চৈত্রের শেষে তাপের গানে,
তখন কি মনে পড়বে আবার আসছে বছর
হিম হয়ে যাবে, এখন বদ্বীপে দিচ্ছ ধর্ণা!

তোমাকে দেখলে বুঝি মানুষের মনকে টানে
কেনই বা হিম জমাট শুভ্র দূর অগোচর:
আবার সে ঘামে, আশ্লেষে মাতে, বাংলার চর
ভরাটি ভাষায় গলিত আবেগে হিমের বানে।

থেকে থেকে দেখি হৃদয় তোমার মৌনব্রত,
আবার হঠাৎ চঞ্চল হও, স্বচ্ছ ঝর্না।
সেকি তুমি মানবিক, তাই হিমে আত্মরত?
আবার প্রাকৃত নিয়মে নামাও উষ্ণ বন্যা?

চেরাপুঞ্জি সাহারা

(শ্রীমান দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে)

কোথা চেরাপুঞ্জি কোথা সুদূর সাহারা!

দেশজ লাবণ্যে পুষ্ট, মৃত্তিকা-মেদুর
কান্তি তার। সেও বুঝি মেনে নেবে হার
কোম্পানির পত্তনীতে নিওন-লীলায়?

নীরক্ত কি? বোঝা শক্ত, দেখি যতদূর,
মেনেছে, যেমন মানে উড়ন্ত হাওয়ার
আবেগে কবন্ধ ছাদে উদ্ভিজ্জ লীলায়
দুর্মর পিপুলচারা ভাঙে পলেস্তারা।

তেমনি এ সুভদ্রা কন্যা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বে
জয়বিন্দু এঁকে দেবে ঘনশ্যাম মুখে
আসমুদ্র পৃথিবীর বাষ্পে বাষ্পে সুখে
মেঘের ডম্বরে নম্র তেজে স্থির চিত্তে।

সপ্তরথী ভাঙে, বেঁচে ওঠে সর্বহারা,
খরা ভরে বাষ্প স্নিগ্ধ ডাঙায় টিলায়॥

কার মনে কোন্ বনে

জাগ্রত মননে, স্বপ্নে
অসম্ভব মানি—
জানি অবশ্যই অরণ্যেরও শেষ আছে।
হৃদয়েরও, জীবনেরও। কিন্তু কবে ও কোথায়
ঠিক বোঝা দায়, তাই নয় তোমরাই বলো?

খর ঝোপে ঝাড়ে রক্তে পাথরে কাঁকরে শতবিধ গাছে,
থেকে থেকে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এক হিংস্র ডাকে
উত্তাল পায়ের টলোমলো ভিন্ন ভিন্ন নানা ছন্দে হানা
দীর্ঘ দিনে-রাতে ইতিহাসে, ক্ষণে ক্ষণে।

অথচ, এখানে সর্বদা কি ছিল এই মহাবন?
ছিল ভাবো, বন্যতার আসন্ন আবাদ?
জানি না কি লাভ জোটে, কারা সেই অন্ত্য মহাজন।
আদি চাষী কিংবা পাশে প্রতিবেশী পায় কিছু ভোজ্যপেয় স্বাদ?
কিছু স্বস্তি, কিছু জিজীবিষা পায়
এই বন্যে ও মানবে দ্বন্দ্বে?

হতবুদ্ধি? একা একা চলো, চলি চলো,
বহু লোক। দেখি মানবিক বাক্‌রুদ্ধ মহাবন।
এই বানপ্রস্থ শেষ হবে কবে কোথা,
কার আদি, কোন্ অন্তে
কার মনে কোন্ বনে?

নিসর্গের মাতৃমুখী আশা

সুখের সহজ মুখ বৃথা খোঁজা পথে কিংবা ঘরে।
এখন দুর্লভ সেই আত্মপরে স্বয়ম্বশ মুখ,
অন্তত অনেক চোখে অতৃপ্তির অস্থির অসুখ
ঘরে-বাইরের নীল আকাশকে সংকুচিত করে।
অথচ নিশ্চয় মাঝে মাঝে স্মিত ভোরাই প্রহরে
জীবন্ত আলোর সদ্য রক্তিমায় সকলেরই মন,
হোক্ ভিন্ন, সত্যে স্বপ্নে এক করে চৈতন্যজীবন,
পাহাড়ে জঙ্গলে গ্রামে গ্রামান্তের বিপন্ন শহরে।

সুখের সাধক মুখ অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা
এখানে ওখানে বলে, ভাবেও বা বিভিন্ন বিন্যাসে।
তবু শোনো একই স্বর সাহানায়, আহীর ভৈরবে;
দেখ সেজানের শত ভিক্তোয়ার চূড়াধৃত ব্যাসে
আকাশ-আঁধারে মহামহীরুহে বর্ণালি-উৎসবে
জর্জ্যোনের স্তরে স্তরে নিসর্গের মাতৃমুখী আশা॥

ভিন্নতায়

ভাগ্যে সখী তুমি ও আমি ভিন্ন,
তাই তো প্রেম দিলে অমর স্পর্শ।
ভিন্নতায় পেয়েছি দেখ চিহ্ন
একতা-সাধা স্বাধীন ক্লেশ-হর্ষ।

ভাগ্যে সখী আমরা মানি ভেদ,
মিলের সেতু ক্যাণ্টিলেভর দ্বৈতে।
তাই ঈর্ষা, হানাহানি বা খেদ
অবান্তর, তর্ক ক'রে সইতে

যেমন পারি আবাল্য বন্ধুকে,
যতই করে তর্ক বিনা-চুক্তিই।
তাই যা হয় বলুক নিন্দুকে,
দুঃসময়ে গড়ি স্বাধীন মুক্তি॥

রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে

তুঙ্গ হিম হ্রদেই তো চিরকাল নদীর শৈশব।
পূর্ণ রূপ পায় শ্যাম অন্ত্যজের বদ্বীপে গঙ্গায়,
পাণ্ডবে না কৌরবে না, সূর্যবংশে যাদের গৌরব।

মানসহ্রদের নীল আমাদের রক্তাক্ত সংজ্ঞায়—
দুর্গতির অন্ত নেই, তবু নীল অনন্ত সাগর,
তবু ভাগীরথী বয় বীর পায়ে জানুতে জঙ্ঘায়,

ক্লান্তিহীন শঙ্খরবে দিনরাত্রি সমানে জাগর
কপিলগুহায় যাত্রী সহস্র সহস্র মুখ খুঁজে,
সুন্দরীবনের বাঘ ভাসে, ডোবে কুমীর হাঙর।

আজও চাই সকলেই, কেউ জেনে কেউ বা না বুঝে,
নামাই মানসগঙ্গা রবিকরোজ্জ্বল নিজ দেশে,
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে সমতলে তোরণে গম্বুজে

চাই অম্বুজা দীঘিতে মুক্ত রবিরশ্মি যেন মেশে,
জনপদে, জীবনে ও জীবিকায় চাই সে বৈভব
যা শুধু সম্ভব যদি মৃত্যু আসে স্বয়ম্বরে হেসে,

যদি আশি বছরের সমে থাকে বৈশাখী শৈশব॥

মল্লারভেজা সবিতা

কবিতা ফেরার, এদেশে ওদেশে কোথায়
এদিকে ওদিকে ভাঙাচোরা গ্রামশহের,
তবু জাগ্রত দিনরাত ঘরে-বাহিরে
মাঠে জঙ্গলে মেঘনায় মৃদু সোঁতায়।

কবিতা কি শুধু ছাপার হরফে মেলে?
কবিতার আদিরূপ কবিতার বাহিরে—
জীবনই কবিতা, রুদ্র সে অবহেলে
মৃত্যুকে মারে জঙ্গল গ্রাম শহরে।

এই কবিতাই আসবে হয়তো হরফে
লেখায় ছাপায় জীবনের মুখে কবিতা,
সেইদিন পাব মিশ্র আগুনে বরফে
নতুন দিনের মল্লারভেজা সবিতা॥

বাংলাই আমাদের

আমরা বাংলার লোক,
বাংলাই আমাদের, এদের ওদের সবার জীবন।
আমাদের রক্তে ছন্দ এই নদী ঘাট মাঠ
এই আমজাম বন,
এই স্বচ্ছ রৌদ্রেজলে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভাষার
হাস্যস্নাত অশ্রুদীপ্ত পেশল বিস্তার।
চোখে কানে ঘ্রাণে প্রাণে দেহেমনে কথায় স্নায়ুতে
গঙ্গার পদ্মার হাসি একাকার, সমগ্র সত্তার
অজেয় আয়ুতে নিত্য মৃত্যুত্তীর্ণ দুঃখে হর্ষে
ছন্দে বর্ণে বেঁধে দেবে কোমল কঠিন স্পর্শে।

যতই বর্বর হও শক্তিলোভে কূটবুদ্ধি
আজ শতাধিক রাবীন্দ্রিক পুণ্য বর্ষে
তুমি পাবে কোথায় নিস্তার?

অথচ

জরাই জীয়ায় চিত্তে বসন্ত বাহার,
অথচ শরীরে জরা, নিত্য নানা ব্যাধি।
অথচ বাসিন্দা মন শরীর সাগরে,
অমাবস্যা জোয়ারে বা পূর্ণ কোজাগরে।

হৃদয় পাণ্ডালী আর শরীর আহার—
নাকি শরীরেই সত্য, চৈতন্যেই আধি?

অথচ মায়ার অন্ত নেই দিনেরাতে
ভয়রোঁর আলোয় কিংবা সাহানা সন্ধ্যাতে।

এ দ্বন্দ্বে কি ক্ষান্তি নেই? ভাগ্যে নেই আজো
রাবীন্দ্রিক গানে বাজো, রে বাঁশরী বাজো—
তাই শুনি বর্ষে বর্ষে নিত্য কোজাগরে
কিংবা মাঘীপূর্ণিমায় চৈতন্য সাগরে॥

ইতিহাস-স্থা শ্রেয়সী

ইতিহাস অতীতেই স্পষ্ট, সহজীব্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য।
বিষাদের বর্তমানে ইতিহাস কোথা?
বর্তমান অবান্তর, চেনাশোনা ছদ্মে গুপ্ত, মিশ্র, বাহ্য।
বিশ্বে বা বাংলায়, বলো, কোথায় অন্যথা?

তাই তার চিরসত্য অগ্নিশুদ্ধ প্রেমে উজ্জীবন
খুঁজেছি, অর্জেছি চেতনায়।
ডালহুসি বা আশেপাশে জীবিকার অগ্নিকে বীজন,
প্রেমের অক্ষয় আভা তীক্ষ্ম বেদনায়

ক্ষণে ক্ষণে ধুম্রায়িত হয়। সে কি ক্ষণিকের ভুল?
যেহেতু সুদূর সে প্রেয়সী
পাশাপাশি নৈকট্যেও মিশ্রে অগোচর, দূর ছবিছেঁড়া ফুল।
আজ কোথায় সে, ইতিহাস-স্থা শ্রেয়সী?

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ

অবশ্য লোকটি ভীরু, ঝঞ্ঝাট হ্যাঙ্গাম চিরকাল এড়ানো স্বভাব,
বীরত্ব মহত্ত্ব সবই জীবনের দুই পাশে কেটে ফেলে যায়।
নির্ঝঞ্ঝাট কল্পনায় ভয় নেই, বাস্তবের অভিজ্ঞ প্রভাব
প্রত্যহ সে দূরে রাখে কর্মের সকালে আর দুপুরে, সন্ধ্যায়,—
রাত্রেই সে মুক্তমনা, অন্ধকার সব ডাকে দেয় সে জবাব।

অথচ লোকটা কিছু দুষ্ট নয়, শুধু নিরাপত্তা রক্তে মর্মে,
সাহস সে মনে মানে, মনে-প্রাণে জানে বরাভয়।
বুদ্ধি তথা কল্পনায়, মুখ এঁটে হাত-পা সে টেনেছে স্বধর্মে-
স্থূল দীর্ঘজীবনের দোরগোড়ায় ধৃতরাষ্ট্র, শোনো হে সঞ্জয়,
স্বধর্ম বা পরধর্ম দুইই সত্য, মগ্ন যদি হও নিজ কর্মে।

কোথা শুনেছি হ্রেষা

ভোরেই আসত একদা সূর্যোদয়,
এবং রাত্রেও ছড়াত নীলিম ঘুম।
এখন সূর্য আসে কলঙ্ক ও ভয়,
আবার গোলমালে দিন নির্ঘুম।

এখন কার লাভ? স্বপ্ন বা কাদের?
সবার একই দশা! কেউ-বা ভোলে
কেউ-বা ভোলে না, দেশ নাচের খেলায়
নিজের আর পুত্রকন্যাদের।

হৃদয়ে তবু নয়, নিছক নেশা।
কলি যুগ নয় সত্য সোজা!
নিঃশব্দতায় দুই চক্ষু বোজা।
কোথাও নয়, কোথা শুনেছি হ্রেষা॥

১৮৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'কোথা শুনেছি হ্রেষা' কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

পতিব্রতা গান্ধারীকে জানাইনি একেবারে নই দৃষ্টিহারা,
যদিও হয়েছে ইচ্ছা ওষ্ঠাগত, চোখে মুখে বরাঙ্গের করি জয়গান,
অথচ চকিত চোখে নিভৃত শয্যায় দেখেছি সে পার্বত্য দু' নয়নের ধারা,
কোনোদিন অক্ষিতারা মেলে রেখে জানাইনি নারীকে সম্মান।

—ওরাই কি এক-ন্যূন শতপুত্র? নীলাকাশে ও কি লক্ষ তারা?

কাব্যচর্চা মাধুকরী, শিল্পই সন্ন্যাস

কবিতাই যদি করো পৃথিবীর মানদণ্ড, তবে হে কিশোর,
প্রত্যহ দক্ষজা অস্থি দেখো, তিন চোখে, থেকো নৃত্যেই বিভোর।

হ্যাঁ, শিল্পে বাজার মন্দা, কবিতাও বাঁচে শুধু কঠিন সংবিতে।
তবে যদি গল্প বাঁধো, টেনে টেনে লম্বা পাকে রাঁধো উপন্যাস,
হয়তো পসার পাবে; রোমাঞ্চের দিবাস্বপ্নে আসার অভ্যাস
যদি কিছু চর্চা করো, হয়তো পকেট ভরবে রাস্তার ফেরিতে।

কিঞ্চিৎ ঈশ্বর যদি ছাড়ো তাতে, কিছুটা বা ভারতীয়তার
কুহক দেখাতে পারো কুজ্ঝটিতে, বাটখারার যাবতীয় ভার
জুটবে তোমারই ভাগ্যে, সরকারী না হোক, দেখো সংবাদপত্রের
পদকে ভূষিত হবে, পুরস্কারও জুটে যাবে সাহিত্যসত্রের।

প্রবীণের কথা শোনো: কাব্যচর্চা মাধুকরী, শিল্পই সন্ন্যাস;
এ পণ্যে ব্যবসা নেই, এ পসরা চলে না হে কারবারে চুরিতে।
তার চেয়ে নাকি ভালো নির্বুদ্ধি বিকারে ভেজা ভাবালু অভ্যাস
তবে কেন দৃপ্ত নৃত্যে তাল দাও চৈতন্যের গম্ভীর ভেরিতে?

অষ্টপদী ঘৃণা

নিসর্গে কি মানবজীবন একমাত্র বার্ধক্যের স্বাভাবিক রোগে
নিজ সম্পূর্ণতা পায়, মৃত্যু ছাড়া, সর্বতোভাবেই? বলো হে সঞ্জয়।
ধরনধারণ দেখে আর শুনে, আর সর্বত্রই কমবেশি ভুক্তভোগে
মনে হয় শতকরা নব্বুই বা নিরানব্বুয়েরই সন্দেহ সংশয়।

অবশ্য আবিশ্ব আজ ইতরতা আর নির্বুদ্ধিতা চতুর প্রাবল্যে,
বস্তুত দৌর্বল্যে—শুধু মানুষের মন—দেহ না; সসাগরা
পৃথিবীকে বিষায় যে, সে তো ঐ
নির্বুদ্ধি কারণে আর হয়তো বা ধর্মীয় ভাষার ঢঙে বললে
বলতে হয়, অতিবুদ্ধি মুখ্য পাপে সকলেই প্রত্যক্ষে দায়ী
আর প্রায় সকলেই মুড়িমুড়কি খই॥

ঈশাবাস্য দিবানিশা

দৃশ্যটা পালটেছে এই আদিতে রৈবিক প্রকৃতিতে।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ হওয়া এ ঊষরে বড়ই দুরূহ,
সর্বত্রই চক্রান্তের দৃশ্যাদৃশ্যে শতলুব্ধ ব্যূহ
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধায় চৈতন্যের বাজারী সংগীতে।

নিসর্গের কিবা দোষ? দেশে আর অনেক বিদেশে
রবিরশ্মি ম্লান তাই।
জীবনের অজেয় গৌরবে
আনন্দ দুর্লভ সত্তা, প্রকৃতির স্বভাব-বৈভবে
অন্ধ কিংবা ক্রূর লোভ পরবশ গ্লানির আশ্লেষে।

অথচ ভূর্ভুবস্ব-ই আজও এক সত্য ইতিহাসে,
ভাষান্তরে আরণ্যকে। তবু কেন এই বিবমিষা?

সনাতন অশ্বত্থ বা শালপিয়াল বা আমজামঘাসে
হন্যে তাড়িয়াল দল ভাঙে ঈশাবাস্য দিবানিশা॥

সর্বদাই সর্বংসহা

তোমাকে কি দিই বলো?
প্রতিটি রাত্রিতে তুমিই আকাশ, ঘুম,
অবচেতনের মুক্তি, পাশে জেগে থাকা।

সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে,
দিনগুলি যেমন সূর্যের
—তোমাকে যা দিই—
তাও তোমারই তো, চেয়ে মেগে রাখা।

যেমনই বাজাই এক কালেরই বিজয়গান ত্রিকাল তূর্যের।

ভালোবাসি, সেই কথা তোমাকে বলেছি বহুবার
আকাশ যেমন বলে, আর
মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে,
আর, অন্ধকারে নিত্যকাল।

তুমিও শিউরে ওঠো, হাওয়ায় হাওয়ায়
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন,
সর্বদাই সূর্যে সর্বংসহা।

চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর

পুরাণ পড়েছে, তাই বালকটি স্বচ্ছ প্রশ্ন করে
দাদন্দা! এই কি প্রলয়?
হিমালয় ডুববে কি বঙ্গোপসাগরে?
হরগৌরী-ধোয়া জলে পাবো বলো কেমন আশ্রয়?

বলি: ছবি আঁকো দাদা, প্রলয়ের পতন-উত্থান
আকাশ-পাতালে জোড়া, পূর্বে ও পশ্চিমে
আগ্নেয়গিরির শোনো-খেদ ঐ গান,
উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া অগ্নিঢালা হিম।

বালকটি, তুলি মুখে, ক্ষণকাল ভাবে স্থিরধীর।

আর তারপরে আচম্বিতে ক্ষিপ্র টানে টানে—
পিকাসো স্তম্ভিত হন—শতায়ুর কাছাকাছি মোড়ে,—
বালকের দৃষ্টি স্থির, মনেপ্রাণে, যেন গোটা শরীরেই,
গের্নিকার পরে,
চিত্ররূপ ধরে এই মত্ত পৃথিবীর॥

সুজলা সুফলা

শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের স্বমুখে বর্ণনা

সুজলা সুফলা সেই মলয়শীতলা ধরণীভরণী
বন্দনীয় মাতৃভূমি ঋষি (ও হাকিম) বঙ্কিমচন্দ্রের
সেই গণ-স্তোত্রগান এখনও হয়তো আনন্দের

শীর্ষ-চূড়ে কোনো সভায় স্বয়ম্ রবিঠাকুরের
সুরে সর্বাঙ্গ শিহরে অচৈতন্য শব্দব্রহ্মে ধনী
সমকণ্ঠে ওঠে সহস্রের গান, পাশের দূরের
দেহেমনে সমভাব, মৈত্রী—রাখীবন্ধনে শপথে।

সে-গান প্রাণের রন্ধ্রে, মন জাগে ধ্রুবছন্দে, গানে
ভাবের সমুদ্র থেকে ভাষা ওঠে দোঁহে একাকার,
যেমন অন্তরে দেহ জাগে, দেহে স্বপ্নের প্রয়াণে
ভাষা ওঠে সফেন চঞ্চল নৃত্যে। পরমুহূর্তে আবার
কাশীমিত্রঘাটে দেখ, যিনি ভব্য সুশোভন সদা
অসামান্য দিব্যকান্তি কবি, আমাদের ভাগ্য গণি,
নগ্নবক্ষে সদ্যস্নাত!—সুখদা বরদা দেশে, পথে॥

জীবনে চাও প্রাণ

তোমার মাটি দুর্মর, তাই তোমার সত্তা
হার মানে না, বাঁচে ত্রিকাল ব্যেপে।
শত্রু বহু, মানবিক ও প্রাকৃতিক বা কিছু,—
আকাশে মাথা তোলার কাল, আর রেখো না নিচু।
প্রাণ বিকিয়ে ধান চেও না, দু-এক পালি মেপে।
নতুন ক'রে শপথ তোলো, নিজেই তুমি কর্তা।

জল মেলে না, মিললে জোটে অসাবধান বান।
আইন বড় দুচোখ-কানা, ছেনাল সর্বনেশে।
নরসমাজ বানর নয়, শুধুই একপেশে.
মানের দায় মাথায় রাখো, জীবনে চাও প্রাণ।
বিশ পুরুষে যা করেছ আত্মভোলা হেসে,
এবার তাকে শোধন করো, স্বাধীন করো মান॥

এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা

এই আমাদের ক্লান্তি কি পাবে ক্ষমা?
ক্ষমা কে করবে? তারাও ক্লান্ত নয় কি?
এমন কি যাকে জড়পিণ্ডই বলো,
মনে হয় সেই পাহাড় ঝর্না নদীও
ক্লান্তির দাহে ঝুরঝুরু বালিচড়া।
পূর্ণিমা চাঁদে ও কারা জমায় অমা?

এত নির্বোধ এতই কুটিল, যদিও
নিজেই হয়তো জানবে না গোটা আয়ুতে,
কোনোদিন চোখ করবে না ছলোছলো।
অমাবস্যা এ নির্জন ভার বয় কি?

একক রাত্রি একযোগে ভাঙাগড়া
করবে কি নবজীবনের শুচি বায়ুতে?

আর কি ত্রিকাল কাকেও দেবে না ক্ষমা?
এ অন্ধকারে কি দেখ সুরঙ্গমা?

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু

বলবে কাকে: ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু?
একালে সেই প্রভুকে দেখা শক্ত,
কারণ বুঝি শতেক প্রভুর কয়েক লাখ ভক্ত।
একালে বুঝি ক্লান্তিটাই অন্যায়? তা হতেই পারে, তবু

তোমার আমার কয়েকজনার মানস রাবীন্দ্রিক
ভাষাই খোঁজে, যদিও সেই মহাপুরুষ একক মাহাত্ম্যে
অতুলনীয়, যেন বা অতিমানব, নৈরাত্ম্যে
স্বাধীন তিনি। একালে বুঝি কেউই নেই সেই রকম কেন্দ্রিক!

অথচ জানি—কে না জানে—গোটা মানসে, তাই উচিত কাম্য,
বিশেষ ক'রে সাম্প্রতিক জীবনে ছন্নছাড়া—
গোটা দেশটা ছিন্নমস্তা, তোড়জোড়েরই তাড়া,
কবে শতেকে দশ মানুষ মানবে শ্রমে সাম্য॥

প্রাত্যাহিক মানবজীবন

তবুও লাবণ্যে বলো একী পূর্ণ প্রাণ!

সে যে বড় দায় নাকি মহাদায়িত্বই—
থেকে থেকে মহাশূন্যে রাত্রিদিনে মিলিত আভায়
আর রাত্রিব্যাপী লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রে বা চাঁদিনীতে
আর কখনও বা জমে যাওয়া সারারাত্রি কারফিউড্ মেঘে,

যেন বা আবিশ্ব এই প্রকৃতিই রবীন্দ্রসাধনা ?
নয় সাধারণ্যে দিনগত বাস্তবেই সত্য মনোভাব ?
মৃত্তিকার দ্বৈত উভচর আরাধনা ?
শূন্যভাঙা পূর্ণে শুধু শুনি ধ্রুব গান ?
তবু শূন্য শূন্য নয়—
ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন,
একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্ত গীতে এসো মিলি সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

দিনগত পাপক্ষয়—পাপ কার ? যতই নিষ্ঠুর হোক
প্রাত্যহিক মৃত্যু শতবেশে
যত গ্লানি যত লজ্জা দুঃখশোক
নানা ছলে ছড়াক না আপাতত হতাহত দেশে,
তবুও মানব না গ্লানি এই হোক দেশব্যাপী রোখ,
গোটা বিশ্বে প্রকৃতিস্থ হব ব্যর্থ কান্না ছিঁড়ে হেসে।

তাই শূন্য শূন্য নয়।
তাই ব্যথাময় বাষ্পে পূর্ণ রক্তাক্ত গগন।
একা একা এ অগ্নিতে বহুলোক দীপ্তগীতে
জ্বলি জ্বালি—যদি শূন্য পূর্ণ অংশুমালী হয়,
যদি তবে সৃষ্টি তূর্ণ কথা কয়
নন্দিত ষড়্ঋতু-সমাগমে—
স্বপ্নের যা প্রকৃতই প্রাত্যহিক মানবজীবন॥

আহা ! তখনই তো শিল্প মুক্ত

তাই বটে, অভ্যাসের প্রায় দাস। ধরেছ প্রায়শঃ ঠিক,
যেখানে সকলে দাস, অভ্যাসে বা অভ্যস্ত অভাবে।

মানুষে এখনও বুঝি স্বয়ং সত্তার স্বাধীন স্বভাবে
সম্পূর্ণতা সংগ্রহে অক্ষম। তাই চায় কাব্যও সটীক।

তাই তাকায় এ ওর মুখে। হেতু ? সম্বন্ধ-সম্পাত
আজও যে মানবমনে, জীবনেও বিচ্ছিন্নের রাশিফল !

অথচ মনন চায় বিদগ্ধ সভ্যতা নিষ্কম্প-নিবাত,
চায় এই অনিকেত অসম্পূর্ণ সমাজের এ শিকল
ছিন্ন হোক সত্তা চায় খণ্ডিত মনের গ্লানি, এ কলুষ
দীর্ণ, চূর্ণ ফেলে দিক অতলান্ত নীল ভঙ্গিল তরঙ্গে।

আর, বিশ্বের মানবলোক সংহত করবে তার পেলব-পরুষ
—স্বার্থে আর স্বার্থের উত্তীর্ণ অর্থে; সৌন্দর্যে ত্রিভঙ্গে
এক বিশ্বে মন হবে শৃঙ্খলবিচ্ছিন্ন অখণ্ড সংগীত।

আহা! তখনই তো শিল্প মুক্ত, শিল্পীগণ যোগীজনোচিত॥

কিরিয়েল্

লোহাজং টিলা ত্বরিতে উৎরে, লালমাটি মেখে পায়ে
পাহাড়তলির হাট থকে ফেরে, যাবে শালবনি গাঁয়ে।
লাল পাড় বুনে লাল হল তাঁত, ওকি খুশি দম্পতি?
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

পাহাড়তলির তুঙ্গ ত্রিচূড় বাবুডিতে তিন-মাথা,
পাশের গ্রামের সংসারে যেন ত্রিবিধ ঐক্যে গাঁথা।
জামরুয়া ফেরে কৃষাণ-কৃষাণী, ফসল-পাকানো গতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি।

এই নিসর্গ আমাদের বাঁধে সাধারণ্যের গানে,
তোমার ঘরোয়া সংহতি দাও সন্ধ্যার সম্মানে—
কেবা তাঁতী চাষী কেই বা মজুর একাকার সম্প্রতি,
তাদেরই সন্ধ্যা তাদেরই আকাশ রাঙায় অতনুরতি॥

শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ

একি শুধু অলস নন্দনতত্ত্ব? তা হতেও পারে বা।
অবশ্য এখানে বাঁচা—বাঁচার লড়াই
বর্ষার আরম্ভ থেকে শরতেও মৃত্তিকার সেবা।
হেমন্তেও জের তার, কোনোবার শ্রমের বড়াই
বাস্তবে সফল হয়, কোনোবার ন জানন্তি দেবাঃ।

অথচ নন্দিত হই তাও সত্য। পরোক্ষে উদাস,
প্রত্যক্ষের সাধ কম। যেমন মেয়েরা বালিকা-বালক
পিতামহ-মহী সেই মহীদাস বংশের ভূদাস,
সমর্থ চাষীর সঙ্গে সহযোগী,—অন্তত রোগা-রোগা ধেনুর পালক-
ইচ্ছাটা প্রবল বাপঠাকুর্দার মতো হবে লাঙল বা গো-যান-চালক।

অবশ্য এরাও—ঠিক আমরাই যেমন,
সহজের শহরের লোভে আনচান—
যে-লোভ এ স্নিগ্ধ হাওয়া ও মেঘে রৌদ্রে বেশ স্বচ্ছ।
কেউ বা সিন্দুকে ঢুকি, কেউ করি প্রচ্ছন্নে চালান
অথচ স্বভাবটাই লুব্ধ, তবে অভ্যাসে গয়ং-গচ্ছ।

তবু এই আষাঢ়ের দৃশ্যে শ্রাব্যে ভরে ওঠে
শ্রাবণের দৃষ্টি ঘ্রাণ প্রাণ॥

মানুষের দেশ! স্বয়ং প্রকৃতি

মনের কোঠায় সর্বদা পূর্বে-পশ্চিমে
উদয়ে অস্তে দিগন্ত-লাল আকাশ।
দশদিক দেখে দুই চোখ ভরে অসীমে,
মর্ত্যের সীমা চোখের মণিতে, যেমন ন্যায্য প্রত্যাশ।

আজন্ম-চেনা বটে কলকাতা প্রায়শঃ যে শতরঙ্গ,
বিস্তৃত দেশে তাই (বা তবুও) তৃপ্তি।
যতই না আশাভঙ্গ করুক, তবুও এ রণেভঙ্গ
কেবা দেবে? কোথা পাব এ নীলের দীপ্তি?

ক'মে গেছে বটে শাল পিয়ালের অরণ্য—
বড়-বিদ্যায় বিশারদদেরই দায়িত্ব,
চাষ-বাস কেনা-বেচা সবেতেই জঘন্য।
তবু ভারতের রোগা মাটি দৃঢ়, হারায়নি তার স্থায়িত্ব।

অবু সজ্জনে দেখে পশ্চিম-পূব এক লালে অনন্য।
মানুষের দেশ! প্রাচীন কীর্তি! স্বয়ং প্রকৃতি সৌন্দর্যেও ধন্য॥

ছন্দে পঁচাত্তর

দ্বান্দ্বিকের জয় পরাজয়
বৃদ্ধ হাড়ে উত্তরণহীন?

আশা কোথা লুকোয় প্রত্যহ?
মুক্তিযুদ্ধ কেন হয় ব্যর্থ?
নানা স্থানে গুপ্তি অহরহ—
সত্য কেন থেকে থেকে দ্ব্যর্থ!

ভলগায় যে কয় কোটি প্রাণ
আত্মদানে জ্বালাল আহুতি,
সেই অগ্নি দধীচির দান,
মানুষেই স্বয়ং সম্ভূতি!

এই স্তরে সয় না যে আর!
দ্বন্দ্ব হোক ছন্দে পঁচাত্তর।
ধুয়ে দাও ব্যর্থতা এবার—
প্রশ্ন হোক বর্ত

তবুও আছে

তখনও চাঁদ ডোবেনি তনু আকাশে,
ওদিকে ওঠে লাজুক লাল দ্যুতি।
কলুষময় যতই হয়,—হোক না সমকাল,—
যত হাঁপাও কলকাতার নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
স্মৃতির পুথি জমায় তত ত্বরিতগতি শ্রুতি!
জীবনটাই আমাদের যে ঊর্ণনাভ জাল!

চেষ্টা নেই? তা নয় ঠিক। নানান মত-প্রয়াসে
নানা মুনির শুভইচ্ছা সুসংকল্প ইত্যাদি
সদাই আছে,—অন্তত তাই এদিক-ওদিক শুনি।

অবশ্যই আছেন বাদী এবং প্রতিবাদী,—
(কিংবা অনাবাদীই!) তাই এখনও দিন গুণি,
এখনও তাই তাকাই ঐ দূরান্তরাকাশে।

মানুষই নাকি সবার চেয়ে সহায়হীন হাসে?
যতই হাঁকো: তৈয়ার হো কোমরবন্ধ বাঁধো,
যতই হানো নিষ্ঠীবন, যতই বকো কাঁদো—
পরিণতি কি মিথ্যা রয়? জনতা জিজ্ঞাসে।

তবুও আছে অনেক শ্রুতি বিভূতি যার ভালে।
এবং আছে মানবস্মৃতি মৃদং-করতালে॥

কোথা শুনেছি হ্রেষা

ভোরাই আসত একদা সূর্যোদয়ে,
এবং রাত্রিও ছড়াত নীলিম ঘুম।
এখন সূর্য আসে ক্লান্তি ও ভয়ে,
আঁধারে গোলমালে দিন নিঝুম।

অথচ কার লাভ? ক্ষয় বা কাদের?
সবার একই দশা! কেউ বা বোঝে
কেউ বা বোঝে না ,পেশা লাভের খোঁজে
নিজের আর পুত্রকন্যাদের!

হয়তো তাও নয়, নিছক নেশা।
কলিক যুগে নয় মস্তি সোজা!
ত্রিকালগুণে দুই চক্ষু বোজা।
বোঝাই দায়, কোথা শুনেছি হ্রেষা॥

বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকুট

একাই লাজুক শিল্পী সেজান্ এঁকেছেন শতাধিক
যেন বা শৈব কেলাসিত প্রিয় পাহাড়—
কৌণিকে নীলে নানান্ রূপের পাহাড়কে বারবার—
সন্ত ভিক্তোয়ার্!
(কিছুতে সে-মন তৃপ্তি পায়নি সে-কথাও বটে ঠিক।)

আগাইয়া তাই ভাবে: পল্ কিবা দেখতেন?
আর আঁকতেন কার রূপ শতবার?

পূর্ব ভারতে শ্রাবণ আকাশে স্নাত শত শত শিলা
এই ত্রিকুটের প্রাচীন পাথরে নানান্ খোদাই চূড়ায়
আর গহ্বরে আর বিস্তারে ব্যাপ্তিতে
কোন্ না মাইল দশেক ঘিরেই ঘুরেও—
এই কাছ থেকে, এই আরো দূরে
আলোয়-ছায়ায় কঠিন পাথরে আকাশে জমাট জ্যোতিতে।

দৈব নীরদে যেন পুরুষের গড়া-আঁকা ঘুরে ঘুরে!

তাই কি সেকেলে রামের সেবক
মহাবীর সেই স্বেচ্ছা-শিল্পী পবনের নন্দন
ক্ষণকাল এই নানান্ রঙের আলোয়-ছায়ায়
মুগ্ধ পাহাড়ে করেছিল অবতরণ,
তাৎক্ষণিকের দীর্ঘজীবী কী মায়ায়
সদ্যস্নাত কঠিন রঙিন শত কৌণিক কায়ায়?

সাময়িকী

তবুও তো তুমি এলে, হে পূর্ণ আকাশ!
তুমি এলে এই ঘন-ঘোর-ঘটা বরষায়
সাহারায় ভেজা শ্রাবণে।
ভাবি এ ভাগ্যের গুণে ধৈর্যে ও আশায়
চাতককে ডেকে যাও অশ্রুময় ভরসায়।

জাগাও এবার তুমি, ছড়াও হে নীলকৃষ্ণ কান্তি,
শান্ত হোক দিগবিদিক মত্ত হে আকাশ!
আর মাটি স্নিগ্ধ হোক,
রুক্ষ বধূগণ সব পরিণতি পাক, সেই শুষ্ক ক্লান্তি
খুলুক নির্মোক!

আমরা যে পার্থিব, পোষ্য আমাদেরই পৃথিবীর
গ্রহশান্তি আমাদেরও চাই।
আমরা কেউ নয় পৃথার পোষণে বীর।

হে আকাশ! জল ঢালো স্থিতধী মাটিকে,
নিয়ন্ত্রিত দেশে দেশে দশ দিকে বাঁচুক সবাই॥

কোথায় তার সারথি

শুধু সেকালেই স্বর্ণ যুগ? পিতৃপুরুষেরাও
সর্বদা কি পরিতৃপ্তি পেতেন সেইকালে?
স্মৃতির কোলে গড়াগড়ি বিকাল থেকে সকালে
দিতেন বুঝি, তারপরেই সাঁঝ আঁধারে ঘেরাও?

তারপরেও কি শান্তি পেতেন ত্রিকালে?

একালে নাকি বহুত সোনা? তাই কি মাতে বদলে?
জটিল বটে, কুটিলও বটে জন্মদাতা পুরুষ,
নারীও বটে। ব্যক্তি ছার, সমাজই নেই আদলে।

বোঝাই দায় কেবা মানুষ, কেই বা কাপুরুষ?
সবাই পোড়ে রৌদ্রদাহে কিংবা বাদলে।

মানবো বটে—এ কাল বড় জটিল আর দুষ্ট!
প্রায়ই করে বুদ্ধিলোপ অর্থ আর স্বার্থ,
যতই পাক্ খেতাব আর সাংবাদিক কেতাবে—
চতুরালির কুরুক্ষেত্রে কোথায় বলো পার্থ?

কোথায় তার সারথী? কোথা চক্র তার রুষ্ট?

তাও কি হয়

রাতের ভোর নেই, তাও কি হয়?
রাহুর গ্রাস কবে আমরণ?
অথচ তাই শুনি জীবনময়,
অসহ তাই দেখি প্রতিটি দিন।
মরণ যদি সাজে অন্তহীন,
নানান্ ভোলে নানা আভরণ
নিলাজ পরে রোজ বিশ্বময়,

তাহলে, আর কবে, কবি, তোমার
বিভাসে ভ'রে দেবে পূরবীকে,
গাইবে রাঙা আলো পাহাড়পার
সাগরে রঙ হেনে শত দিকে
ঘুম ও জাগা এঁকে প্রতিটি দিন?

বাংলা শ্রাবণের শূন্য তন্ময়
উদয়-অস্তের একই যে-কবিকে

একই সে-জিজ্ঞাসা বারংবার,
প্রভাতে সন্ধ্যায় বিশ্বময়
একই সে-জিজ্ঞাসা—বা হাহাকার॥

যেমন সংগীত পায়

তাদের চুম্বনে তারা স্পষ্টতই খোঁজে চিরন্তন।
পায়ও, যেমন সংগীত পায়, অবশ্য প্রহর তরে।
আপাত-পূর্ণের ঢেউয়ে আশ্লেষের বেলাভূমি ভরে,
সে তীব্র পূর্ণতা যদি ক্ষান্তি মানে, শান্ত হয় অনন্ত চুম্বন।

দ্বৈতের বা দ্বান্দ্বিকের সমন্বয়ে আর ক্রমান্বয়ে
বুঝি এই কম্বুগ্রীবা প্রেমেরও প্রগতি!
ভিক্ষায় সন্নত কে বা? কে বা পাবে সাষ্টাঙ্গ সংগতি
ক্ষয়িষ্ণু দৈনিকপত্রে চিরায়ুষ্মতীর অব্যয়ে।

অনিত্যের ত্রিসীমায় আনন্দের ব্যাপ্ত আলিঙ্গন,
তখনই মানবসত্তা জীবনের সম্পূর্ণ প্রণতি॥

তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লে

সর্বাঙ্গীণ শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ-আশ্বিন
অঘ্রান-ফাল্গুন আর আষাঢ়-ভাদ্রের
জলে স্থলে থৈথৈ কিংবা রৌদ্রে নীল তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু উল্লসিত বসন্তবাহার
বানডাকা পাড়তোলা মেঘে রৌদ্রে মাটির আর্দ্রের
মিলনের সূর্যস্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন।

তুমিই এনেছ দ্বৈতা এ-জীবনে তোমার আমার
দেহে মনে এ-জীবনে দয়িতা যে নিত্যের পূর্ণতা
তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসগভীরে
আজ তাই প্রতিদিন প্রেমের পাত্রের হিরণ্য শূন্যতা
ভ'রে দিক অভ্যাসের জয়ে, এবং আমরাও ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা ভরি জীবনের স্বরচিত পূর্ণে বারবার॥

আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে

চিরসুন্দরের দূতী ,
আপন প্রাঙ্গণে এলে অসতর্ক আবির্ভাবে,
আমার চোখের হীরা
হৃদয়ের মর্মস্থলে জ্বলে তাই যেন সাক্ষাৎ প্রস্তাবে
মূর্তি ধরে, মৃদঙ্গ মন্দিরা
বাজাও অজ্ঞাতে নিজে আমারই আকৃতি।
তুমি তো জানো না তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে
আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে
আনন্দের নিত্যনৈমিত্তিক আমারও প্রস্তুতি॥

কেন তুমি ভাবো

কেন তুমি ভাবো, এ-আকৃতি শুধু যৌন ?
অংশত তাই, আবার মাধুরী মমতাও জেনো সত্য।
কেন তুমি খোঁজো কোনটা মুখ্য গৌণ ?
তা কি খুঁজে পাবে ? প্রেম জেনো অবিভক্ত।

চৈতন্যের বিশ্বেই বাঁচে প্রণয়,
যেন সহজিয়া গান আমাদের দোতারায়
তাই তো তোমার সঙ্গে একাত্মতায়
গান হয়ে ওঠে আত্মদানের প্রলয়।

আমার ঈপ্সা সদাজাগ্রত, হে চিরপ্রৌঢ়া তন্বী ;
তাই আদিকাল থেকে আছি অনুরক্ত।
তুমিই বাহুতে দেহে দেহাতীত বহ্নি
তুমি সত্তায় সূর্যে পূর্ণ সত্য॥

আজও মনে পড়ে সেই বরানগরের পাঠ আর গান

আজও মনে পড়ে, সেই বরানগর—
পাঠ আর গান, রবীন্দ্রনাথেরই এক নাট্যপাঠ !
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বললেন : চলো, ওঁর কাছে চলো।

বিরাট পুরুষ বিচিত্র সুন্দর তাঁর দৃষ্টি!
তিনি নাম শুনে বললেন: ও তুমি এসেছ!
—প্রণাম করলুম! (আমাদের পরিবারের পুরুষদের মধ্যে
সচরাচর নিয়ম ছিল না।)
সেই চোখ মুখ আশ্চর্য সুন্দর!

অধ্যাপক মহলানবিশ বললেন: ওঁর কাছে বোসো।
নাটক পড়বেন। গান করবেন অমিতা সেন—ডাকনাম খুকু।
গভীর তার গান!
রবীন্দ্রনাথ বললেন, স্নিগ্ধ স্নেহ-ভরা স্বর, হালকা রসিকতার সুরে—
তুই তো কালো মেয়ে! লোকে কী বলবে? আমার পাশে বসে?
অমিতা, খুকু, সরল উত্তর দিলে, সহজ স্বরে:
তা তো বলবেই! লোকে বলবে—চাঁদের পাশে কলঙ্ক!
পরেই, সেই মেয়ের আবেগ-ভরা কণ্ঠে শুনলাম—
ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে?—কে দেবে?
কবে সে চলে গেছে, অলক্ষ্যে রেখে গেছে আনন্দ,
দখিন হাওয়ার পথিক হাওয়ার পথে:
সুন্দরী বধূকে সাজায় যতনে অলক্ষ্য প্রেমের অমূল্য হেমে!
স্বপন দিয়ে যায়, আধেক ঘুমে নয়ন চুমে!—
যে-গান বিলেতী রাউণ্ডের মতো ঘুরে ঘুরে আসে,
বারে বারে,
বাংলা গানের সুরে নতুন ধারা বয়ে আনে—
প্রাচীন সেই গানের মতো—
সামার ইস্ ইকুমেন ইন্—লুডে সিং কুকু!

রবীন্দ্রনাথের মনে কি পড়েছিল সেই বিদেশিনীকে
যে সুগভীর স্বরে তাঁকে ডেকেছিলো—'মাঙ্গ রবিন এডেয়ার' ব'লে?

যে ছিলো আমার স্বপনচারিণী, তারে বুঝিতে পারিনি।—
তবু যে গান গেয়ে যায়—ফিরে ফিরে ডাক দিয়ে যে যায়।
নয়ন তোমার ডাকুক তারে শ্রবণ রহুক পথের ধারে—
ভোরের আকাশ ভ'রে যে যায় এমন গানে গানে—

তবু সে ডেকে যায় গান গেয়ে যায়, একাত্ম স্বরে—
চিনিলে না আমারে কি, চিনিলে না। আহা!

বাঁকুড়ার দুইজন

হয়তো দেশে অকর্মণ্য কেউ বেশি বা কম
যেমন বিশ্বে কোথাও হিম—হাড় সিরসির করে,
কোথাও ঘেমো-আবহাওয়া বা কোথাও কড়া গরম।

কেউ বা অতি চালাক, কারো সরলতাই চরম,
কেউ বা করে ঘোর সংসার কষ্টে ঘুপ্‌সি ঘরে—
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য এক পরম।

অথচ চাই দিনরাত হোক হিম বা মৃদু গরম,
ঝরঝরে আর জীবনানুগ, হোক না বাইরে ঘরে,
এই জীবনে জীবিকাতেই সত্য আছে পরম।

যামিনী রায়ের শিল্পলোকে কিংবা প্রজ্ঞা-বরে
বাঁকুড়া জেলার যোগেশ রায়ের নব্বই-এ নেই ভ্রম।
দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও তিনি একটি অনুচরে

মনের সূর্যসাধনাতে নিজের গ্রন্থঘরে
বিজ্ঞানে বা বেদজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে পরম
আত্মপ্রচার নয়, শুধুই বিদ্যানিধির স্বরে
সদাই এই জীবনে তাঁর জ্ঞানসাধনা চরম॥

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস,
ভুমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ।

তোমরা নবীন, আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা?
বিশ-বাইশের ইতিহাস
করেছে কি কালের গণনা
তোমাদের সদ্য সুখে মানা?

তোমরা নবীন, জানাশোনা
তাই বুঝি হয় নি প্রবাস?
নিজবাস একান্ত অজানা,
আজন্মপ্রবাসী, তাই নানা
স্বদেশীয় স্মৃতিই বিলাস?

দুনিয়ার হাটে-হাটে কেনা
আধোচেনা প্রবল উচ্ছ্বাস,
অনাত্মীয় মধ্য প্রতিভাস—
তবু জেনো ,আমরাই চেনা।

হঠাৎ উঠেছে দেখ ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হতে পারে কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাসা,
জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরানোসরাস,
আশেপাশে জলহস্তী, কুমীর, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল
পেতেছে দপ্তর গদী গমস্তা ফরাস খাসা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী
কলকাতার কপালের গেরো।

এই দিকে নকল গথিক ঐদিকে করিন্থী আয়ন ডোরীয়
কেলসনের ইংরেজী খেয়াল।
তবুও যাহোক্ কালের পলিতে আহাম্মক সাহেবী সখের গায়ে
পড়েছিল অভ্যাসের কিছুটা প্রসাদ,
বাঙালের হাইকোর্ট, গাঁওয়ারের জাদুঘর,
এমন কি লাটনী—প্রসাদ এসেছিল চোখে সয়ে,
এবং চোরাই সাম্রাজ্যের দেশজ রাস্তায়
অলিতে গলিতে আজগবি ঘিনজির বাহারে
জমেছিল নয়নে না হোক কিছু মনোহর
আলালের দুলালের হুতোমের বুড়ো বুড়ো শালিকের কাটারায়
পক্ষীবাবুদের কায়দায় কেতায় সচ্ছলতা অসচ্ছলতায়।

সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি দিয়েছিল তবু কিছু রস, কিছু রৌদ্র
শচীশকে বিনয়কে, তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা
কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ।

আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।

কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা!
রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্য আকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো,
এর চেয়ে দগ্ধদিনে এনে দাও সালানপুরের যুগান্তের ভূশণ্ডী প্রান্তর।

প্রাণ খুলে যে ঘৃণা করব এমন দেখি উপায় নেই,
প্রাণের পাতায় নেই তো তার ঠাঁই,
চোরাগলিতে ঘোরে যখন তখন বুঝি দেখি তাকেই,
ঘরে কিংবা সভায় সে নয় চাঁই।
শহরবনে হঠাৎ যবে দেখি সে অমানুষিক চোখ
মানতে হবে চমকে উঠি ভয়ে,
তাই বলে যে ঘৃণা করব এমন আমার সাধ্যে নেই,
হার কোথায় বন্য পরাজয়ে?
জন্তুই তো জন্তুটা সেই, যতই তার হোক্ না রোখ্,
মনের বিশ্বে কোথায় তার ঠাঁই?
মৃত্যু তার নখরে বটে অর্থহীনতায় অসহ,
আকস্মিক, জয়ও তাই চাই।
জয়ের ছবি তাই তো মনে, জয়ের গান তাই তো রটে,
ঘোচাতে চাই আকস্মিকের পাপ।
তাই বলে কি করব ঘৃণা সমানে সমান বিনা?
পায়ের পাশে ঘুরতে পারে সাপ,
আশেপাশে চৌকাঠে বা ঘরের কোণেও বিছা বা জোঁক,
প্রাণের লোকে নাই থাকুক বাসা,
এটাও ঠিক যে সাপ মাড়ালে ঘৃণায় শরীর রীরী করে,
পড়তে পারে জুতার চরম চাপ,
তাই বলে কি বিছাটাকেই বসতে দেব ঘৃণার আসন,
জোঁককে শেষে ডাকব সভাঘরে?
ঘৃণার পাতা হাওয়ায় ঝরে, ঘৃণার মাটি প্রখর ভালোবাসা
সেই শিকড়ে জীবন বাঁধি, তাই—
মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মানব কাকে, শিরদাঁড়া নেই,
দেব না ওকে ঘৃণারও অভিশাপ।

এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,

যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচাবার আশা নেই, বাঁচবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পাশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোই কোনো আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই।
চৈতন্যে মড়ক।

এখানে অভাব মৃত্যু অনাহার অপঘাত সকালবিকাল
মাসে মাসে মারীর চড়ক,
এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ,
বানপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই,
এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয় শুকানো দীঘি,
বুদ্ধি মজা খাল, চোখ-কান সব বোধ চোরাইমালের চেয়ে বাসি,
এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক।
কেউ বা হিন্দির হন্যে, কেউ ইংরেজির হাঙর,
নানা অবান্তর নানা শিকারীশিকার
অথচ সবটা গৌণ অচেতন বা অর্ধচেতন
নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার।

নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে
যন্ত্রণার বাণী দাও কর্মে দাও সজল শিকড় ফুলেফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যস্তের তিক্তের ক্ষুব্ধের
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক্
জীবন মৃত্যুর এ গোধূলিই স্বচ্ছতা পাক
বৈশাখী রৌদ্রের আর কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে।

রাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে
রাজার ছেলে খোঁজে কাজ,
ভালোই জানে তারা রাজ্যপাটে
কিছুই নয় তারা আজ।

তবুও বয়সের ঊষার সংকটে
ছেলেটি ভাবে ধাপে ব'সে,
মেয়েটি সত্যিই রাজার মেয়ে বটে
রাজার ছেলে নয় তো সে।
পার্কে বেঞ্চিতে অথবা পথে শানে
দুজনে বলে প্রায়ই কথা,
বহুরই ভাগ্যে যা বর্তমানে
তাদেরই বেলা অন্যথা।
তাই তো মাঝে মাঝে রাজার ছেলে
মিছিল করে কলরবে।
রাজার মেয়ে তাই হৃদয় দেয় মেলে
ধর্মঘটে গৌরবে।
এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বলে দেহমন।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন।

ক্লান্তিতে কিসের ভয়?
ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ সেরে তুরপুন র‍্যাঁদার কিংবা তাঁতের
মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি।
ধ্যান আর বাস্তবের খেয়াপারাপারে
সম্মিলিত এক দলে
আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, মহাশয়।
তারপরে সূর্যের আত্মীয় যেন সূর্যের মতন ফেরা ঘরে।
বাঁধের পথের বাঁয়ে, হাসপাতাল ডানপাশে ছাড়িয়ে,
মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঝরা ফুল ঝরা পাতা আলতো মাড়িয়ে,
পাহাড়ের মুখোমুখি দিনের কিনারে,
পাখির সংগীতে পরিতৃপ্ত ক্লান্তিভরে যে যার সংসারে,
কেউ গান কেউ অন্য আমোদপ্রমোদে,
বিজলি আলোয় পাঠে কিংবা শুধু স্নিগ্ধ অবসরে।
হয়তো বা বারান্দায় বসে কিংবা শুয়ে, খাটে, তক্তাপোশে
চাঁদের বিকাশ দেখা দিকচক্রবাল থেকে আকাশের বুকে—

কেমন কাস্তের চাঁদ অমাবস্যা পূর্ণিমায় পঞ্চদশী প্রাকৃত কৌতুকে।
ক্লান্তিতে কিসের ভয়? মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,
ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের শ্রান্তি বড়ো ক্লান্তিকর,
জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমরা সবাই ওরে ভাই
চাই সেই ক্লান্ত অবসর।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন:
সকলই প্রস্তুত, মেরাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,
ভিয়েনে আগুন জ্বলে, দেউড়িতে সানাই
বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুরে সুরে,
ভাঁড়ারে বোঝাই ভোজ্য, নানা সাজ আয়োজনে
অন্দরের ঘর ভরা যৌতুক বিস্তর,
আত্মীয় পড়শী সব মুখর অস্থির,
বহু শিশু খেলে ঘোরে, নিশ্চয় পাত্রীরও বুক দুরু দুরু
আবেগে আগ্রহে, বিবাহের সকলই প্রস্তুত।
এমন কি বরযাত্রী এসে গেছে, সভায় জমাট,
শাঁখ প্রায় বাজে বাজে, হুলুধ্বনি
এয়োদের পানরাঙা মুখে মুখে সমুদ্যত,
শুধু বর নেই—

রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত—
বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—
কিংবা হয়তো বা ওরা বরযাত্রী নয়, সব বরযাত্রী নয়,
ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর, গণ্যমান্য অথবা নগণ্য,
ভিখারীও নানান্ রকম, কেউ বাবু, কেউ বা সাহেব,
আত্মার দুয়ারে, মনের রাস্তায়
সমাজের আস্তাকুঁড়—সাফাই লরিতে সত্তার ভিখারী,
দুস্থ, তবে বস্তিবাসী নয়, গদীয়ান আড়তে দপ্তরে,
দেহে মনে প্রাণে দুস্থ, হয়তো বা অর্থে নয়, ক্ষমতায় নয়—
বরযাত্রী নানান্ রকম, শুধু বর নেই।

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, সনাক্তিকরণ
দশের দর্শনে, সমাজের আতশী ফলনে

পায় না আপন সত্তা, যা শুধু ফুলের মতো
ফুটে-ওঠে-রৌদ্রজলে ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ের শাখার পাতার প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়,
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রেজলে শিকড়ে শাখায়,
এমন কি ফুলদানিতে সাজানো হ'লেও।
তাই আজ আমাদের সত্তা নেই, ঘরে সঙ্ঘে বৈঠকে বা চাখানায়,
ফুলদানির মননেও হাজার চেষ্টায়।

এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল
ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে।
দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে।
অথচ বিচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল
যেন বা দেহের সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ
অভুক্ত, অসুস্থ, কাটা, পঙ্গু শতশত স্নায়ু স্নায়ুকোষ,
তাই আমাদের মনে, বাস্তবজীবনে কবন্ধের ছড়াছড়ি,
বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস, বহু ছল ক্ষমতার হরেক কৌশল:
তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই সত্তা নেই,
লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,
বিধবার দেশে অরক্ষনীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই,

যে সত্তার স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিরকাল
আদিম গোষ্ঠীর যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি।
এরই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান,
অসামান্য ক্ষমতার পায়ে, যেমন সাম্রাজ্যমরিয়া জার্মানি
রিলকের নিঃসঙ্গ যুগে করেছিল নাৎসিদের দুঃস্বপ্নের পায়ে,
সেই সব লোক যারা যন্ত্রণায় লিখেছিল দুর্জয় সুন্দর সিমফনি কোআর্টেট
যন্ত্রণাবধির কত বেঠোফেন,
উন্মাদ বরণ করে নিয়েছিল কত না নীট্‌শে কত হোয়ল্‌ডের্‌লিন্‌
কত শত হবাখ্‌নারের আর্ত নাট্যনাদে

এরই লোভে সেকালের ইতিহাসে দেখা যায় বিলাতে গড়েছে
বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্পতরু ছায়ার একতা।
কল্পতরু আজ শুকনো, তাই ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্তশাসন চায়,
তাই অনেকেরই মনে হয় জনন মৈথুন মৃত্যু এই তিনেও ইংলণ্ডের শান্তি নেই,
ভাবে তারা হরিজন, উদ্বাস্তু বা নির্বাসিত, দায় নেই দায়িত্বও নেই।

অন্যপক্ষে, আজ তাই দেখা যায় সত্তার সমস্যা,
সংহতির সীমিত সত্যের, সাম্যের সখ্যের মহাদেশে
এদেশে ওদেশে, দেশের দশের মধ্যে ব্যক্তির মুকুলে।

আমরা সম্রাট নই, বিলাতের বনেদী দুর্গতি
স্বপ্নেও কপালে নেই, এমন কি ফরাসীস্ মান্দারিন—মন্য সুখ
নির্দিষ্ট যা মোটামুটি এক শয্যা থেকে অন্য শয্যার বিলাসে
আলজীরীয় অবসাদে অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা,
তাও নিতান্ত অসার এই পাপপুণ্যহীন দেশে
দগ্ধ দিনে বিষণ্ণ রাত্রিতে।

আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে,
তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
প্রাণ মান চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে॥

"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত"—কাব্যগ্রন্থ থেকে

আমাদের মেয়েরা

ছোটো খাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন:
সূর্যের জাগার সঙ্গে ভোরে ওঠা, দিনরাত্রি
নিয়মিত নম্র সুরে বাঁধা।
বাসরের বাসি অঙ্গ মেজে সদ্যস্নাত চুলে গিঁট—
সংসারের কাজকর্ম সারা, চায়ের যোগান দেওয়া
কাঁদা নয় ধুঁয়ার ছলনে রাঁধা তিন-চার পদ,
তারপর ছেলেমেয়ে, খাওয়ানো—পরানো,
অসুখবিসুখ, সেবা, পথ্য দেওয়া,
তারপরে বাকি কাজ শেষ ক'রে
খাওয়া কিংবা উপবাস-ব্রত-পূজা-মানতের,
দু-চার মিনিট রৌদ্রে চুল মেলা,
সেলাই অথবা এলো খোঁপা বেঁধে ঘুম,
হয়তো বা ঘুম নয়, জীবনের নভেলের স্বপ্ন দেখা
ঘনপক্ষ্ম চোখ বুজে। তারপর আবার সংসার।

বৈকালী প্রস্তুতি ফের, বারান্দায় কিংবা ছাদে
বিনুনির দীর্ঘ ইতিহাস, একটু বা ঝুঁকে দেখা
কিবা যায় ফেরি, কারণ সেকালে নানান ডাকের
হরেক মালের নানাদেশী ফেরিওলা, কলকাতায়
পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল স্বাদ ছিল
ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী।
তারপরে কিছুটা বা ঘষামাজা, ওরই মধ্যে
যাই হোক শাড়ির বাহার।

তোমরা দেখনি বুঝি এইসব, তোমরা করেছ দেরি
চাকুরে সে মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোয়ার রেনেসান্সে,
মধ্যবিত্ত বাঙালীর সুবর্ণযুগের মধুর জীবনে,
দীঘির মতো যা স্বচ্ছ, সীমা যার জানা।
এখন জীবনে বহু দূর স্রোত মেশে, তোলপাড়
নানা পাড়ে, বিষম ঝঞ্ঝাট, ভুলত্রুটি, জ্বালা ঢের,
উত্তেজনা, দুঃখও প্রচুর, আরেক গৌরব।
এখন তোমরা শুনি জঙ্গী, কেবল গৃহিনী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী
কিংবা বলো প্রতিযোগী, তোমাদের চলায় বলায়
জীবনের দাবিদাওয়া তাই তীব্রতর অন্তর্যামী হয়ে ওঠে,
তোমরা ভ্রূকুটি হানো তাই আজকে আওয়াজে
অবশ্যম্ভাবিতার বিদ্যুৎ ঘনায়। সুখও অনেক,
মাধুর্যের অন্যসুরে অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ে কিংবা ক্লান্ত রাত্রে
এমন কি মেয়েলি মিছিলে, শাড়ীর বিন্যাসে,
তোমরা এনেছ আজ অমিত্রাক্ষরের
বিপদসঙ্কুল সমৃদ্ধির জের পয়ারের মিলে।
তোমাদের বৈচিত্র বহুধা। মুগ্ধ চোখে দেখি
দু-যুগের বাঙালী মেয়েকে। এপারে ওপারে গঙ্গা, বহু লাভ
কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের।

বিষ্ণু দে'র শ্রেষ্ঠ কবিতা—পঞ্চম সংস্করণ

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
২৮	১০	আহরি	আহরে
৩১	২৮	স্বগতে	স্বর্গতে
৫২	৩২	শৃঙ্গারে	শঙ্গারে
৭৪	২৯	শ্বেত করবী	শ্বতে করবী
৮২	৭	পালঙ্কে	পেলঙ্কে
৮৩	২৩	মুক্তির	মুক্তের
৮৭	১৪	রোজগারের	রেজাগারের
৮৭	২১	আবির্ভাবে	আবর্ভাবে
৯৪	১৩	তরুণ	অরুণ
১০২	১৪	মুষ্টি ভিক্ষা	মুস্টি ভিক্ষা
১২৮	২০	যদি	যাদ
১২৯	২৪	আড়ালে	আড়াল
১৩৫	৫	বাংলোয়	বাংলায়
১৩৮	১৯	সরকারী	সকরারী
১৩৮	২৯	মৃত	মত
১৪০	১৯	উঠানের	উঠানরে
১৪২	৯	স্নিগ্ধ	(ছাপা পড়েনি)
১৪৪	৩২	প্রিয়ম্বদা	প্রিয়ন্বদা
১৪৭	৩১	মর্মভেদী	কর্মভেদী
১৫৪	১৬	যতই	যমই
১৫৪	২৮	খুঁজি	খুজি
১৭৭	১১	অসার	আসার
১৮১	২২	প্রাত্যহিক	প্রাত্যাহিক
১৮২	২৫	মানুষ	মান্ষে
১৮৪	২৬	তবু	অবু
১৮৭	২৭	পৃথার	পথার
১৯৩	৮	নব্য	মধ্য
১৯৩	২৩	প্রাসাদ	প্রসাদ
১৯৪	৮	পাড়ায়	পাতায়
১৯৫	২৫	মর্মে	কর্মে
১৯৬	১৪	জ্বালে	জ্বলে
১৯৮	৩৩	এই তিনে ইংলণ্ডেরও	এই তিনেও ইংলণ্ডের